রামায়ণ,

যুদ্ধকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মী[illegible]ণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

অতিরিক্ত পত্র।

মূল রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপূজার কোন কথা নাই কিন্তু পুরাণান্তরে তাহা আছে। আমরা সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া এই স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।

পূর্ব্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা বিনিদ্র হইয়া যথায় রাম সেই লঙ্কায় আশ্বিনের শুক্লপক্ষে আগমন করিলেন, এবং স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধ সপ্তাহকালব্যাপী হইয়াছিল। এই সপ্তাহ মধ্যে তিনি রাক্ষস ও বানরের মাংস শোণিতে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরে সপ্তম রাত্রি অতীত হইলে নবমীতে মহামায়া জগন্ময়ী রামের দ্বারা রাবণকে বিনষ্ট করিলেন। যখন দেবী স্বয়ং এই যুদ্ধকেলি নিরীক্ষণ করেন এই আট রাত্রি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে রাবণ বিনষ্ট হইলে তিনি নবমীতে তাঁহার বিশেষ পূজা এবং দশমীতে বিসর্জ্জন করিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্থিত হইল। উহার হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ঐ কালকল্প মহাবীর কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল, এবং মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃষ্ঠে উদয়গিরিশিখরস্থ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্রোধভরে উহাঁদিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় আমার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। অগ্নি যেমন তুলরাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ তোমাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিব। আজ আমি তোমাদের সকলকেই শূল শক্তি ঋষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ শরে যমালয়ে পাঠাইব। আমি যখন ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবৎ গম্ভীর রবে পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে থাকিব তখন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। রে লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে সেই রাত্রিযুদ্ধে তোরা দুই জন আমার বজ্রকল্প শরে সমরসহায়

বীরগণের সহিত বিচেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিলি এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আমি সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্ তখন নিশ্চয়ই আজ যমালয়ে যাইবি।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কথামাত্র যে কার্য্য সহজ বলিয়া বুঝিতেছ তাহা বস্তুতই দুস্কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষে কোন কার্য্যের পারগামী হন তিনিই বুদ্ধিমান। রে নির্ব্বোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য্য নিতান্ত দুঃসাধ্য তুই কেবল কথামাত্র তদ্বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতেছিস্। তুই তখন রণস্থলে অন্তর্হিত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি সেইটি তস্করের পথ, বীরের নহে। রাক্ষস! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই আজ আমায় স্বীয় বলবিক্রম প্রদর্শন কর্। বৃথা গর্ব্বে কি হইবে?

তখন মহাবল ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রতি সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষবৎ দুঃসহ শর সকল পরিত্যক্ত হইবামাত্র সর্পেরা যেমন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষ্মণের দেহে গিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ অতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া বিধূম বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, সিংহনাদ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, রে

লক্ষ্মণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শর সকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। আজ শ্যেন গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃত দেহে গিয়া পড়িবে। তুই ক্ষত্রিয়াধম ও নীচ। তুই দুর্ম্মতি রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোরে আজই আমার শরে বিনষ্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম্ম স্খলিত, ধনু করভ্রষ্ট ও মস্তক দ্বিখণ্ড দেখিবে।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই গর্ব্ব করিস্ না, বৃথা কি কহিতেছিস্, কার্য্যে পৌরুষ প্রদর্শন কর্। তুই কার্য্যে পৌরুষ না দেখাইয়া অকারণ কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। এখন্ তুই এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ যাহাতে আমি তোর ঐ মুখভারতীতে আস্থা করিতে পারি। রাক্ষস! দেখ্, আমি কঠোর বাক্যে তোরে কিছুমাত্র তিরস্কার বা বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া এখনই তোকে বধ করিতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া উহার বক্ষে সূর্য্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া

ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্জ্জয়। উহাঁরা অন্তরীক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

একোননবতি সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ ভীষণ ভুজঙ্গবৎ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁর শরাসনের টঙ্কারশব্দে অতিমাত্র ভীত হইয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য দৃষ্টিতে উহাঁর প্রতি চাহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ উহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি ইন্দ্রজিতের মুখমালিন্য প্রভৃতি নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। তুমি উহাকে বধ করিবার জন্য একটু সত্বর হও। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ উহার প্রতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পের ন্যায় ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ঐ বজ্রস্পর্শ শরে আহত হইবামাত্র মুহূর্ত্তকাল বিমোহিত হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিয় সকল বিবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরে সে লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া রোষারুণ লোচনে কঠোর বাক্যে পুনর্ব্বার কহিল, রে নির্ব্বোধ! সেই প্রথম যুদ্ধে আমি যে বিক্রম দেখাইয়া ছিলাম তাহা কি তোর স্মরণ নাই? তৎকালে তুই ও রাম উভয়ে ঘোর নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলি। বলু আজ

আবার কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্। আমার বজ্রস্পর্শ শর তোদিগকে যে হতচেতন করিয়াছিল বোধ হয় সে কথা আর তোর স্মরণ নাই। যাই হোক্, আজ নিশ্চয় তোর মরিবার সাধ হইয়াছে। যদি তুই সেই প্রথম যুদ্ধে আমার বিক্রম না দেখিয়া থাকিস্ তবে দাঁড়া, আমি তোরে এখনই তাহা দেখাইতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বিভীষণকে বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্রম অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিলেন এবং নিতান্ত নির্ভয় হইয়া হাস্যমুখে উহার প্রতি শরনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষস! তোমার শর যার পর নাই লঘু ও স্বল্পবল। উহা আমার শরীরে বিলক্ষণ সুখদ বোধ হইল। ফলত প্রকৃত বীরেরা রণস্থলে এইরূপ অপ্রখর শর কদাচ প্রয়োগ করেন না। আর তোমার ন্যায় বীরেরাও যুদ্ধার্থী হইয়া রণস্থলে কদাচই আইসেন না। এই বলিয়া মহাবল লক্ষ্মণ ক্রোধভরে উহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত তারকারাজির ন্যায় রথগর্ভে স্খলিত হইয়া পড়িল। উহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। সে রক্তাক্ত দেহে প্রাতঃসূর্য্যবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। পরে ঐ

মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তন্নিক্ষিপ্ত শরে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। এক জনের প্রহার ও অপরের প্রতিপ্রহার। শ্রান্তিনিবন্ধন উভয়ের ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দুই জনের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তাক্ত। দুই জনই সমরবিশারদ। দুই জনই সুশাণিত শরে দুই জনকে বিদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই ভীমবিক্রম বীর জয়লাভে যত্নপর, এবং পরস্পরের শরজালে আচ্ছন্ন। উভয়ের বর্ম্ম ও ধ্বজদণ্ড খণ্ডিত। প্রস্রবণ হইতে জল যেমন নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাঁদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। আকাশে যেমন নীল নিবিড় মেঘ ভীম রবে বারিধারা বর্ষণ করে সেইরূপ উহাঁরা সিংহনাদ পূর্ব্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাঁদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুদ্ধ বহুক্ষণ হইতে লাগিল কিন্তু ঐ দুই বীর কিছুতেই ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না। উহাঁদের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য ব্যতিক্রমশূন্য ও অদ্ভুত; উহাতে ক্ষিপ্রতা বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতে লাগিল। উহাঁদের ভীষণ সিংহনাদ ঘন ঘন শ্রুত হইতেছে; উহা দারুণ বজ্রধ্বনির ন্যায় অন্যের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগিল। পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত

হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শস্ত্রে বিঘট্টিত, অনেক গুলি ভগ্ন ও অনেক গুলি খণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ রণক্ষেত্রে ঘোর শরস্তূপ দৃষ্ট হইল এবং ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের ক্ষতবিক্ষত দেহ অরণ্যে কুসুমিত নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গে শরসকল প্রবিষ্ট, তন্নিবন্ধন উহাঁরা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। উহাঁদের দেহ শরেশরে আচ্ছন্ন এবং রক্তাক্ত, সুতরাং তৎকালে উহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

নবতিতম সর্গ।

মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন ইত্যবসরে মহাবল বিভীষণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বজ্র যেমন পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ করে সেইরূপ উহাঁর ঐ সমস্ত অগ্নিস্পর্শ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসদেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উহাঁর চারি জন অনুচরের শূল অসি ও পট্টিশে রাক্ষসগণ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে বিভীষণ ঐ কএকটি অনুচরে পরিবৃত হইয়া গর্ব্বিত করিশাবকের মধ্যগত হস্তীর ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধপ্রবৃত্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, বীরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ রাবণের পরম আশ্রয়, আর তাহার সৈন্যও এতাবন্মাত্র অবশিষ্ট; এই সময় তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ? এই পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলে রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত হইল। দেখ, প্রহস্ত, নিকুম্ভ,

কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্লাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ত্ববন্ত, এবং দেবান্তক ও নরান্তক তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বাহুদ্বয়ে মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। সম্মুখে যাহা দেখিতেছ অতঃপর কেবল এতাবন্মাত্র জয় করিতে অবশিষ্ট। ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে বিনাশ করা আমার অনুচিত, তথাচ আমি রামের জন্য দয়া মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাকে বধ করিব। আমি ইহার বধার্থী, কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, সুতরাং এই লক্ষ্মণই ইহাকে বধ করিবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের সন্নিহিত অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর।

বানরেরা যশস্বী বিভীষণের বাক্যে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন নানারূপ রব করে সেইরূপ রব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর জাম্ববান ভল্লুকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্লুকেরা নখ দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষস-

গণকে প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভৎর্সনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রোধভরে এক শৈলশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎও পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁরা পরস্পরের শরে আচ্ছন্ন এবং বর্ষাকালে সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন জলদপটলে আবৃত ও অদৃশ্য হন সেইরূপ উহাঁরা শরজালে পুনঃপুনঃ আবৃত ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে উহাঁদের শরগ্রহণ, শরসন্ধান, ধনুঃগ্রহণে হস্তপরিবর্ত্তন, শরক্ষেপ, শর আকর্ষণ, শরবিভাগ, সুদৃঢ় মুষ্টিযোজনা ও লক্ষ্যভেদ এই সমস্ত কার্য্য ক্ষিপ্রহস্ততা নিবন্ধন কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। শরে শরে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন; সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য। স্বপক্ষ ও পরপক্ষবোধে বিষম অব্যবস্থা ঘটিতে লাগিল। আকাশ নিবিড় শরান্ধকারে আবৃত ও নীরন্ধ্র। সমস্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। অসংখ্য রক্তনদী বহিতে লাগিল। মাংসাশী দারুণ গৃধ্রাদি পক্ষী রুক্ষ স্বরে চিৎকার করিতেছে। বায়ু নিঃস্তব্ধ, অগ্নি নির্ব্বাণ প্রায়। গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ যার পর

নাই সন্তপ্ত। মহর্ষিগণ এই ঘোর উৎপাত দর্শনে স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া জীবজগতের শুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণকায় স্বর্ণালঙ্কৃত চারিটি অশ্ব চার শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে সারথিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখচিত সুশাণিত বজ্রকল্প ভল্লাস্ত্র আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। ভল্ল পরিত্যক্ত হইবামাত্র জ্যাআকর্ষণজ তলশব্দে নিনাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথির শিরশ্ছেদন করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বয়ংই সারথ্যে নিযুক্ত হইল। তৎকালে এই ব্যাপার সকলের চক্ষে অতিমাত্র কৌতুককর হইয়া উঠিল। যখন ইন্দ্রজিৎ সারথ্যে নিযুক্ত তখন উহার প্রতি শরবৃষ্টি হইতেছে, এবং যখন ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উহার অশ্বের উপর শরপাত হইতেছে। ঐ সময় লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে নির্ভীকবৎ বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অতিমাত্র শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের সমরোৎসাহ নির্ব্বাণ প্রায়। সে ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে যূথপতি বানরগণ হৃষ্ট মনে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চার জন বানর অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীম বিক্রমে মহাবেগে ইন্দ্রজিতের ঐ চারিটি অশ্বের উপর গিয়া পড়িল। অশ্ব

সকল ক্লান্ত ও পীড়িত। উহাদের মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতে লাগিল। পরে ঐ সমস্ত বানর ঐ চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট। সে রথ হইতে অবতরণ এবং লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। লক্ষ্মণও ঐ পাদচারী বীরকে পুনঃপুনঃ শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একনবতি সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ ভূতলে দণ্ডায়মান। সে ক্রোধাবিষ্ট ও স্বতেজে প্রজ্বলিত। ঐ মহাবীর এবং লক্ষ্মণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয়শ্রী লাভের জন্য সম্মুখযুদ্ধ করিতেছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহারা স্বস্ব অধিনায়ককে তিলার্দ্ধ পরিত্যাগ করিল না। প্রত্যুত তৎকালে সকলে ইতস্তত হইতে একত্র মিলিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলকিত করিয়া হৃষ্ট মনে কহিল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোমরা বানরগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও ইতিমধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে আমার নগরপ্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, তোমরা তাহাই করিও।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক লঙ্কা পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ প্রাস অসি ও শরে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত এবং

হিতোপদেষ্টা অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সারথি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবীরে পরিবৃত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরগণ ঐ ধীমানকে পুনর্ব্বার রথস্থ দেখিয়া উহার ক্ষিপ্রকারিতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরবধে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা উহার ভীমবেগ নারাচ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা যেমন প্রজাপতির শরণাপন্ন হয় সেইরূপ লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে জ্যা যোজনা করিয়া লইল; লক্ষ্মণও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তীব্র সর্পবিষের ন্যায় দুর্বিসহ পাঁচ শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তবর্ণ উরগের ন্যায় ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিৎ প্রহারবেগে রক্ত বমন করিতে লাগিল। পরে সে সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত সারবত্তর অপর এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রতি বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

লক্ষ্মণও তন্নিক্ষিপ্ত শর সকল অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। উহাঁর এই কার্য্য অতি অদ্ভুত। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত শর অর্দ্ধপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সন্নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। উহার অশ্বসকল সারথিশূন্য হইয়া স্থির ভাবে মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে এই ব্যাপার অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া দশ শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। ঐ সমস্ত বিষবৎ উগ্র বজ্রসার শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম্ম স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বর্ম্ম একান্ত দুর্ভেদ্য বোধ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তিন শরে উহাঁর ললাট বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ঐ ললাটস্থ তিন শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে তিনি প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া পাঁচ শরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখ বিদ্ধ করিলেন। ঐ দুই বীরের সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা। উহাঁরা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিল এবং সমস্ত যূথপতি বানরের প্রত্যেককে শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ উহার শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। উহার সারথিও বিনষ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিভীষণের প্রতি এক মহাশক্তি প্রয়োগ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের দিকে ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায় সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্যের উপর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত জাতক্রোধ। সে এক যমদত্ত ঘোর শর গ্রহণ করিল। ভীমবল লক্ষ্মণও একটি প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর অমিতপ্রভাব কুবের স্বয়ং স্বপ্নযোগে উহাঁকে প্রদান করেন। উহা দুর্জ্জয় ও সুরাসুরেরও দুর্বিসহ। ঐ দুই মহাবীরের পরিঘাকার বাহু দ্বারা সুদৃঢ় ধনু মহাবেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবৎ কূজন করিয়া উঠিল এবং ঐ দুই শরও শরাসনে যোজিত ও আকৃষ্ট হইবামাত্র শ্রীসৌন্দর্য্যে জ্বলিতে লাগিল। পরে শরদ্বয় শরাসনচ্যুত হইয়া অন্তরীক্ষ উদ্ভাসন পূর্ব্বক মহাবেগে

চলিল। পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে ঘোর ঘর্ষণ উপস্থিত। এই সঙ্ঘর্ষপ্রভাবে ধূমব্যাপ্ত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত দারুণ অগ্নি উত্থিত হইল। পরে ঐ দুই মহাগ্রহতুল্য শরদণ্ড শতধা খণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও যার পর নাই লজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা ঐ অদ্ভুত বারুণাস্ত্র নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে ত্রিলোক সংহারার্থই যেন দীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ সৌর্য্যাস্ত্রে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুশাণিত আসুর শর সন্ধান করিল। ঐ আসুর শর যোজিত হইবামাত্র শরাসন হইতে প্রদীপ্ত কূট মুদ্গার, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ ও পরশু অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। ঐ আসুর শর অতি দারুণ ও দুর্নিবার। উহা সকল অস্ত্রকেই পরাস্ত করিতে পারে। লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। ঐ দুই বীরের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও অদ্ভুত। এবং উহা উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীম রবে অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া সবিস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উহাদের অবস্থানে আকাশ শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভিত হইল। এবং তৎকালে দেবতা

গন্ধর্ব্ব গরুড় উরগ ঋষি ও পিতৃগণ ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য একটি অগ্নিস্পর্শ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব্ব ও পত্র সুশোভন, উহা অনুক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও সুসন্নিবেশ, উহা দেহবিদারণ, উরগবৎ ঘোরদর্শন, দুর্নিবার ও বিষম। পূর্ব্বে সুরাসুরযুদ্ধে মহাবীর্য্য দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন এই জন্য সুরগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। রাক্ষসেরা উহা দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে কহিলেন, অস্ত্রদেব! যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকাণ্ড মস্তক স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিতের বর্ম্মাবৃত দেহ লুটিতে লাগিল এবং শরাসন করভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন বৃত্রাসুরবধে দেবগণের যেমন হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল সেইরূপ বানরগণের আনন্দরব উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষে ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সক-

লেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী সেনা বানরগণের বৃক্ষ-শিলাঘাতে চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। উহারা ভীত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া ভীতমনে লঙ্কায় প্রবেশ করিল, অনেকে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং অনেকে পর্ব্বতে লুক্কাইত হইল। তৎকালে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। সূর্য্য অস্তমিত হইলে যেমন রশ্মিজাল অদৃশ্য হয় সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য্য ও নির্ব্বাণ অগ্নির ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত। ত্রিলোক নিঃশত্রু নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। ঐ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহর্ষিগণের সহিত যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল, চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধূলিজাল অপসারিত, জল স্বচ্ছ, আকাশ নির্ম্মল, দেব ও দানবেরা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সর্ব্বলোকভয়াবহ দুরাত্মার বিনাশে সকলে সমবেত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা গতজ্বর ও নিষ্কণ্টক হইয়া বিচরণ করুন।

অনন্তর বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববান ইন্দ্রজিতের বধে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে পুনঃপুনঃ

অভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোর রবে গর্জ্জন ও লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ হর্ষ প্রকাশের অবসর পাইয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিল, কেহ কেহ লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা লাঙ্গূল ঘনঘন কাঁপাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে লক্ষ্মণের জয়জয় রব তৎকালে অনেকে পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে লক্ষ্মণসংক্রান্ত নানারূপ বীরত্বের কথা কহিতে লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের এই দুস্কর কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে সঙ্গে লইয়া যথায় রাম ও সুগ্রীব শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তিনি সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিভীষণের মুখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ ব্যক্ত করিল। পরে তিনি কহিলেন, রাজন্! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন।

তখন রাম এই সংবাদে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম, তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বলিয়া রাম স্নেহভরে বল পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই বীরকার্য্যের প্রসঙ্গে রামের নিকট লক্ষ্মণের অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। রাম

উহাঁকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও ব্যথিত, যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। রাম ঐ স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও পুনঃপুনঃ সর্ব্বাঙ্গে করপরামর্ষণ পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি আজ দুষ্কর ও শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। আজ ইন্দ্রজিতের বিনাশে বুঝিতেছি স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। আজ আমি বিজয়ী। ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তুমি ভাগ্যবলে ঐ নিষ্ঠুরের সেই দক্ষিণ হস্তই ছেদন করিয়াছ। হনুমান ও বিভীষণও অতি মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন দিবসে আমার শত্রুনিপাত হইল। আজ আমি নিঃশত্রু। রাবণ পুত্রবিনাশে সন্তপ্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয় নির্গত হইবে। ঐ দুর্জ্জয় বীর নির্গত হইলে আমি মহাবলে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রভু, তোমার সাহায্যে অতঃপর সীতা ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না।

অনন্তর রাম হৃষ্ট মনে সুষেণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুষেণ! এই মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ যাহাতে বিশল্য ও সুস্থ হন তুমি শীঘ্র তাহারই ব্যবস্থা কর। মহাবীর ঋক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দেহ ক্ষত-

বিক্ষত হইয়াছে, তুমি প্রযত্ন সহকারে সকলকেই সুস্থ ও সুখী কর।

তখন সুষেণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে ঔষধ আঘ্রাণ করাইল। লক্ষ্মণ ঐ দিব্য ঔষধির আঘ্রাণ পাইবামাত্র বিশল্য হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বেদনা দূর হইল এবং বহির্ম্মুখী প্রাণ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে সুষেণ বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্‌-গণ ও অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শল্য অপ-নীত ও ক্লান্তি দূর হইল। তিনি বিজ্বর ও আনন্দিত হই-লেন। রাম সুগ্রীব বিভীষণ ও জাম্ববান ইহাঁরা তৎকালে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

—•◎•—

এ দিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ পাইয়া সত্বর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! বিভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সর্ব্বসমক্ষে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে বীরলোক লাভ করিয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্রের এই দারুণ বধসংবাদে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুত্রশোকে যার পর নাই কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া আজ লক্ষ্মণের শরে বিনষ্ট হইলে! হা বীরপ্রধান! লক্ষ্মণের কথা ত স্বতন্ত্র, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমকেও শরবিদ্ধ করিতে পার এবং মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকলও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও যখন কালগ্রাসে পড়িতে হইল তখন আজ যমরাজ আমার নিকট শ্লাঘনীয় হই-তেছেন। যিনি ভর্তৃকার্য্যে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ

হয়, দেহগণের মধ্যেও সুযোদ্ধাদিগের এই পথ। আজ তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়াছে। আজ সুরাসুর মহর্ষি ও লোক-পালগণ ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া সুখে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবেন। আজ একমাত্র ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত আমার চক্ষে ত্রিলোক শূন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে যেমন করিণীগণের নিনাদ শুনা যায় সেইরূপ আজ আমায় অন্তঃপুরে রাক্ষসনারী-গণের আর্ত্তনাদ শুনিতে হইবে। হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য্য আমায় করিতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত আছে এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে?

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার পুত্রবিনাশে ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিনি স্বভাবতই কোপনস্বভাব তাহাতে আবার এই মনঃ-পীড়া; রশ্মিজাল যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করে সেইরূপ উহা ঐ চণ্ডকোপ মহাবীরকে আরও জ্বলাইয়া তুলিল। ক্রোধভরে তাঁহার ঘন ঘন জম্ভা ছুটিতেছে এবং বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ তাঁহার মুখ হইতে

যেন জ্বলন্ত সধুম অগ্নি উঠিতেছে। তিনি পুত্রবধে যার পর নাই সন্তপ্ত ও রোষাবিষ্ট। তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক সমস্ত দেখিয়া জানকীরে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বভাবত রক্তবর্ণ, উগ্র রোষপ্রভাবে আরও আরক্ত ঘোর ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্ত্তি স্বভাবত ভীষণ, উগ্র কুপিত রুদ্রের মূর্ত্তিবৎ ক্রোধবেগে আরও উগ্র হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জ্বালার সহিত তৈলবিন্দু পড়ে সেইরূপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃপুনঃ দন্ত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমুদ্রমন্থন-কালে মন্দরপর্ব্বতকে সর্পরূপ রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহার যেমন শব্দ হইয়াছিল উহাঁর দন্তের সেইরূপ কটকটা শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণ যেন চরাচর ভক্ষণে উদ্যত, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট। তিনি চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাক্ষসেরা ভয়ে কিছুতেই তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিল না।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণের যুদ্ধপ্রবৃত্তি উদ্দীপনার্থ কহিতে লাগিলেন, আমি সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সময়ে সময়ে ভগবান স্বয়ম্ভুকে পরিতুষ্ট করিয়া ছিলাম; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে সুরাসুর সকলেরই অবধ্য হইয়াছি। স্বয়ম্ভু আমাকে এক

সূর্য্যপ্রভ কবচ দান করিয়াছিলেন। সুরাসুরযুদ্ধে অসংখ্য বজ্র-বৎ মুষ্টি দ্বারাও তাহা ছিন্নভিন্ন হয় নাই। আজ আমি যখন সেই কবচ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে যাইব তখন অন্যের কথা দূরে থাক সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমার নিকটস্থ হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! ঐ সুরাসুরযুদ্ধে স্বয়ম্ভু প্রসন্ন হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছিলেন তোমরা এখনই বাদ্যোদ্যমের সহিত তাহা উঠাইয়া আন; আজ আমি তদ্দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিব।

পরে ঐ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসংকল্পে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াবলে একটা কিছু বধ করিয়া, সীতা বধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। সেই সময় যাহা মিথ্যা দেখান হইয়াছিল আমি সেই প্রিয়তর কার্য্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানকী অক্ষত্রিয় রামের একান্ত অনুরাগিণী, আমি তাঁহাকে এই দণ্ডেই বধ করিব।

এই বলিয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশশ্যামল খরধার খড়্গ উদ্যত করিয়া, অশোক বনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা ও সচিবগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আজ রাম ও লক্ষ্মণ এই মহাবীরকে

দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইবে। ইনি ক্রোধবেগে লোকপাল-গণকে পরাজয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শত্রুকে বধ করিয়াছেন। বলবীর্য্যে ইহাঁর তুল্যকক্ষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। ইনি বাহুবলে ত্রিলোকের সমস্ত ধন-রত্ন আহরণ ও উপ-ভোগ করিয়া থাকেন।

রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া অশোক বনে চলিয়াছেন। সুবোধ সুহৃদ্গণ স্ত্রীহত্যা রূপ দুশ্চেষ্টা হইতে উহাঁকে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিতেছে কিন্তু অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীর প্রতি বেগে যায় তিনি সেইরূপ জানকীর প্রতি বেগে যাইতে লাগি-লেন। সীতা অশোক বনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, রাবণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক, কাহারই বারণ না মানিয়া, ক্রোধভরে বেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি দুঃখিত হইয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন, হা! যখন এই দুর্ম্মতি খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে আসিতেছে, তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চয় বধ করিবে। আমি পতিব্রতা, ঐ দুরাত্মা "আমার ভার্য্যা হও" বলিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এক্ষণে আমার সেই অস্বীকার বাক্যে সম্পূর্ণ নিরাশ এবং ক্রোধমোহে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ করিতে আসিতেছে। অথবা বোধ হয় এই

অনার্য্য আমায় পাইবার জন্য আজ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। কারণ ইতিপূর্ব্বেই রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া কোলাহল সহকারে জয়ঘোষণা করিতেছিল; আমি এখান হইতে তাহাদের সেই ভীষণ নিনাদ শুনিতে পাইয়াছি। হা! আমারই জন্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয় এই পাপাত্মা পুত্রশোকে ঐ দুই বীরকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। হা! আমি দুর্বুদ্ধিক্রমে তখন হনুমানের কথা রাখি নাই। যদি তখন ভর্ত্তৃবিজয়ের অপেক্ষা না করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতাম তাহা হইলে আজ এইরূপে আমায় শোক করিতে হইত না। আমি পতির ক্রোড়ে পরম সুখে থাকিতাম। হা! যখন সেই একপুত্রা আর্য্যা কৌশল্যা পুত্রবধের কথা শুনিবেন বোধ হয় তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুত্রের জন্ম, বাল্য, যৌবন, রূপ ও ধর্ম্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশ মনে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিবেন। সেই পাপীয়সী অসতী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্, আজ তাহারই জন্য আর্য্যা কৌশল্যা এই রূপ শোক পাইলেন।

অনন্তর বুদ্ধিমান্ সুশীল অমাত্য সুপার্শ্ব জানকীরে চন্দ্র-

বিরহিত কুগ্রহহস্তগত রোহিণীর ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং পুনঃপুনঃ নিবারিত হইয়াও রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক্ষণে ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন। বীর! আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; জানি না, স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে ইচ্ছা হইল! জানকী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, রামের বধকাল পর্য্যন্ত আপনি তাহার অপেক্ষা করুন এবং আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে সেই রামেরই প্রতি ক্রোধ উন্মুক্ত করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, আজই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি বুদ্ধিমান ও মহাবীর। আপনি রথারোহণ ও অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রামকে বধ করুন। পরে, জানকী নিশ্চয় আপনার হস্তগত হইবে।

দুরাত্মা রাবণ সুপার্শ্বের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কুপিত সিংহের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীন মনে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সমস্ত হস্ত্যশ্বরথ লইয়া এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং চতুর্দ্দিকে সেই একমাত্র রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে তোমরা সেইরূপ হৃষ্ট হইয়া তাহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকিবে, কল্য গিয়া আমি সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব।

তখন রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞাক্রমে দ্রুতগামী রথ লইয়া সসৈন্যে নির্গত হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণকে প্রাণান্তকর শর, পরিঘ, পট্টিশ ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের প্রতি বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়কালে এই যুদ্ধ উপস্থিত। বানর ও রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর

পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। রক্তনদী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি নষ্ট করিয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল; হস্তী ও রথ উহার কূল, শর ও মৎস্যধ্বজ তীরবৃক্ষ। ঐ নদী মৃতদেহরূপ কাষ্ঠভার সকল বেগে বহিতেছে। ঐ সময় ক্রুদ্ধ বানরগণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের ধ্বজ, বর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল, এবং উহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখ দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পক্ষীরা যেমন পতিত বৃক্ষে গিয়া পড়ে সেইরূপ বানরেরা এক এক রাক্ষসের উপর শত সংখ্যায় গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গুরুতর গদা প্রাস খড়্গ ও পরশু দ্বারা বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা রাক্ষসদিগের প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানল সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মেঘ যেমন সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে পারে না সেইরূপ রাক্ষসেরা উহাঁর নিকটস্থ হইতে পারিল না। তৎকালে উহারা রামের হস্তে দুষ্কর কার্য্য সকল কেবলই অনুষ্ঠিত দেখিতে লাগিল; তাঁহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল না। রাম কখন সৈন্যচালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন

কিন্তু অরণ্যগত বায়ুকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না সেইরূপ এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন দগ্ধ ও পীড়িত হইতেছে; তৎকালে ইহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী মহাবীর যে কোথায় কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেমন শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্ত্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না তমনি রাক্ষসেরা ঐ প্রহারপ্রবৃত্ত বীরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। ঐই রাম গজসৈন্য বিনাশ করিতেছে, ঐ রাম মহারথগণকে বধ করিতেছে এইরূপে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদৃশ্যে রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল। সকলেই রামের গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে মোহিত। তৎকালে কেহ কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহারা এক একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে। এক একবার তাঁহার অতিমাত্র অস্থির-অঙ্গারচক্রাকার ধনুঃকোটি দেখিতেছে কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঐ সময় সকলে রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহার মধ্যশরীর ঐ চক্রের নাভি; বলই জ্যোতি; শর সকল অরকাষ্ঠ; শরাসন নেমিপ্রদেশ; জ্যা ও তলশব্দই ঘর্ঘর রব; প্রতাপ ও বুদ্ধিই প্রভা; এবং দিব্যাস্ত্র

বৈভবই সীমা। একমাত্র রাম দিবসের অষ্টম ভাগে বহ্নিজ্বালা-সদৃশ শরনিকরে দশ সহস্র বেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র আরোহির সহিত অশ্ব, এবং দুই লক্ষ পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লঙ্কা পুরীতে পলায়ন করিল। রণস্থলে কোথাও অশ্ব, কোথাও হস্তী ও কোথাও বা পদাতি পতিত। ঐ স্থান কুপিত রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ঋষি ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধুবাদ করিলেন। রাম সন্নিহিত সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্য্যন্তই অস্ত্রবল।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ হস্ত্যশ্ব রথের সহিত অসংখ্য সৈন্য, রামশরে বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া যার পর নাই তটস্থ হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া দীনমনে উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীরা দুঃখাবেগে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হা! নিম্নোদরী বিকটা রাক্ষসী শূর্পনখা অরণ্যে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রামের নিকট কেন গিয়াছিল! সে সর্ব্বাংশেই বধযোগ্যা! ঐ বিরূপা রাক্ষসী সর্ব্বভূতহিতৈষী সুকুমার রামকে দেখিয়া অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিল। সে গুণহীনা ও দুর্ম্মুখী; রাম গুণবান ও সুমুখ। সে রামকে দেখিয়া কেন কামার্ত্তা হইয়াছিল? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাদিগের এবং মহাবীর খর ও দূষণের বধের জন্যই ঐ পলিতকেশা লোলদেহা বর্ষীয়সী ঘৃণিত হাস্যকর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীরে পাইলেন না; প্রত্যুত

মহাবল রামের সহিত তাঁহার দুরপণেয় শক্রতা বদ্ধমূল হইয়াছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে সীতাপ্রার্থী রাবণের তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম জনস্থানে অগ্নিশিখাকার শরনিকরে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম যোজনবাহু, ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং মেঘবর্ণ বালীকে বধ করিয়াছেন তখন তাঁহার বলবীর্য্য পরীক্ষায় পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে ধর্ম্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন তবে এই লঙ্কা আজ শ্মশানতুল্য হইত না। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ, অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎ শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিলি; এখন লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্ত্তনাদ শুনা যায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অথবা

যম রামরূপে এই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। এখন এই পুরী বীরশূন্য; আমরাও প্রাণে হতাশ; আমাদের বিপদের অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুমোচন করিতেছি। বীর রাবণ বরগর্ব্বিত; রাম হইতে এই যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তিনি ইহা কিছুতেই বুঝিতেছেন না। রাম তাঁহার বিনাশে উদ্যত; তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এখন প্রত্যেক যুদ্ধেই নানারূপ উৎপাত দৃষ্ট হয়। বিচক্ষণ বৃদ্ধেরা এই সমস্ত উৎপাত দৃষ্টে কহিয়া থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদান পূর্ব্বক রাবণকে দেবদানবের অবধ্য করিয়াছেন কিন্তু ঐ বরগ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখন তাঁহার অদৃষ্টে সেই প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা সুরগণ বরলাভমোহিত রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতোদ্দেশে এইরূপ কহেন যে, আজ অবধি সমস্ত রাক্ষস ও দানব দেবভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। পরে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়করী

এক নারী উৎপন্ন হইবে। হা! পূর্ব্বে দেবনিয়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে নষ্ট করিয়াছিল এক্ষণে সেইরূপ এই রাক্ষসনাশিনী জানকীই আমাদিগকে নষ্ট করিল। দুর্বিনীত দুর্ম্মতি একমাত্র রাবণেরই অত্যাচারে আমাদের এই শোক ও বিনাশ উপস্থিত। রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করিণীর ন্যায় বিপন্ন; এক্ষণে আমাদিগের উদ্ধারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভীষণই কালোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিপদ তিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তৎকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং অতিমাত্র ভীত হইয়া আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি রোষবশে প্রলয় হুতাসনের ন্যায় ভীষণ হওয়াতে তিনি সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঐ ভীমদর্শন বীর চক্ষুঃজ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধ-স্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা শীঘ্র সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার আদেশে এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক।

অনন্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞায় সৈন্যদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বলিল। ভীমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধসজ্জা করিয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং রাবণকে যথারীতি পূজা করিয়া তাঁহারই জয়শ্রী কামনায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

রাবণ ক্রোধে অট্ট হাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও বিরূপাক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে কহিলেন, বীরগণ! আজ আমি যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। আজ আমি ঐ দুই জনকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বৈরশুদ্ধি করিব। আজ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র আমার শররূপ জলদে আবৃত ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি বেগগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধনুঃসাগর-সম্ভূত শরতরঙ্গে বানরগণকে মন্থন করিব। আজ আমি হস্তীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া মুখরূপ বিকসিত পদ্মযুক্ত কান্তিরূপ পদ্মকেশরশোভী বানরযূথরূপ তড়াগ সকল মন্থন করিব। আজ বানরেরা মৃণাল-দণ্ডসহিত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিবে। আজ আমি একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে ভেদ করিব। যে সমস্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ও পুত্র নিহত হইয়াছে আজ আমি শত্রুবধ পূর্ব্বক তাহাদের সকলেরই চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আজ শরখণ্ডিত প্রসারিত দেহে শয়ান হতচেতন বানরবীরে রণভূমি অদৃশ্য করিয়া ফেলিব। আজ আমি শত্রু-মাংস দ্বারা কাক, গৃধ্র ও মাংসাশী অন্যান্য পশুপক্ষ্যাদিকে পরিতৃপ্ত করিব। এক্ষণে শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর, শীঘ্র-[illegible]সন আনয়ন কর, এবং এই স্থানে যে সকল রাক্ষস [illegible] শিষ্ট আছে তাহারাও শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুক।

তখন মহাপার্শ্ব সন্নিহিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্র সৈন্যদিগকে সত্বর হইতে বল। সেনাপতিগণ দ্রুতপদে রাক্ষসগণকে ত্বরা প্রদান পূর্ব্বক লঙ্কার গৃহে গৃহে পর্য্যটন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভীমদর্শন ভীমবদন রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে নির্গত হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও পট্টিশ, কাহারও গদা, কাহারও মুসল, কাহারও হল, কাহারও তীক্ষ্ণ-ধার শক্তি, কাহারও বা কূটমুদ্গর, কাহারও যষ্টি, কাহারও চক্র, কাহারও শাণিত পরশু, কাহারও ভিন্দিপাল, ও কাহারও বা শতঘ্নী। তৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট্‌ কোটি অশ্ব; ষাট্‌ কোটি খর ও উষ্ট্র ও অসংখ্য পদাতি রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল। ইত্যবসরে সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। উহা দিব্যাস্ত্রপূর্ণ কিঙ্কিনী-জালমণ্ডিত নানারত্নে খচিত রত্নশোভিত সহস্র স্বর্ণকলসে বিরা-জিত ও আটটি বেগবান অশ্বে বাহিত। রাক্ষসেরা এই রথ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ কোটি সূর্য্যসঙ্কাশ প্রদীপ্তপাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করি-লেন এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যাতিশয্যে পৃথি-বীকে নিদারণ পূর্ব্বকই যেন বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে তূর্য্যরব উত্থিত হইল এবং মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ ও কলহ বাদিত

হইতে লাগিল। ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মঘাতক দুর্বৃত্ত রাক্ষস ছত্রচামরে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত; সর্ব্বত্র কেবলই ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী ঐ শব্দে কম্পিত হইল। বানরেরা ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ তদভিমুখে বেগগামী রথে চলিয়াছে। সূর্য্য নিষ্প্রভ, চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইতস্তত শকুনিগণ* ঘোরতর চিৎকার করিতেছে, অশ্বের গতি স্খলিত ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। ইত্যবসরে একটা গৃধ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্বজদণ্ডে পতিত হইল। চতুর্দ্দিকে কাক গৃধ্র ও শৃগালগণের অশুভ রব। রাবণের বাম নেত্র ও বাম বাহু মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। উহার মুখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুগ্ধ। তৎকালে সে এই সমস্ত মৃত্যুসূচক দুর্লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া রণস্থলে চলিল।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে।

রাবণ যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রুদ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ। রাবণ ক্রোধবিঘূর্ণিত নেত্রে যেখানে চলিল তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

ক্রমশ রণভূমি শরচ্ছিন্ন বানরদেহে আচ্ছন্ন। প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন পতঙ্গগণের পক্ষে দুঃসহ হয় সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক স্থানে রাবণের শরপাত বানরগণের দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। উহারা অতিমাত্র কাতর হইয়া অগ্নিশিখাবেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর ন্যায় আর্ত্তস্বরে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। রাবণও মেঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় শরবর্ষণ করিতে করিতে উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এবং উহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব স্কন্ধাবারে আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে মহাবেগে চলিলেন। বহুসংখ্য বানর বৃক্ষশিলা লইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল। মহাবীর সুগ্রীব রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদসহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুগান্তবায়ু যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে তিনি সেইরূপে রাক্ষসগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষিদিগের উপর শিলাবৃষ্টি করে তিনি সেইরূপ রাক্ষসদিগের উপর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করি-

লেন। রাক্ষসেরা ঐ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও নির্ম্মস্তক হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবীর বিরূপাক্ষ আমি অমুক, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপে স্বনাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিল এবং গজস্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বিরূপাক্ষকে দেখিয়া হৃষ্ট মনে পুনর্ব্বার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। বিরূপাক্ষ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব উহার বিনাশসঙ্কল্পে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষহস্তে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন। হস্তী প্রহারবেগে আর্ত্তরব করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে গিয়া পতিত এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিরূপাক্ষ বাহনশূন্য। সে খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুত পদে সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া প্রহারের উপক্রম করিল। ইত্যবসরে সুগ্রীব উহার প্রতি সহসা মেঘাকার এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। বিরূপাক্ষ শিলাপাতপথ হইতে ঝটিতি কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল এবং ভীমবিক্রমে উহাঁকে এক খড়্গাঘাত করিল। সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উহার

বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। বিরূপাক্ষ মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং খড়্গাঘাতে সুগ্রীবের বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। সুগ্রীব মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন কিন্তু বিরূপাক্ষ স্বীয় নৈপুণ্যে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া প্রহারের উদ্যম সম্যক বিফল করিয়া দিল এবং সুগ্রীবের বক্ষে প্রবল বেগে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল।

অনন্তর সুগ্রীব প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইয়া উহার ললাটে বজ্রবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উহার মুখ দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতে লাগিল, চক্ষু উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, কখন অঙ্গস্পন্দন হইতেছে, কখন সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং কখন বা আর্ত্তনাদ করিতেছে। বিরূপাক্ষ দেহত্যাগ করিল। তখন দুইটি মহাসমুদ্র তীরভূমি ভগ্ন হইলে যেমন তুমুল শব্দে ডাকিতে থাকে সেইরূপ বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং তৎকালে উদ্বেল গঙ্গার ন্যায় যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

উভয় পক্ষীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষবধ ও এইরূপ সৈন্যক্ষয় দেখিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দুর্দ্দৈব উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইল। ঐ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকটস্থ ছিল। রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপরেই আমার সম্পূর্ণ জয়াশা আছে, অতএব তুমি বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুবধে প্রবৃত্ত হও। আমি এতকাল তোমাকে অন্নপিণ্ড দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন মহাবীর মহোদর, ভর্ত্তৃনিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া বহ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল এবং ভর্ত্তৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বানরবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা লইয়া রাক্ষসগণকে প্রহার করিতেছিল। মহোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণখচিত শরে উহাদের কাহারও হস্ত কাহারও পদ ও কাহারও বা

উরু ছেদন করিতে লাগিল। বানরেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল এবং অনেকে গিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় লইল। তখন সুগ্রীব স্বপক্ষ ছিন্নভিন্ন দেখিয়া পর্ব্বত-বৎপ্রকাণ্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে দেখিয়া শরপ্রয়োগ পূর্ব্বক নির্ভয়ে উহা খণ্ডখণ্ড করিল। শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুল ভাবে ভূতলে পড়িল। অনন্তর সুগ্রীব ক্রোধে অধীর হইয়া এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শরসমূহে উহাঁকে ক্ষতবিক্ষত করিল। পরে সুগ্রীব রণভূমি হইতে এক প্রদীপ্ত পরিঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া তদ্দ্বারা মহোদরের অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। মহোদরও সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের হস্তে প্রদীপ্ত পরিঘ এবং অন্যের হস্তে ভীষণ গদা। ঐ দুই গোবৃষাকার মহাবীর বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল, এবং উহারা পরস্পর ভীমরবে গর্জন করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হইল। মহোদর ক্রোধভরে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ঐ সূর্য্যপ্রভ গদা নিক্ষেপ করিল। সুগ্রীব রোষারুণ লোচনে পরিঘ দ্বারা ঐ ভীষণ গদা নিবারণ

করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘও সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি রণভূমি হইতে এক লৌহময় ভীষণ মুষল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ করিবার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। গদা ও মুষল পরস্পরের প্রতিঘাতে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়েই নিরস্ত্র। উভয়েই প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। উভয়েই পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে চপেটাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ঐ দুই বীর ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহাঁরা কখন ভূতলে পড়িতেছেন, আবার শীঘ্রই উঠিতেছেন। দুই জনই দুর্জ্জয়, দুই জনই বাহুবেগে পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রমশঃ দুই জনই যুদ্ধে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে উভয়ে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রহারের অবসর পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুই জনই ক্রুদ্ধ এবং দুই জনই জয়লাভের জন্য ব্যগ্র। ইত্যবসরে দুর্ম্মতি মহোদর ঝটিতি সুগ্রীবের বর্ম্মে মহাবেগে এক খড়্গাঘাত করিল। খড়্গ প্রহৃত হইবামাত্র সুগ্রীবের বর্ম্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন মহোদর বর্ম্ম হইতে যেমন ঐ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া লইবে ঐ সময় সুগ্রীব উহার উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া

ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষসসৈন্য দীনমনে বিষন্ন বদনে ভয়ে পলাইতে লাগিল। সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণের যার পর নাই ক্রোধ উপস্থিত হইল। রাম পুলকিত হইলেন। সুগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্ব্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া স্বতেজে সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল বীরশ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে সুর সিদ্ধ ও যক্ষ, ভূতলে অন্যান্য জীব, সকলেই হর্যোৎফুল্ল লোচনে উহাঁকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

নবনবতিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা উহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহু ছিন্ন, এবং কাহারও বা পার্শ্ব খণ্ডিত, অনেকের মস্তক বায়ুভরে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সকলে বিষণ্ণ ও হতজ্ঞান। তখন মহাবীর অঙ্গদ পর্ব্বকালীন সমুদ্রবৎ বেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং মহাপার্শ্বকে এক লৌহময় উজ্জ্বল পরিঘ প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্ব তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া রথ হইতে সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জন-স্তূপকৃষ্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযুথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চূর্ণ করিলেন।

পরে মহাবাহু মহাপার্শ্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া শরনিকরে অঙ্গদকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিল এবং তিন শরে জাম্ব-বানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া শরজালে গবাক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে

লাগিল। তখন অঙ্গদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূর্য্যরশ্মিবৎ প্রদীপ্ত এক লৌহ পরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া দূরবর্ত্তী মহাপার্শ্বের বিনাশোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তদ্দ্বারা উহার হস্ত হইতে সশর শরাসন এবং মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে অঙ্গদ সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণমূলে সবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপার্শ্বও এক হস্তে লৌহময় তৈলচিক্কণ প্রকাণ্ড পরশু লইয়া ক্রোধভরে উহাঁর বামস্কন্ধে প্রহার করিল। কিন্তু মহাবীর অঙ্গদ ঐ পরশু-প্রহারে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া উহার বক্ষে সক্রোধে বজ্রসার এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্বের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রাক্ষসেরা আকুল, রাবণও যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইল। বানরেরা সন্তুষ্ট হইয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল। অট্টালিকা ও পুরদ্বারের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেবতারাও মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

শততম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, দেখ, আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন যাবৎ রুদ্ধ হইয়া আছে। আজ আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া এই দুর্ব্বিসহ দুঃখ অপনীত করিব। সীতা যাহার পুষ্পফল, সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান, সুষেণ ও অন্যান্য যূথপতি বানর যাহার শাখা প্রশাখা, আমি আজ সেই রামরূপ মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব। এই বলিয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রামের অভিমুখে চলিল। উহার রথশব্দে বন পর্ব্বত ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সিংহ ও মৃগপক্ষী ভীত হইয়া উঠিল। রণস্থল বানর-সৈন্যে অতিমাত্র নিবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মনির্ম্মিত মহাঘোর তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে বানরেরা দগ্ধ ও রণস্থলে নিপাতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন

করিল। পলায়নকালে উহাদের পদোত্থিত ধূলিজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলত তৎকালে ঐ দুর্নিবার অস্ত্র কাহারই সহ্য হইল না। এইরূপে বানরসৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাবণ অদূরে দুর্জয় রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। ঐ সময় পদ্মপলাশলোচন রাম গগনস্পর্শী শরাসন অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অনন্তর মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধনুঃগ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। উহাঁর কোদণ্ডটঙ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখীন। সে চন্দ্রসূর্য্যের সন্নিহিত রাহুর ন্যায় শোভিত হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ উহাঁর সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং উহার প্রতি অগ্নিশিখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি শর এক শর দ্বারা তিনটি শর তিন শর দ্বারা এবং দশটি শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। রাবণ এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতবৎ অটল মহাবীর রামের সন্নিহিত হইল এবং রোষারুণ লোচনে উহাঁর প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামও শীঘ্র ভল্লাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত উরগভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর ছেদন করিতে লাগি-

লেন। উহাঁরা উভয়েই দুর্জ্জয়। কখন পরস্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন ঐ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যুৎদামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় উহাঁদের শরজালে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গেল এবং শরসমূহের পরস্পরসংশ্লেষে উহা যেন গবাক্ষপরম্পরায় শোভিত হইতে লাগিল। দিবসেও আকাশ অন্ধকারময়। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের বধার্থী হইয়া, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই জনই সমরবিশারদ এবং দুই জনই অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। উহাঁরা যে যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সেই সেই স্থানে বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গবৎ শরতরঙ্গ বিস্তার হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ রামের ললাটে বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ ভীমশরাসননির্মুক্ত নীলোৎপলকান্তি নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরে তিনি ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসরাজ রাবণের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে নিপতিত হইয়া উহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। পরে সর্ব্বাস্ত্রকুশলী রাম উহার ললাটে পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ

করিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পাকার শর প্রতিঅস্ত্রে প্রতিহত হইলেও উহার ললাট ভেদ করিয়া শনশন শব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট। সে রামের প্রতি মহাঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার, কতকগুলি কঙ্ক ক্রোক গৃধ্র শ্যেন ও শৃগালের মুখাকার, কতক গুলি বরাহ কুক্কুর ও কুক্কুটের মুখাকার, কতকগুলি মকর ও সর্পের মুখাকার। ঐ সকল অস্ত্র ব্যাদিতমুখে শন্ শন্ শব্দে পড়িতে লাগিল। রাবণ রুষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মায়াবলে রামের প্রতি এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন রাম আসুর অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অগ্ন্যস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কোনটি অগ্নির ন্যায়, কোনটি সূর্য্যের ন্যায়, কোনটি উল্কার ন্যায়, কোনটি বিদ্যুৎ ও কোনটি গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। রামের অগ্ন্যস্ত্রে ঐ সমস্ত আসুর অস্ত্র অবিলম্বেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব প্রভৃতি কামরূপী বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

একাধিকশততম সর্গ।

তখন রাবণ আসুর অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ময়বিহিত ভীষণ মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত বজ্রসার শূল, গদা, মুষল, মুদ্গার, কূটপাশ, প্রদীপ্ত অশনি তীব্র প্রলয়বায়ুর ন্যায় নিঃসৃত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্রে ঐ সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত চক্র সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহের ন্যায় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাম তৎসমুদায় সুতীক্ষ্ণ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে রাবণ দশ শরে রামের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎকালে রাম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটি শরে রাবণের নৃমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সারথির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিশুণ্ডাকার ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহার নীলমেঘাকার পর্ব্বতসদৃশ অশ্ব সকল

পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অর্দ্ধ পথেই খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ আর একটি শক্তি গ্রহণ করিল। উহা স্বতেজে উজ্জ্বল অমোঘ ও যমেরও দুঃসহ। ঐ শক্তি বেগে বিঘূর্ণিত হওয়াতে বজ্রবৎ তেজে জ্বলিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণসঙ্কট বুঝিয়া শীঘ্র তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিল এবং লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, রে বলগর্ব্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি তখন আমি উহাকে ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রুশোণিতলোলুপ শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের

প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়ানির্ম্মিত অষ্টঘণ্টাযুক্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ঘোর গভীর নাদে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাম ভীত হইয়া কহিলেন, স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাক্‌, তুমি ব্যর্থ হও। অনন্তর ঐ উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে শোকাশ্রু বহিতে লাগিল। পরে তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর ভাবিয়া রাবণবধে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্প শৈলবৎ দৃষ্ট হইতেছেন।

অনন্তর বানরেরা উহাঁর বক্ষ হইতে শক্তি উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা রাবণের শরে ব্যথিত হইয়া তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ঐ শক্র-ঘাতিনী শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে।

তখন মহাবল রাম দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন করিয়া ক্রোধভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎকালে রাবণ তাঁহার প্রতিও মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূপেক্ষ না করিয়া, লক্ষ্মণকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুগ্রীব ও হনুমানকে কহিলেন, দেখ, এখন তোমরা লক্ষ্মণকে এইরূপে বেষ্টন করিয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থিত এক্ষণে সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ আমি এই পাপিষ্ঠকে বধ করিব। বর্ষার অভ্যুদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয় সেইরূপ এই দুরাত্মার দর্শন আমারও প্রার্থনীয় হইয়াছে। এক্ষণে আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমরা শীঘ্রই এই পৃথিবীকে হয় রাবণশূন্য নয় রামশূন্য দেখিতে পাইবে। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্য্যটন, জানকী-অপহরণ, রাক্ষসসমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি এইরূপ ঘোর মানসিক দুঃখ এবং নরকযাতনাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, আজ এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছি এবং সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সাগর পার হইয়াছি আজ সেই পাপ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত। দৃষ্টিবিষ উরগের চক্ষে পড়িলে যেমন

কেহই বাঁচিতে পারে না, বিহগরাজ গরুড়ের চক্ষে পড়িলে সর্পের যেমন আর নিস্তার নাই সেইরূপ এই দুরাত্মা আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, আমি এখনই ইহাকে বিনাশ করিব। বানরগণ! তোমরা পর্ব্বতশিখরে বসিয়া আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। আজ সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। আজ এমন অদ্ভুত কার্য্য করিব যে যাবৎ এই পৃথিবী তাবৎ সকলেই তাহা ঘোষণা করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের শর পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল এবং তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্ত মুখে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উভয়ের জ্যানির্ঘোষে সমস্ত জীব যার পর নাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে নিপীড়িত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন করিল।

দ্ব্যধিক শততম সর্গ।
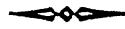
অনন্তর রাম সুষেণকে কহিলেন, সুষেণ! এই লক্ষ্মণ সর্পবৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ইহাঁকে এইরূপ রক্তাক্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বর্দ্ধিত ও অন্তরাত্মা আকুল হইতেছে। এক্ষণে আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এরূপ শক্তি নাই। হা! যদি লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন তবে আমার জীবন ও সুখেই বা কি প্রয়োজন। আমার বলবীর্য্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত, শর সকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পাকুল, স্বপ্নাবস্থাবৎ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল এবং চিন্তা অতিমাত্র বলবতী; প্রাণত্যাগেও আমার বারংবার ইচ্ছা হইতেছে।

ঐ সময় লক্ষ্মণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতে ছিলেন তদ্দৃষ্টে রাম আরও বিষণ্ণ ও আকুল হইলেন এবং সুষেণকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান দেখিয়া জয়শ্রীলাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়া কি অন্যের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন? এখন আমার যুদ্ধে

কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ছিলেন এক্ষণে আমিও যমলোকে ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাইব। ইনি স্বজনবৎসল এবং আমার অত্যন্ত অনুগত; কূটযোধী রাক্ষসের হস্তে ইহাঁরই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিল। হা! দেশে দেশে স্ত্রীও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায় কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুষেণ! লক্ষ্মণ ব্যতীত এক্ষণে আর আমার রাজ্য লাভে ফল কি। হা! আমি অযোধ্যায় গিয়া পুত্রবৎসলা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিব। তিনি যখন পুত্রশোকে আমায় লাঞ্ছনা করিবেন তাহা কিরূপে সহ্য করিব। আমি জননী কৌসল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব। এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া যখন আমায় এই কথা জিজ্ঞাসিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলে কিন্তু তদ্ব্যতীত কেন আইলে তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব। হা! এক্ষণে আত্মীয় স্বজন সকলের লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। না জানি আমি পূর্ব্ব-জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন। হা ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি,

তুমি কেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্ব্বত বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ।

অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিল, মহাবীর! তুমি এই নিরুৎসাহকর বুদ্ধি ও শোকজনক চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শক্রনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অত্যন্ত অনিষ্টকর। শ্রীমান লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। ঐ দেখ ইহাঁর মুখশ্রী প্রভাযুক্ত ও সুপ্রসন্ন; উহা বিকৃত ও শ্যামবর্ণ হয় নাই। উহাঁর করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র জ্যোতিষ্মান্। রাজন্! মৃত ব্যক্তির কাচ এইরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষণে তুমি শোক তাপ দূর কর। লক্ষ্মণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উহাঁর হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।

প্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! জাম্ববান পূর্ব্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন তুমি সেই ঔষধি পর্ব্বতে যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে সকল ঔষধি জন্মিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন কর। তুমি লক্ষ্মণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি শীঘ্রই আন।

অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। সুষেণ কহিয়াছিলেন এবং আমিও অনুমানে বুঝিতেছি এই শৃঙ্গেই ঔষধি আছে। এক্ষণে যদি বিশল্যকরণী লইয়া না যাই তবে লোকে আমায় অজ্ঞ বলিবে। আর যদি বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত হয় তাহাতেও লক্ষ্মণের প্রাণ-নাশের আশঙ্কা আছে।

এই চিন্তা করিয়া হনুমান পুষ্পিতবৃক্ষশোভিত নীলমেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটন পূর্ব্বক তাহা দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহাবেগে সুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণ পূর্ব্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, সুষেণ! আমি তোমার নির্দ্দিষ্ট ঔষধি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই এই জন্য সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম।

অনন্তর সুষেণ হনুমানের যথোচিত প্রশংসা করিয়া ঔষধি সন্ধান করিয়া লইল। বানরেরা হনুমানের দেবদুষ্কর মহৎ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পরে সুষেণ ঔষধি পেষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে

গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে উহাঁকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাম আইস আইস বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভাগ্যবলেই তোমায় পুনর্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকীলাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্যে ও কার্য্যশৈথিল্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়? প্রতিজ্ঞাপালন মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! এক্ষণে আপনি কেন আমার জন্য এইরূপ নিরাশ হন। আজ দুর্বৃত্ত রাবণকে সসৈন্যে সংহার করুন। যে সিংহ দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে হস্তী কি তাহার নিকট নিস্তার পায়? সেই দুষ্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে। আমার ইচ্ছা যে সূর্য্য অস্ত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্ম্ম হয়, যদি জানকীউদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে তবে শীঘ্রই আমার এই কথা রক্ষা করুন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

এই অবসরে রাক্ষসরাজ রাবণ অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যের প্রতি রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে উপস্থিত হইল এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতে বৃষ্টিপাত করে সেইরূপ উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রতি দীপ্তপাবকতুল্য স্বর্ণ-খচিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক জন রথে আর এক জন ভূতলে ; এরূপ অবস্থায় উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধসম্ভাবনা হইতে পারে না। তখন সুররাজ ইন্দ্র উহাঁদের এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া মাতলিকে কহিলেন, মাতলি ! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উহাঁকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সারথি ! তুমি পৃথিবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য্য সাধন করিয়া আইস।

তখন সুরসারথি মাতলি ইন্দ্রকে নতশিরে প্রণাম পূর্ব্বক

কহিলেন সুররাজ! আমি শীঘ্র গিয়া রামের সারথ্য করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রথে স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হরিৎবর্ণ অশ্বসকল যোজনা করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত বৈদুর্য্যময়কুবরযুক্ত কিঙ্কিণীজড়িত ও প্রাতঃসূর্য্যপ্রভ। উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণময়। মাতলি ঐ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কশাহস্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং রথোপরি অবস্থান করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, বীর! সুররাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রথ পাঠাইয়াছেন এবং এই প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু, এই উজ্জ্বল কবচ, এই সূর্যসঙ্কাশ শর, আর এই নির্ম্মল শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারথ্যে নিযুক্ত হইতেছি। আপনি এই রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ এই দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ করুন।

অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্ব্বাস্ত্র এবং দৈবাস্ত্র দ্বারা উঁহার দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র উরগাকার ধারণ পূর্ব্বক ব্যাদিত মুখে জ্বলন্ত

বিষাগ্নি উদগার পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। উহা স্বতেজে জাজ্বল্য-মান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাসুকির দেহস্পর্শের ন্যায় কর্কশ। তৎকালে ঐ সকল রাক্ষসাস্ত্রে দিক বিদিক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর রাম সর্পশত্রু মহাঘোর গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র গরুড়াকার [illegible] পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে সর্পরূপী শর সকল বিনাশ করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে শরেশরে নিপীড়িত করিয়া মাতলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং এক শরে রামের স্বর্ণধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক রথোপস্থে পাতিত ও ঐন্দ্রাশ্ব সকল বিনষ্ট করিল। তখন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। সিদ্ধ ঋষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চরাচরের অহিতকর বুধ গ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া, প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল। মহাসমুদ্র ধূমব্যাপ্ত ও উত্তাল তরঙ্গে আকুল হইয়া উঠিল এবং উচ্ছলিত হইয়া মহাক্রোধে যেন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কঠোর সূর্য্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল। উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌম

গ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র ও বিশাখাকে আক্রমণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিল। এবং দশমুখ বিংশতিহস্ত মহাবীর রাবণ শরাসনহস্তে গিরিবর মৈনাকের ন্যায় দীর্ঘাকার দৃষ্ট হইল। তৎকালে রাম উহার শরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আর কিছুতেই শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত এবং মুখ ভ্রুকুটিযোগে কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি প্রদীপ্ত রোষানলে সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ রুদ্র মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সকলে ভীত হইয়া উঠিল, পর্ব্বত সকল বিচলিত ও সমুদ্র ক্ষুভিত হইল, এবং অন্তরীক্ষে ঔৎপাতিক মেঘ ঘোর গর্জনে বিচরণ করিতে লাগিল। ফলত রামের এইরূপ ভীষণ ক্রোধ ও দারুণ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভয় সঞ্চার হইল। ঐ সময় বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ঋষি ও খেচর পক্ষিগণ ঐ মহাপ্রলয়াকার যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন। উঁহারা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধাচরণ পূর্ব্বক ভক্তি ও হর্ষভরে স্ব স্ব পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ কহিল রাবণের জয় হউক, দেবতারা কহিলেন রামের জয় হউক।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ রামের বিনাশবাসনায় মহাক্রোধে এক শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল অতিভীষণ শক্রনাশী বজ্রসার ও কৃতান্তেরও দুঃসহ। উহার অত্যুচ্চ তিনটি শিখর দেখিলে

মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিতেছে এবং অগ্র-ভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া যেন সধূম লক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহার দারুণ সিংহনাদে অন্তরীক্ষ দিকবিদিক সমস্ত কাঁপিয়া উঠিল, জীবগণ বিত্রস্ত ও মহাসমুদ্র বিচলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ শূল উদ্যত করিয়া রোষারুণ নেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বজ্রসার শূল মহাক্রোধে উদ্যত করিলাম আজ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ করিব। যে সকল রাক্ষস এই রণস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে আজ তোরে মারিয়া তাহাদেরই অনুরূপ করিয়া রাখিব। তুই থাক, এই শূলপ্রহারে এখনই মৃত্যু দর্শন করিবি। এই বলিয়া রাবণ রামের প্রতি ঐ ভীষণ শূল মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অষ্টঘণ্টাযুক্ত শূল আকাশে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহানাদে বিদ্যুতের ন্যায় স্বতেজে সকলের চক্ষু প্রতিহত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহ্নিকে জলধারায় নির্ব্বাণ করেন সেইরূপ মহাবীর রাম ঐ শূল বেগে আসিতে দেখিয়া শরধারায় নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহ্নি যেমন পতঙ্গগণকে ভস্ম-সাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ ঐ মহাশূল রামের সমস্ত শর বিফল করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম অধিকতর ক্রোধা-

বিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির আনীত ইন্দ্রের মনোমত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বলপূর্ব্বক উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিল এবং মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র গাত্রগ্রথিত ঘণ্টারবে মুখরিত হইয়া শূলের উপর গিয়া পড়িল। শূল ও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর রাম শরনিকরে রাক্ষসরাজ রাবণের বেগবান অশ্ব সকল ভেদ করিয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিদ্ধ করিলেন। রাবণের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে অনর্গল রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং বহু হস্ত ও বহু মস্তক নিবন্ধন সে স্বয়ং যেন সমষ্টি বদ্ধ হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইল।

চতুরধিক শততম সর্গ।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক মেঘ যেমন জলধারায় তড়াগ পূর্ণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তন্নিক্ষিপ্ত শর সকল নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ ক্ষিপ্রহস্তে সূর্য্যরশ্মিপ্রকাশ সহস্র সহস্র শর লইয়া রামের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাম ঐ সমস্ত শরে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া অরণ্যে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর সকল গ্রহণ করিলেন। রণস্থল ঐ দুই বীরের শরে শরে অন্ধকারময়, তন্নিবন্ধন উহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর রাম হাস্য করিয়া ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! তুই না বুঝিয়া জনস্থান হইতে আমার ভার্য্যা অসহায়া জানকীরে অপহরণ করিয়াছিস্, এই প্রাপে তোরে শীঘ্রই নষ্ট হইতে হইবে। জানকী সেই মহারণ্যে

অসহায় অবস্থায় ছিলেন তুই তাঁহাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। যাহার স্বামী সন্নিহিত নাই তুই সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। রে নির্লজ্জ! তুই সৎপথভ্রষ্ট ও অতি দুশ্চরিত্র। তুই দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস্। তুই যক্ষেশ্বর কুবেরের সহোদর ও মহাবল; কিন্তু অন্যের অসহায়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয় ও যশস্কর কার্য্য করিয়াছিস্। এক্ষণে তোরে নিশ্চয়ই এই গর্ব্বকৃত গর্হিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। রে নির্ব্বোধ! মনে মনে তোর বড় বীরগর্ব্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবৎ পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নহিস্। এক্ষণে দেখ্, যদি এই ঘটনা আমার সমক্ষে ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে বিনষ্ট হইয়া ভ্রাতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মূঢ়! আজ ভাগ্যবলে তোর দেখা পাইলাম, আজ আমি সুতীক্ষ্ণ শরে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংসাসী পশুপক্ষী তোর ধূলিলুণ্ঠিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মুণ্ড আকর্ষণ করিবে। তুই যখন রণস্থলে প্রসারিত দেহে শয়ন করিবি তখন গৃধ্রগণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসায় বাণের ব্রণমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেমন

মহোরগগণকে আকর্ষণ করে সেইরূপ পক্ষি সকল তোর অন্ত্র-নাড়ী আকর্ষণ করুক।

মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভৎ-সনা করিয়া উহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বলবীর্য্য অস্ত্রবল ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্ত্ররহস্য সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল এবং হর্ষে ক্ষিপ্রকারিতা যার পর নাই বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বগত এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া বলবিক্রমে রাবণকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাবণও বানরগণের শিলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে শস্ত্র প্রয়োগ ও শরাসন আক-র্ষণে অসমর্থ হইল। তখন রাম উহাকে অক্ষম দেখিয়া উহার বধসাধনে আর ইচ্ছা করিলেন না কিন্তু উহার এইরূপ মোহ ঘটিবার পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন তদ্দ্বারা উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই বুঝিয়া উহার সারথি সভয়ে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে রণস্থল হইতে রথ অপবাহিত করিল।

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

ক্ষণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহমুক্ত হইল এবং মৃত্যুর প্রেরণায় নেত্রযুগল রোষে আরক্ত করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! আমি কি হীনবল অশক্ত? আমার কি পৌরুষ নাই? আমার কি তেজ নাই? আমি কি ক্ষুদ্র ভীরু ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন? আমি কি অস্ত্রবিদ্যা জানি না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছিস্? তুই কি জন্য আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া শত্রুর নিকট হইতে রথ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নীচ! আজ তোর দোষেই আমার উপার্জ্জিত যশ বীর্য্য ও তেজ নষ্ট হইল। আজ তুই আমার বীরত্বে লোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে যাহার মনে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে সেই খ্যাতবীর্য্য শত্রুর নিকট তুইই আমাকে কাপুরুষ করিয়া দিলি? রে মূঢ়! এক্ষণে তুই যখন ভুলিয়াও রণে রথ লইয়া যাইতেছিস্ না তখন ইহা দ্বারাই শত্রু যে তোরে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে আমার এই অনুমান সত্যই বোধ হয়। তুই যাহা করিয়াছিস্

ইহা হিতার্থী সুহৃদের কার্য্য নয় ইহা শত্রুরই উপযুক্ত। তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতিপালিত হইতেছিস। এক্ষণে যদি মৎকৃত উপকার তোর স্মরণ থাকে [illegible] প্রস্থান না করিতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল।

সুবোধ সারথি নির্ব্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া অনুনয়-পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভীত প্রমত্ত ও নিঃস্নেহ নহি। প্রতিপক্ষ উৎকোচ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কৃত উপকারপরম্পরাও আমার স্মরণ আছে, কিন্তু বলিতে কি কেবল আপনার [illegible] সাধনের উদ্দেশে স্নেহের প্রবর্ত্তনায় শুভ বুদ্ধিতেই আমি এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে [illegible] আমাকে নীচাশয় ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষ [illegible] করা [illegible] এক্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইলে নদীস্রোত যেমন [illegible] থাকে সেইরূপ কেন আমি রথ ফিরাইয়া আনিলাম [illegible] শুনুন। আমি দেখিলাম আপনি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত এবং [illegible] অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই সমস্ত অশ্ব জলধারাসিক্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত নিরুদ্যম ও অসক্ত হইয়াছিল। আরও যুদ্ধকালে যে সকল দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল তাহাও আমাদের অনুকূল নহে। রাজন্! সারথির অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল,

শুভাশুভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ, হর্ষ ও খেদ এই গুলির পরিচয় থাকা তাহার আবশ্যক। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পণ ও স্থিতি এই সমস্ত জানাও তাহার আবশ্যক। আমি আপনার এবং এই সমস্ত অশ্বের শ্রান্তিদূর করাইবার জন্য যাহা করিয়াছি তাহা উচিতই হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রণস্থল হইতে রথ লইয়া আসি নাই। রাজন্! এইটি আমার স্নেহের কার্য্য। এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন, আমি অনন্য মনে তাহাই করিব।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সারথির এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া যুদ্ধলোভে কহিল, সারথি! তুমি শীঘ্র রণস্থলে রথ লইয়া যাও, রাবণ শত্রুকে বধ না করিয়া কদাচই নিবৃত্ত হইবে না। এই বলিয়া সে উহাকে হস্তাভরণ পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিল। সারথিও পুনর্ব্বার দ্রুতবেগে রামের নিকট রথ লইয়া চলিল!

ষড়ধিক শততম সর্গ।

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহার প্রভাবে শত্রুনাশ করিতে পারিবে আমি সেই আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাতেছি। এই স্তোত্র পরম পবিত্র শত্রুনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা দ্বারা চিন্তা শোক বিদূরিত ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য্য রশ্মিমান উদয়শীল। ইনি দেবাসুরের পূজ্য এবং ভুবনেশ্বর, তুমি ইঁহাকে পূজা কর। ইনি সর্ব্বদেবাত্মক ও তেজস্বী। ইনি রশ্মিদ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রশ্মি দ্বারা দেবাসুরকে পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র। ইনি পিতৃগণ বসু ও সাধ্যগণ। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎ ও মনু। ইনি বায়ু বহ্নি প্রজন প্রাণ ও ঋতুকর্ত্তা। ইনি আদিত্য সবিতা-সূর্য্য খগ পূষা ও গভস্তিমান। ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবা-

কর। ইনি হরিদশ্ব সপ্তাশ্ব সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান। ইনি তিমিরধ্বংসী শম্ভু বিশ্বকর্ম্মা মার্ত্তণ্ড ও অংশুমান। ইনি অগ্নিগর্ভ অদিতিপুত্র শংখ ও শিশিরনাশন। ইনি ব্যোমকর্ত্তা তমোঘ্ন ও বেদত্রয়প্রতিপাদ্য। ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীঘ্রগামী। ইনি আতপী মণ্ডলী ও মৃত্যু। ইনি পিঙ্গল ও সর্ব্বসংহারক। ইনি কবি বিশ্ব তেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যোৎপত্তির হেতু। ইনি নক্ষত্র গ্রহ তারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন। ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা; ইহাঁকে নমস্কার। ইনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম পর্ব্বত, ইনি জয় জয়ভদ্র উগ্র বীর ও ওঁঙ্কারপ্রতিপদ্য। ইনি পদ্মোন্মেষকর ও প্রচণ্ড। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেরও ঈশ্বর এবং আদিত্যের আন্তর জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্ব্বভুক। ইনি রুদ্রমূর্ত্তি শত্রুঘ্ন ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব। ইনি কৃতঘ্নহন্তা স্বর্ণপ্রভ হরি ও লোকসাক্ষী। ইনি ভূতগণকে বিনাশ ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে ইনি জাগরিত থাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। ইনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রীর ফলপ্রদ। ইনি যজ্ঞদেব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। সমস্ত জীবের মধ্যে যে সকল কার্য্য আছে ইনিই তাহার ঘটক। রাম! যে ব্যক্তি মৃত্যু জ্বরাদি দুঃখ, চৌরাদি জন্য ভয় ও কান্তারে এই সূর্য্যকে স্তব

করেন তিনি কখন অবসন্ন হন না। এক্ষণে তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা কর। এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র বারত্রয় পাঠ করিলে নিশ্চয় জয়ী হইবে এবং এই দণ্ডেই রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য স্বস্থানে গমন করিলেন। রামও অগস্ত্যের বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্র ধারণ করিলেন।

ঐ সময় সূর্য্যদেবও রাবণের বধকাল উপস্থিত বোধে হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি রাবণবধে সত্বর হও।

সপ্তাধিক শততম সর্গ।
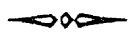
এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সারথি হৃষ্টমনে রণস্থলে রথ লইয়া চলিল। ঐ রথ গন্ধর্ব্বনগরবৎ আশ্চর্য্যদর্শন, নানারূপ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ এবং ধ্বজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমালী কৃষ্ণবর্ণ বেগবান অশ্বসকল উহা বহন করিতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্দ্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন; উচ্চতা নিবন্ধন যেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ রথ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে প্রদীপ্ত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘাকার; পতাকাসকল বিদ্যুত্বৎ এবং বিচিত্র বর্ণ ইন্দ্রায়ুধবৎ শোভিত হইতেছে; শরধারাই জলধারা। উহা বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে রণস্থলে আসিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম দ্বিতীয়া চন্দ্রবৎ বক্রাকার ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক মাতলিকে কহিলেন, সারথি! ঐ দেখ রাবণের রথ মহাবেগে আগমন করিতেছে। যখন ঐ দুষ্ট আমার দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে আসিতেছে তখন বোধ হয় আমাকে বিনাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে নষ্ট করে আমি আজ সেইরূপে উহাকে

বিনাশ করিব। তুমি নির্ভয়ে উহার অভিমুখে রথ লইয়া চল, অশ্বের প্রতি মন ও চক্ষু স্থির রাখ এবং প্রগ্রহের সংযম ও মোচনে সতর্ক হও। তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারথি; আমি কার্য্যকৌশল তোমায় কিছুই শিখাইতেছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তখন মাতলি রামের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া রথ চালনা করিতে লাগিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিয়া চক্রোত্থিত ধূলিজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত নেত্রে সম্মুখীন রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামও ক্রোধ ও ধৈর্য্য সহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু ও খরধার শরসকল গ্রহণ করিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরসংহারার্থী হইয়া গর্ব্বিত সিংহবৎ সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ রাবণের বধকামনা করিয়া ঐ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ রাবণের রথে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে বহিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে উড্ডীন গৃধ্রগণ রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়াছে। লঙ্কা জপা পুষ্পবৎ সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবসেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চতু-

র্দ্দিকে বজ্র ও উল্কা ঘোররবে পড়িতেছে। যেখানে দুর্বৃত্ত রাবণ সেই খানেই ভূমিকম্প। নানাবর্ণের সূর্য্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় লক্ষিত হইল। গৃধ্রগণে অনুগত শৃগালগণ ব্যাদিত মুখে অগ্নি উদ্গার পূর্ব্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঙ্গল রব করিতে লাগিল। বায়ু চতুর্দ্দিকে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া উহার দৃষ্টিলোপ পূর্ব্বক প্রতিস্রোতে বহিতেছে। রাক্ষসগণের মস্তকে বিনামেঘে ও কঠোর রবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। দিক বিদিক সমস্ত অন্ধকারে আবৃত; নভোমণ্ডল ধূলিজালে দুর্নিরীক্ষ্য। শারিকা সকল রুক্ষ স্বরে ঘোর কলহ পূর্ব্বক রাবণের রথে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের চতুর্দ্দিকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দারুণ উৎপাত। যুদ্ধ-প্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যার পর নাই বিষণ্ণ হইল এবং উহাদের হস্ত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন মাতলি মনে করিলেন রাবণের বিনাশকাল আসন্ন। রামও স্বপক্ষে জয়সূচক সৌম্য ও শুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া হৃষ্ট মনে বলবিক্রমপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন।

অষ্টাধিক শততম সর্গ

অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে আকুল হৃদয়ে উহাঁদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আক্রমণবিষয়ে উদ্যমশূন্য। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বিস্ফার লোচনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রামের সমস্তই শুভ, রাবণের সমস্তই অশুভ। উভয়ে অটল ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে রাবণ মৃত্যুলোভে স্ব স্ব বীর্য্য-সর্ব্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শর রথের একদেশমাত্র স্পর্শ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন রামও রাবণের ধ্বজদণ্ডে শর ত্যাগ করিলেন। রথধ্বজ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। পরে মহাবীর রাবণ ক্রোধে সমস্ত দগ্ধ করিয়া শরজালে রামের অশ্ব সকল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তন্নিক্ষিপ্ত শরে ঐ সমস্ত দিব্য অশ্বের গতিস্খলন কি মোহ কিছুই হইল না; প্রত্যুত উহারা

যেন মৃণালদণ্ডে আহত হইয়া অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ঐ সমস্ত অশ্বের এইরূপ অটল ভাব দেখিয়া অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুশল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল, পরশু ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার উদ্যম ও চেষ্টা কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। ঐ সমস্ত শস্ত্রে রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিয়া পড়িল এবং প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামও হাস্যমুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরজালে যেন স্বতন্ত্র একটী উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও পরপ্রযুক্ত শর নিবারণে সমর্থ। পরে ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রতিঘাতে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উহাঁরা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক অনবরত শর নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে রাম রাবণের অশ্বকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ায় রণস্থল অতিমাত্র তুমুল হইয়া উঠিল।

নবাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধ্বজদণ্ড খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণও ক্রোধভরে উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতেছেন। ঐ দুই বীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। উহাঁরা পরস্পরের বধে উদ্যত। উহাঁদের সারথি মণ্ডল, বীথি, গতি, প্রত্যাগতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক রথ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তরনিঃসৃত শরনিকরে জলবর্ষী জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উহাঁরা কিয়ৎক্ষণ বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সম্মুখযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ ঐ দুই বীর পরস্পরের এত সন্নিকট হইলেন যে, এক জনের রথের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, এক জনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বমুখের সহিত, এক জনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘনসংশ্লেষে সংশ্লিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাম এককালে সুশাণিত চার শর প্রয়োগ পূর্ব্বক ঝটিতি রাবণের চার অশ্ব অপসারিত করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং রামকে

লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত রাবণের প্রতি বজ্রসার শর সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ মাতলির প্রতি মহাবেগে শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতলি উহার শরে ব্যথিত কি অল্পও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় মাতলির এইরূপ পরাভবে অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও ক্রোধভরে গদা ও মুষল বর্ষণ পূর্ব্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। গদা, মুষল ও পরিঘের শব্দ এবং শরনিকরের পুঙ্খবায়ু দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ক্ষুভিত হইতে লাগিল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যথিত, পৃথিবী শৈল কাননের সহিত বিচলিত, সূর্য্য নিষ্প্রভ, এবং বায়ু নিশ্চল হইল। ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি, কিন্নর ও উরগগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোক সকল নিত্য নির্ব্বিঘ্নে থাকুক, এবং রামের হস্তে রাবণ পরাজিত হউক; দেবতা ও ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিয়া ঐ তুমুল যুদ্ধ

দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল উভয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য; রাম ও রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।

অনন্তর মহাবীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসনে উরগভীষণ শর সন্ধান পূর্ব্বক রাবণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। ত্রিলোকের সমস্ত লোক দেখিল রাবণের মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অনুরূপ রাবণের অন্য এক মস্তক উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম শীঘ্র তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবামাত্র রাবণের আর একটি মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। পরে রাম বজ্রসার শরে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে তুল্যাকার শত মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না।

তখন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ রাম মনে করিলেন, যদ্দ্বারা মারীচ, খর ও দূষণ, ক্রৌঞ্চবনবর্ত্তী গর্ত্তে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, যদ্দ্বারা সপ্ত শাল বিদীর্ণ এবং গিরি সকল চূর্ণ হইয়াছে, যদ্দ্বারা বালী নিহত এবং মহাসমুদ্র আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমস্ত শর। কিন্তু এই সকল অমোঘ শর যে রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল ইহার কারণ কি।

তৎকালে রাম ইহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমাত্র যত্নের শৈথিল্য হইল না। তিনি উঁহার বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি গদা ও মুষল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক দিবারাত্রি ধরিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি কি মুহূর্ত্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

দশাধিক শততম সর্গ

অনন্তর সুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর! তুমি যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।

মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন। পরে রাম মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা মহাভূতসমষ্টির সারাংশে নির্ম্মিত, স্বতেজপ্রদীপ্ত, রক্তমেদলিপ্ত, সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় করালদর্শন, এবং বজ্রবৎ কঠোর ও ঘোরনাদী। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব দ্বার পরিঘ ও গিরি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হয় এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণ ভক্ষ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে। উহা ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ

ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অস্ত্র যোজিত হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্দ্ধর্ষ কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণহরণ পূর্ব্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। এ দিকে ব্রহ্মাস্ত্রও স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক বিনীতবৎ পুনর্ব্বার তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বানরেরা রামকে বিজয়ী দেখিয়া বৃক্ষহস্তে উহাদের উপর পড়িল। রাক্ষসগণ নিপীড়িত এবং ভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গলদশ্রুলোচনে দীন মুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। গর্ব্বিত বানরেরা হৃষ্ট মনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুরদুন্দুভি মধুর-গম্ভীর নাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সুগন্ধী সমীরণ

চতুর্দিকে বহমান; রামের রথোপরি স্থুলত ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগনে দেবতারা রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুরগণের মনে অপূর্ব্ব শান্তি, দিক সকল সুপ্রসন্ন, আকাশ নির্ম্মল, পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য্য পূর্ণপ্রভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে পূজ্য-পরাক্রম রামকে জয়জয় রবে পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামও স্বজন ও সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সুরগণবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

একাদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকাকুল মনে কহিতে লাগিলেন, বীর! মহামূল্য শয্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার উজ্জ্বল রত্নকিরীট লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে তোমায় যে কথা কহিয়াছিলাম তুমি কাম ও মোহবশে তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং তুমি তোমরা কেহই দম্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। হা! ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্ম্মের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্য্যের আশ্রয়স্থান বিলুপ্ত; তুমি বীরগতি লাভ করিয়া আমাদিগকে শোকাকুল করিলে। হা! সূর্য্য ভূতলে পতিত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন, অগ্নি নির্ব্বাণ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইল। বীর! তুমি যখন ধূলিতে নিদ্রিতবৎ শয়ান আছ তখন এই লঙ্কানিবাসী হতবীর্য্য লোকের আর কি আছে। হা! আজ রামরূপ প্রবল

বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধৈর্য্য ইহার পত্র, বেগই পুষ্প, তপস্যা বল এবং শৌর্য্যই দৃঢ় মূল। হা! আজ রাবণরূপ মদস্রাবী হস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাত্যই মেরুদণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই শুণ্ড। হা! রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। বিক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, ক্রোধ-নিশ্বাস ধূম এবং বলই দাহশক্তি। হা! রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইল। রাক্ষসগণই ইহার লাঙ্গুল ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু। এই বৃষ সর্ব্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং বেগে বায়ুতুল্য।

তখন রাম বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বীর! এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঙ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিই যাঁহাদের কামনা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধীমান রণস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন তাঁর মৃত্যুতে শোক করা কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখ যুদ্ধে নিয়তই যে জয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই, লোকে হয় শত্রুকে বিনাশ করে, নয়

স্বয়ংই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষত্রিয়সম্মত গতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট। নিহত ক্ষত্রিয়ের জন্য শোক করা অনুচিত ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তুমি এই তত্ত্বে স্থির-নিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও চিন্তা কর।

অনন্তর বিভীষণ শোকাকুল মনে কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ করিলে। এই মহাবীর যাচক-দিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়াছেন, নানারূপ ভোগ্য বস্তু উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন। ইনি বেদবেদান্তপারগ ও মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে আমি ইহাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি।

মহাত্মা রাম বিভীষণের এই করুণ বাক্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মৃত্যুপর্য্যন্তই শত্রুতার অন্ত, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর প্রেতকৃত্য অনু-ষ্ঠান কর। রাবণ যেমন তোমার স্নেহপাত্র সেইরূপ আমারও জানিবে।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুল হইয়া অন্তঃ-পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, উহাদের কেশপাশ আলুলিত, বারবার নিবারিত হইলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে; সকলে হতবৎসা ধেনুর ন্যায় শোকাকুল। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ভীষণ যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্য্যপুত্র! কেহ হা নাথ! এই বলিয়া সেই কবন্ধপূর্ণ রক্তকর্দ্দমবহুল রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। উহারা ভর্তৃশোকে অধীর হইয়া যূথপতিহীন করিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে রণস্থলে ভর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, মহাকায় মহাবীর্য্য মহাদ্যুতি কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ রাবণ বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধূলিশয্যায় শয়ান। রাক্ষসীরা উহাঁকে তদবস্থ দেখিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় উহাঁর দেহোপরি পতিত হইল। কেহ সবহুমানে উহাঁকে আলিঙ্গন এবং কেহ কেহ বা উহাঁর কর চরণ ও কণ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত এবং কেহ বা উহাঁর মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। কেহ স্বীয়

উৎসঙ্গে ভর্ত্তার মস্তক লইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। এবং তুষারজলে পদ্মের ন্যায় বাষ্পবারিতে উহাঁর মুখ অভিসিক্ত করিয়া তুলিল। তৎকালে সকলেই রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া করুণ স্বরে কহিতে লাগিল, হা! যিনি ইন্দ্রকে এবং যিনি যমকেও শঙ্কিত করিয়াছিলেন, যিনি কুবেরের পুষ্পক রথ বলপূর্ব্বক লইয়াছেন, এবং গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ যাঁহার ভয়ে সততই শশব্যস্ত ছিলেন আজ তিনিই বিনষ্ট ও ধূলিশয্যায় শয়ান। সুরাসুর ও পন্নগ হইতেও যাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না আজ মনুষ্যহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল! যিনি দেব দানব ও রাক্ষসের অবধ্য তিনিই আজ একজন পাদচারী মনুষ্যের হস্তে বিনষ্ট ও শয়ান? সুরাসুর যক্ষ যাঁহাকে বধ করিতে পারে না আজ তিনিই নিতান্ত নির্বীর্য্যের ন্যায় মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইলেন।

হা মহারাজ! তুমি সুহৃদ্গণের হিতবাক্যে অপহেলা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যুমুখে ফেলিলে এবং আমাদিগকেও এককালে বিনাশ করিলে! তোমার ভ্রাতা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জন্য তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন কর। যদি তুমি রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে

আমাদিগের এই মূলঘাতী ঘোর বিপদ ঘটিতে পারিত না; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিত্রপক্ষ কৃতকার্য্য হইতেন, আমরা সধবা থাকিতাম এবং শত্রুগণেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। কিন্তু তুমি দুর্বুদ্ধিক্রমে বলপূর্ব্বক সীতাকে রোধ করিয়াছিলে তজ্জন্য আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদিগকেও তুল্যরূপে নিপাত করিলে। রাজন্! ইহাতে তোমারই বা দোষ কি? দৈবই সমস্ত ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারিলে লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষস ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই ঘটিয়াছে। লোকে ফলোন্মুখী দৈবগতিকে অর্থ, ইচ্ছা, বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না।

তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীগণ দীনমনে বাষ্পাকুল লোচনে কুররীর ন্যায় এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

ইত্যবসরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল, হা নাথ! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। মহর্ষি, যশস্বী গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিকদিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ কিনা এক জন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে; অথচ ইহাতে লজ্জিত হইতেছে না? এ কি! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলবিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া শ্রীলাভ করিয়াছিলে; আজ কিনা এক জন বনচারী মনুষ্য তোমাকেই বিনাশ করিল? তুমি স্বয়ং কামরূপী, এই মনুষ্যের অগম্য লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি, আজ কি না এক জন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইরূপ অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিলেন; না; তাই বা কিরূপে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাঁহার এমন কি সাধ্য। অথবা বোধ হয়

যিনি সর্ব্বান্তর্যামী নিত্য পুরুষ যিনি জন্ম জরা ও বিনাশ-হীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্র ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন যিনি অজেয়, ও নিশ্চল, যাঁহার শ্রী অটল সেই মহাযোগী সত্যবিক্রম সর্ব্ব-লোকেশ্বর বিষ্ণু মনুষ্যাকার ধারণ পূর্ব্বক বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া লোকের হিতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা সেই বৈর স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে জয় করিয়া থাকিবে। হা! যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইল তখনই জানিয়াছি রাম মনুষ্য নহেন। যখন হনুমান সুরগণেরও অগম্য লঙ্কাদ্বীপে স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে প্রবেশ করি[illegible] তদবধিই আমরা নানা দুর্ভাবনায় ব্যথিত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে তোমায় কহিয়াছিলাম, রাজন্! রামের সহিত বিরোধ করিও না, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে তাহা-রই এই ফল হইল। হা! তুমি আত্মীয় স্বজনের সহিত ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার জন্য অকস্মাৎ সীতার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই পূজনীয়াকে অপহরণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তিনি সর্ব্বংসহা—সহিষ্ণুতা গুণের নিদর্শন-

ভূতা পৃথিবীরও পৃথিবী এবং শ্রীরও শ্রী। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও পতিপ্রাণা। তুমি তাঁহাকে বিজন অরণ্য হইতে ছলে বলে আনয়ন পূর্ব্বক সবংশে বিনষ্ট হইলে। তুমি সীতার সমাগম অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতারই তপঃপ্রভাবে স্বয়ং দগ্ধ হইলে। তুমি যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া আন তখন যে তাঁহার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া যাও নাই তাহার কারণ তোমার সেই মাহাত্ম্য যাহার প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নিও ভীত হন। নাথ! প্রকৃত সময়ে পাপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে শুভকারী সে শুভ ফল ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ করিয়াথাকে; তাহার সাক্ষী, বিভীষণের সুখ এবং তোমার এই নিদারুণ দুঃখ। নাথ! সীতা অপেক্ষাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণী আছে কিন্তু তুমি কামবশে মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। সীতা কুল ও রূপগুণে কিছুতেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহে কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মৃত্যুকারণ সেই পতিদেবতা সীতা। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা বিশোক হইয়া রামের সহিত সুখে কালক্ষেপণ করিবেন আর এই মন্দভাগিনী ঘোর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। বীর! আমি

কৈলাস সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বত, চৈত্ররথ কানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি ; আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, আজ সেই আমি বিধবা হইলাম, এক্ষণে বুঝিলাম রাজশ্রী নিতান্ত চপলা, তাহাকে ধিক্‌!

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য, ইহার ভ্রূযুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি সুন্দর, ইহা রত্নকিরীট ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল, পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নেত্রযুগল চঞ্চল হইলে ইহার যার পর নাই শ্রী হইত, আলাপকালে সহাস্য মধুর বাক্য নিঃসৃত হইয়া ইহার অপূর্ব্ব প্রভা বিস্তার করিত ; হা! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন! ইহা রামের শরে ছিন্ন, গলিত মেদ ও মজ্জায় ক্লিন্ন, রুধিরধারায় রক্তিম এবং রথোত্থিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে। হা! আমি অতি হতভাগিনী ; আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘটিল! আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব্ব ছিল! আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্য্য ও বিজয়ী ইহাও আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা!

এতাদৃশপ্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতর্কিত মনুষ্যভয় কিরূপে উপস্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামল, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর অঙ্গদ মুক্তাহার ও পুষ্প মাল্যে সুশোভিত। ইহা বিহারগৃহে রমণীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য ছিল। ইহা নানারূপ আভরণপ্রভায় সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় শোভা পাইত; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ শশকবৎ বহুসংখ্য তীক্ষ্ণ শরে ব্যাপ্ত ও লিপ্ত; এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! মর্ম্মপ্রসারিত শরে এই দেহের স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; ইহা শ্যামবর্ণ কিন্তু এক্ষণে রক্তকান্তি। বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে ইহা স্বপ্নবৎ অলীক, তাহাই কি সত্য হইল! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু কিন্তু স্বয়ং কিরূপে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তুমি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; সমস্ত লোক তোমার জন্য সততই ভীত ছিল; তুমি লোকপালবিজয়ী; তুমি দেবদেব মহাদেবকেও টলাইয়া ছিলে। তুমি গর্ব্বিতদিগের নিগ্রহ, এবং অনেক সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছ। তুমি শত্রুর নিকট স্বতেজে গর্ব্বোক্তি করিয়া থাক। তুমি স্বজন ও ভৃত্যের রক্ষক এবং বীরগণের বিনাশক। তুমি বহুসংখ্য দানব ও

যক্ষকে নিহত এবং নিবাতকবচগণকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি যজ্ঞনাশ, ধর্ম্মের মর্য্যাদাভেদ এবং যুদ্ধে মায়া সৃষ্টি করিতে এবং সুরাসুর ও মনুষ্যের কন্যাকে নানাস্থান হইতে বলপূর্ব্বক আনিতে। তুমি শত্রুস্ত্রীর শোকদ এবং স্বজনের নেতা। তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভীষণ কার্য্যের কর্ত্তা। তুমি আমাদিগকে বিবিধ ভোগে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। হা! এক্ষণে আমি তোমাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়াও যে দেহ ধারণ করিয়া আছি ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। নাথ! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে এখন কি জন্য ভূতলে ধূলিধূসর হইয়া শয়ান আছ? যে দিন বীর লক্ষ্মণ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছেন সেই দিন আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলাম কিন্তু আজ এককালে বিনষ্ট হইলাম। এখন বন্ধুহীন অনাথ ও ভোগবিহীন হইয়া চিরকাল শোকার্ণবে নিমগ্ন থাকিব! হা! তুমি দুর্গম সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ, আজ এই দুঃখিনীকেও সেই পথের সঙ্গিনী করিয়া লও, আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। তুমি এই দীনাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কেন যাও? এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ করিতেছে তুমি কেন ইহাকে সান্ত্বনা করিতেছ না? আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং

পাদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি ; ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই ? এই দেখ, তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে ; ইহাদিগকে বহির্গত দেখিয়া তুমি কেন ক্রুদ্ধ হও নাই ? আমি তোমার ক্রীড়াসহায়, এক্ষণে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, তুমি কি জন্য আমাকে সান্ত্বনা এবং কি জন্যই বা আমায় বহুমান করিতেছ না ? তুমি যে সকল পতিব্রতা পতিসেবারতা ধর্ম্মপরায়ণা কুলস্ত্রীকে বিধবা কর তাহারাই শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছিল তজ্জন্যই আজ তুমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ দিয়াছিল, বলিতে কি, আজ তাহারই এই ফল উপস্থিত হইল। পতিব্রতাদিগের চক্ষের জল ভূতলে পড়িলে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে এই যে প্রবাদ-বাক্য আছে ইহা কি সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল ! রাজন্ ! তুমি মহাবীর ; তুমি স্ববিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ ; জানি না, তোমার কিরূপে সামান্য স্ত্রীচৌর্য্যে প্রবৃত্তি হইল ? তুমি স্বর্ণমৃগচ্ছলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারণ পূর্ব্বক জানকীরে কেন আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে ? তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালই দেখিয়া থাক এবং তোমার যুদ্ধকাতরতাও কখন শুনি নাই, তবে যে তুমি এইরূপ করিলে ইহা

কেবল ভাগ্যদোষে আসন্ন মৃত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্য-বাদী দেবর জানকীরে লঙ্কায় আনীত দেখিয়া চিন্তায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কি ঘটিল! রাজন্! তোমারই দুরপনেয় কামক্রোধজ ব্যসনে এই মূল-ঘাতী অনর্থ উপস্থিত হইল। তুমিই এই রাক্ষসকুলকে অনাথ করিলে। তুমি আপনার সদসৎ কর্ম্ম লইয়া বীরগতি লাভ করিয়াছ; তুমি কোনও অংশে শোচনীয় নও, কেবল স্ত্রীস্বভাব হেতু আমার বুদ্ধি করুণায় কাতর হইতেছে। আমিই কেবল তোমার বিনাশ-দুঃখে শোকাকুল হইতেছি। তুমি হিতার্থী সুহৃদ ও ভ্রাতৃগণের নিবারণ শুন নাই; বিভী-ষণ সান্ত্বভাবে তোমাকে অনেক শ্রেয়স্কর সঙ্গত কথা কহিয়া ছিলেন তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। তুমি বীর্য্যগর্ব্বে মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার অনুরোধ রক্ষা কর নাই এখন তাহারই ফল এইরূপ হইল। হা নাথ! তোমার দেহ জলদাকার; পরিধান পীতাম্বর এবং হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ; তুমি রক্তে অবগুণ্ঠিত হইয়া দেহ প্রসারণ পূর্ব্বক কেন শয়ান আছ! তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়া কেন সম্ভাষণ করিতেছ না! আমি মহাবীর্য্য রাক্ষস সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না! রাজন্! এই নূতন পরাভবকালে তুমি কি কারণে শয়ান আছ, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। হা!

আজ সূর্য্যরশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এই দুর্নিরীক্ষ্য পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করিতে। ইহা বজ্রবৎ কঠোর স্বর্ণখচিত ও গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান আছ আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হৃদয়কে ধিক্, ইহা তোমার বিনাশে শোকাকুল হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না।

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেগে রাবণের বক্ষে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে উজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উহাঁর সপত্নীগণ যার পর নাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে উহাঁকে ভর্ত্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে কহিল, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত ইহা কি তুমি জান না? এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজ্যলক্ষ্মী যে থাকেন না ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। চক্ষের জলে উহাদের স্তন ও সুনির্ম্মল মুখ ধৌত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের অগ্নিসংস্কার এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান বিভীষণ বুদ্ধিবলে সম্যক্ বিচার করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত ও বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! যে ব্যক্তি পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী তাহার অগ্নিসংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিষ্টপর ভ্রাতৃরূপী শত্রু। ইনি গুরুত্ব-গৌরবে যদিও আমার পূজ্য কিন্তু কিছুতেই পূজা পাইবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ইহাঁর দেহদাহে অসম্মত পৃথিবীর তাবৎ লোক আমার এই কথা শুনিয়া হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে কিন্তু ইহাঁর সমস্ত দোষের কথা শুনিলে তাহারা পুনর্ব্বার বলিবে বিভীষণ যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে।

তখন ধর্ম্মশীল রাম পরম প্রীত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনরূপ প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার যা কিছু বক্তব্য আমি অবশ্যই তোমায় বলিব। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহাঁকে জয় করিতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা, ইহাঁকে বধ

করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাঁর অগ্নিসংস্কার কর। ইনি যেমন তোমার তেমনি আমার। তুমি ধর্ম্মানুসারে ইহাঁর শাস্ত্রসম্মত অগ্নিসংস্কার করিতে পার, ইহাতে নিশ্চয় যশস্বী হইবে।

তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্বর হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্মশানক্ষেত্রের জন্য তাঁহার অগ্নিহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। পরে শকট, অগ্নি, যাজক, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠ, সুগন্ধী অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এবং মণিমুক্তা ও প্রবাল পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ংও রাক্ষসগণের সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে আগমন পূর্ব্বক মাল্যবানকে লইয়া কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে সুবর্ণনির্ম্মিত শিবিকায় আরোপণ করাইল। তূর্য্যরবের সহিত স্তুতিবাদকেরা উহাঁর গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। এবং সকলে ঐ মাল্যসজ্জিত পতাকাশোভিত শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাস বশত যেন স্খলিতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পরে সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রাবণকে পবিত্র স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেত চন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রাঙ্কব চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা চিতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে-বেদি নির্ম্মাণ করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিল। পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ পূর্ব্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলুখল রাখিয়া দিল এবং দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও মুসল যথাস্থানে দিয়া পিতৃমেধ সাধন করিতে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও মহর্ষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া উহার সঘৃত মেদে এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বশাইয়া দিল এবং গন্ধমাল্যে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া বাষ্পপূর্ণ মুখে দীনমনে উহাঁর দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ উহাঁকে অগ্নি-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভস্মসাৎ হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে বিধিপূর্ব্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উহাঁর তর্পণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া অনুনয় পূর্ব্বক প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উহারা প্রস্থান করিলে তিনিও বিনীতভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন রাম সেইরূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বর্ম্ম শর ও শরাসন পরিত্যাগ ও রোষ পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৌম্যাকার ধারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

এদিকে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া স্ব স্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রতিগমনকালে ঘোর রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধনৈপুণ্য, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, হনুমান ও লক্ষ্মণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাতিব্রত্য এই সমস্ত বিষয় লইয়া হৃষ্টমনে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম সুরসারথি মাতলিকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অনুমতি করিলেন। মাতলিও সেই দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্যুলোকে উত্থিত হইলেন।

পরে রাম পরম প্রীত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ রামের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ উঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তখন রাম সেনা-নিবেশে আসিয়া সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্ব্বোপকারী এবং অনুরক্ত ও ভক্ত। ইহাঁকে লঙ্কা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

তখন লক্ষ্মণ রামের বাক্যে অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বানরগণের হস্তে স্বর্ণকলস দিয়া সমুদ্রের জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র শীঘ্রগামী বানরেরা সপ্ত সমুদ্রের জল আহরণ করিল।

পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রমে বিভীষণকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সুহৃদ্গণের সহিত বেদ-বিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উহাঁকে অভিষেক করিতে লাগিল। বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে রাক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অনুরক্ত অমাত্যেরা পরম পুলকিত হইল এবং রামকে স্তব করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণও অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

অনন্তর বিভীষণ প্রকৃতিগণকে সান্ত্বনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ সন্তুষ্ট হইয়া উহাঁকে দধি অক্ষত মোদক লাজ ও পুষ্প উপহার দিতে লাগিল। তিনি ঐ সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম উহাঁকে কৃতকার্য্য ও সুসমৃদ্ধ দেখিয়া উহাঁরই ইচ্ছাক্রমে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন।

পরে তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞাক্রমে

লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক অগ্রে জানকীব কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে আমি, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিও মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জানকীরে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আইস।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বিভীষণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উহাঁকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাবীর জানকীর পূর্ব্বপরিচিত। তিনি ন্যায়ানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অঙ্গসংস্কার অভাবে মলিন এবং গ্রহভয়ভীত রোহিণীর ন্যায় দীন। তিনি রাক্ষসীগণে বেষ্টিত এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্ট। তখন হনুমান নিকট-বর্ত্তী হইয়া উহাঁকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত ও নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জানকী উহাঁকে দেখিবামাত্র সহসা চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামাত্র যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর হনুমান জানকীর মুখাকার পূর্ব্বপরিচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া কহিলেন, দেবি! রাম তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তিনি, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে

বিভীষণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি একণে নিঃশত্রু ও পূর্ণকাম। দেবি! আমি তোমাকে শুভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য পুনরায় কহিতেছি, রাম তোমারই প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বিজ্বর ও সুস্থ হও। ঘোর শত্রু রাবণ বিনষ্ট ও লঙ্কাপুরী অধিকৃত হইয়াছে। মহাত্মা রাম কহিয়াছেন, আমি তোমার শত্রুজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও বিনিদ্র হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি রাবণের গৃহে আছ বলিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না, আমি লঙ্কার সমস্ত আধিপত্য বিভীষণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি; আশ্বস্ত হও, তুমি স্বগৃহেই অবস্থান করিতেছ। দেবি! বিভীষণও তোমার দর্শনে উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে শীঘ্রই যাইবেন।

চন্দ্রাননা জানকী হনুমানের মুখে এই প্রিয় সংবাদ পাইয়া হর্ষভরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তখন হনুমান উহাঁকে মৌনী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দেবি! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এবং কেনই বা আমার কথায় কোনরূপ উত্তর করিতেছ না?

তখন পতিব্রতা সীতা পরম প্রীত হইয়া বাষ্পগদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভর্ত্তার বিজয়সংক্রান্ত এই প্রিয় সংবাদ শুনিয়া হর্ষে ক্ষণকাল আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার

শক্তি ছিল না। বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্য রাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।

হনূমান জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্ত্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এই-রূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার প্রার্থী; ইহা ধন রত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ তখন তো বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

জানকী কহিলেন, হনূমান! বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর অষ্টাঙ্গ-বুদ্ধিমৎ বাক্য তুমিই বলিতে পার। তুমি বায়ুর প্রশংসনীয় পুত্র ও পরম ধার্ম্মিক। বল, বিক্রম, বীরত্ব শাস্ত্রজ্ঞান, ঔদার্য্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও বিনয় প্রভৃতি অনেকানেক শোভন গুণ তোমাতেই আছে।

হনুমান সীতার এই কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় অতিমাত্র উল্লম্ফিত না হইয়া সবিনয়ে পুনরায় কহিলেন, দেবি! এই সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমার প্রতি

তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো বল আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। ইহারা বিকৃতাকার ও ঘোরাচার; ইহাদের কেশজাল রুক্ষ ও চক্ষু ক্রূরতর। শুনিয়াছি, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোক বনে তোমায় কঠোর কথায় পুনঃপুনঃ ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি এখনই ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বধ করি। কাহাকে মুষ্টি ও পাঞ্চি-প্রহার, কাহাকে জঙ্ঘা ও জানুপ্রহার, কাহাকে দংশন, কাহারও নাসাকর্ণ ভক্ষণ এবং কাহারও বা কেশোৎপাটন পূর্ব্বক এই সমস্ত অপ্রিয়কারিণীকে বধ করি। তুমি এই বিষয়ে আমায় সম্মতি দেও।

তখন দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কহিলেন, বীর! যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব-দুষ্কৃতি নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে দশাবিপাকে আমায় এইরূপ সহিতে হইবে। এক্ষণে আমি নিতান্ত অক্ষম দুর্ব্বলের ন্যায় ইহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞা-

ক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। বীর! একদা কোন ভল্লুক ব্যাঘ্রের নিকট যে ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিয়াছিল তাহা শুন। * যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রত্যপকার করেন না; ফলত এইরূপ আচার রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য; চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাত্মা পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না।

---

* এস্থলে একটী পৌরাণিকী গাথা আছে। কোন ব্যাধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক বাস করিত। ব্যাঘ্র ভল্লুককে কহিল দেখ, ব্যাধ আমাদিগের পরম শত্রু, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ভল্লুক কহিল যে ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না। এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল ব্যাধ, তুমি ঐ নিদ্রিত ভল্লুককে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। ব্যাধ তাহাই করিল, কিন্তু ভল্লুক অভ্যাসবলে বৃক্ষের শাখান্তর অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন ব্যাঘ্র কহিল ভল্লুক, এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছে, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দেও। কিন্তু ভল্লুক কহিল, ব্যাধ কৃতাপরাধ হইলেও আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।

হনুমান কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্ম্মপত্নী এবং সর্ব্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।

তখন জানকী কহিলেন, সৌম্য! আমি ভক্তবৎসল ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। মহামতি হনুমান উহাঁর মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আজ তুমি সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন তুমি আজ সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

হনুমান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা সীতাকে এইরূপ কহিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।
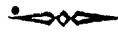
অনন্তর ধীমান হনুমান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! যে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ, যাহা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্ম্মের একমাত্র ফল এখন সেই জানকীরে দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকনিমগ্না সজলনয়না দেবী আমার নিকট বিজয়সংবাদ শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বপ্রত্যয়ে আমায় কহিলেন, আমি ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

ধর্ম্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ জল আসিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কৃষ্ণকায় বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্রই আন।

অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে

তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

সীতা কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিয়াই ভর্ত্তাকে দেখিব। বিভীষণ কহিলেন, দেবি! রাম যেরূপ কহিয়াছেন তাহাই করা তোমার উচিত।

তখন পতিব্রতা সীতা পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা উহাঁকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। রাম সীতার আগমন জানিতে পারিয়াও ধ্যানে আছেন। ইত্যবসরে বিভীষণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, বীর! দেবী জানকী উপস্থিত। রাম ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আসিবার কথা শুনিয়া রোষ হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ অনুভব করিলেন এবং চিন্তা করিয়া অপ্রফুল্ল মনে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আসুন।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে তফাৎ করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উহাঁর আদেশমাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত ঝর্ঝর-শব্দবৎ-বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধ-

গণকে অপসারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে চলিল। ঐ সময় বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটী মহা কলরব উঠিল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া স্বীয় কারুণ্যে নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষভরে ও রোষজ্বলিত নেত্রে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজআড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এ সময়ে বিশেষত আমার নিকট ইহাঁকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীত ভাবে আনিতে লাগিলেন।

তৎকালে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনূমানও রামের ঐ বাক্যে দুঃখিত হইলেন। জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; তিনি রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্ত্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহু দিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্ম্মল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ

অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয় আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল, এবং আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বতেজে শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষুদ্রমনা নীচের প্রবল পৌরুষে কি কাজ। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি সমস্ত গৌরবের কার্য্য সফল। আজ সুগ্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এবং সৎপরামর্শ প্রদান ফলবৎ হইল। আর যিনি নির্গুণ ভ্রাতাকে

পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিশ্রম্ সফল হইল।

রামের এই কথা শুনিয়া মৃগীর ন্যায় জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীল-কুঞ্চিতকেশা কমললোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বসমক্ষে উহাঁকে কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য আমি রাবণের বধসাধন পূর্ব্বক তাহা করিয়াছি। যেমন উগ্রতপাঃ মহর্ষি অগস্ত্য ইল্বল ও বাতাপির ভয় হইতে দক্ষিণ দিককে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদ্গণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্র রক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহি-

তেছি তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনগ্রহণ করিতে পারে। তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনগ্রহণ করিব। যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদ্রে! আজি আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতে অনুরাগিনী হও, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিক ক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ।

জানকী ক্রোধাবিষ্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা শুনিয়া করিশুণ্ডাহত লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্য লোকের নিকট এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন, এবং স্বদেহে যেন মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদ্‌গদ বাক্যে রামকে কহিলেন, যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতিকটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ ইহা অনুচিত, যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে আমি

কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যে টুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল আর যে টুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চির-সংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার বন্ধুগণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্, তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী-নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদস্বরে

দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন; এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তকযমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অধনত মুখে উপবিষ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সতীকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই আকুল

হইয়া দেখিল জানকী দীপ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্ব্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে পতিত হইলেন। মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইতেছেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। জানকী যেন একটী শাপগ্রস্ত দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পড়িতেছেন। তৎকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

একোনবিংশাধিক শততম সর্গ ।

অনন্তর ধর্ম্মশীল রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুল লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নীরাধিপতি বরুণ, ত্রিলোচন বৃষভবাহন মহাদেব, এবং সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উজ্জ্বল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে অঙ্গদশোভিত হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি সকলের কর্ত্তা এবং জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে কেন জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্ব্বকল্পের ক্রতধামা নামে বসু। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা; কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই। তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব, এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্য্যবান। অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু। তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বর্ত্তমান। এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সীতাকে অবিচারে উপেক্ষা করিতেছ?

লোকপ্রভু রাম লোকপালগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি রাজা দশরথের পুত্র, রাম; আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, আপনারা তাহাই বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রাম! আমি এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি শুন। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ও স্বপ্রকাশ, তুমি একশৃঙ্গ বরাহ, তুমি জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য, তুমি অক্ষয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি আদ্যন্ত মধ্যে বর্ত্তমান, তুমি ধর্ম্মনিরত ব্যক্তির পরম ধর্ম্ম, সর্ব্বত্রই তোমার নিয়ম, তুমি চতুর্ভুজ, তোমার হস্তে কালরূপ শার্ঙ্গধনু, তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তুমি পাপের অজেয়, খড়্গাধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ, তোমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তুমি সেনানী ও মন্ত্রী, তুমি বিশ্ব, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, ক্ষমা ও দম, তুমি সৃষ্টি ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও মধুসূদন, ইন্দ্র তোমারই সৃষ্টি, তুমি মহেন্দ্র পদ্মনাভ ও শত্রুনাশক, দিব্য মহর্ষিগণ তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি সহস্রশৃঙ্গ বেদস্বরূপ এবং শতশীর্ষ শিশুমার। তুমি ত্রিলোকের আদিস্রষ্টা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই। তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ও সর্ব্বাদি, তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার ওঙ্কার ও পরাৎপর, তোমার উৎপত্তি ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাহাও কেহ

জানে না, তুমি সমস্ত ইতর প্রাণী ও গো ব্রাহ্মণের অন্তর্যামী; তুমি দশ দিক অন্তরীক্ষ পর্ব্বত ও নদীতে বিদ্যমান, তোমার চরণ সহস্র, চক্ষু সহস্র এবং মস্তক শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পৃথিবী ও পর্ব্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের পর সলিলোপরি অনন্ত শয্যায় শয়ান থাক। তুমি ত্রিলোকধারী বিরাট। রাম! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মন্নির্ম্মিত দেবগণ গাত্রলোম, রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস উন্মেষ, বেদ সকল তোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন পদার্থই নাই, সমস্ত জগৎ তোমার শরীর, পৃথিবী স্থৈর্য্য, অগ্নি ক্রোধ, চন্দ্র প্রসন্নতা। পূর্ব্বে তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে। জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের কার্য্য সাধন হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইল, অতঃপর তুমি হৃষ্টমনে দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্য্য অমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ। এই পৃথিবীতে যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং যে সকল মনুষ্য এই আর্ষ স্তব কীর্ত্তন করিবে তাহারা কদাচ পরাভূত হইবে না।

বিংশাধিকশততম সর্গ।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্ত্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। জানকী তরুণসূর্য্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিত; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্ব্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী; ইনি নিষ্পাপ। এই সচ্চরিত্রা, বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এতদিন পরাধীন ছিলেন কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইহাঁর প্রতি সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও

করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপ। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্ম্মশীল রাম ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং হর্ষব্যাকুল লোচনে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেব! জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক; ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইহাঁকে শুদ্ধ করিয়া না লই তবে লোকে আমায় বলিবে যে রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ।" যাই হউক, আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ; চরিত্রদোষ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য তেজে রক্ষিত, সমুদ্রের পক্ষে যেমন তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলঙ্ঘ্য। সেই দুরাত্মা মনেও ইহাঁর অবমাননা করিতে পারে না। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য। প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্ন সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগৃহবাস নিবন্ধন আমি ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারি না। ত্রিলোকমধ্যে ইনি পবিত্র; কীর্ত্তি যেমন মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপরিত্যাজ্য। সুরগণ! আপনারা জগৎপূজ্য এবং আমার প্রতি স্নেহবান, আপনারা আমাকে ভালই কহিতেছেন, এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা

করিব। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণ পূর্ব্বক সুখী হইলেন। তৎকালে এই জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

একবিংশোত্তর শততম সর্গ

অনন্তর মহাদেব শ্রেয়স্কর বাক্যে রামকে কহিলেন, কমল-লোচন! ধর্ম্মশীল! মহাবল! পরম সৌভাগ্য যে তুমি জানকীরে লইলে। পরম সৌভাগ্য যে তুমি সমস্ত লোকের রাবণজ বর্দ্ধিত দারুণ ভয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আশ্বাসিত ও যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন কর। পরে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদান পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিও। রাম! ঐ দেখ তোমার পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। উনি তোমার যশস্বী গুরু। ঐ শ্রীমান ভবাদৃশ পুত্রের গুণে ঋণমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উঁহাকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ মহাদেবের কথা শুনিয়া বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি বিমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান। রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে

লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি সত্যই কহিতেছি তোমা ব্যতীত দেবগণের সহিত নির্ব্বিশেষে স্বর্গলাভও আমার নিকট বহুমানের হয় নাই। কৈকেয়ী তোমার নির্ব্বাসনপ্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা কহিয়াছিলেন সেগুলি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু বলিতে কি, আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস! অষ্টাবক্র যেমন ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ কহোলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি তোমার ন্যায় সুপুত্রের গুণে উদ্ধার হইয়াছি। এক্ষণে এই দেবগণের বাক্যে জানিতে পারিলাম তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, রাবণের বধোদ্দেশে আমার পুত্ররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ। কৌশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি হৃষ্টমনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে পাইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্ম্মচারী শুদ্ধস্বভাব অনুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও আমি এইটী দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দ্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই

দুষ্কর কার্য্য সাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবি হও।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। "আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম" এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন।

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্ম্মলাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গলাভ হইবে এবং তুমি মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহাঁর শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাম লোকের হিতানুষ্ঠানে নিয়তই নিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক এই পুরুষোত্তমকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণের হৃদয় এবং দেবগণেরও গোপ্য বস্তু, তুমি রামকে সেই নিত্য ব্রহ্ম বলিয়াই জানিও। বৎস! জানকীর সহিত ইহাঁর সেবা করিয়া তোমার ধর্ম্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পুত্রবধূ জানকীকে মৃদুবাক্যে কহিলেন, পুত্রি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তুমি রুষ্ট হইও না। ইনি তোমার হিতার্থী,

এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদনউদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা যেরূপে রক্ষা করিয়াছ ইহা নিতান্ত দুষ্কর; ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। আমি জানি পতিসেবায় তোমাকে নিয়োগ করিতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বলিব যে রাম তোমার পরম দেবতা।

দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহানুভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশোত্তর শততম সর্গ।

দশরথ প্রস্থান করিলে সুররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শনলাভ তোমার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার কিছু অভিলাষ থাকে ত বল।

তখন রাম প্রীত মনে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহা সফল করুন। যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বানর আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া উঠুক। যাহারা আমার জন্য বিনষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্র হারাইয়াছে আমি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রীত দেখিবার ইচ্ছা করি। যাহারা শূর ও বীর, যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত ছিল, দেব! আপনি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলগণ নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্য্যসম্পন্ন হউক এবং আপনার অনুগ্রহে তাহারা পুনর্ব্বার স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করুক, এই আমার প্রার্থনা। আরও যে স্থানে ইহারা বসবাস করে সেই সব স্থানে অকালেও ফলমূলপুষ্প সুলভ থাকিবে এবং নদী সকল নির্ম্মল হইবে, এই আমার প্রার্থনা।

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, কিন্তু আমি কখন বাক্যের অন্যথাচরণ করি নাই, অতএব ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই সমস্ত বানর ভল্লুক ও গোলাঙ্গূল রাক্ষসহস্তে নিহত ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত আছে, এক্ষণে ইহারা নিরোগ নিব্রণ ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া থাকে সেইরূপে গাত্রোত্থান করুক এবং আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হৃষ্টমনে পুনর্ব্বার মিলিত হউক। আর যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষ সকল অসময়ে ফলপুষ্প প্রদান করুক এবং নদী সততই জলপূর্ণ থাকুক।

ইন্দ্র এইরূপ বরপ্রদান করিবামাত্র বানরেরা অক্ষতদেহে যেন নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল এবং অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ভরে সকলেই কহিল একি!

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিদ্ধকাম দেখিয়া প্রীতমনে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার স্তুতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া রাজধানী অযোধ্যায় যাও, একান্ত অনুরাগিণী যশস্বিনী জানকীরে সান্ত্বনা কর, তোমার শোকে ব্রতচারী ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও। এই বলিয়া ইন্দ্র

সুরগণের সহিত উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ঐ রামলক্ষ্মণরক্ষিত প্রহৃষ্ট বানরসেনা শশাঙ্কোজ্জ্বল শর্ব্বরীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভা পাইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। রাম পরম সুখে গাত্রোত্থান করিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! এই সমস্ত বেশবিন্যাসনিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী সুগন্ধি তৈল অঙ্গরাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত। ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

রাম কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল সুগ্রীবাদি বানরকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। সেই ধর্ম্মশীল সুকুমার ও সুখে লালিত ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। তদ্ব্যতীত স্নান ও বেশভূষা আমার ভাল লাগিবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক দিনেই তোমায় পৌঁছিয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত

তোমারই হইয়াছে। ঐ দেখ তুমি যদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইবে ঐ সেই মেঘাকার রথ। রাম! এক্ষণে যদি আমাকে অনুগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, যদি আমার গুণে তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ্দ থাকে তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত বিবিধ ভোগসুখে এক দিন মাত্র এই লঙ্কায় বাস কর, পশ্চাৎ অযোধ্যায় যাইও। আমি যথাবিধি প্রীতিপূজার আয়োজন করিয়াছি, তুমি সৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার ভৃত্য, প্রণয় বহুমান ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধন তোমায় বিনয়ে প্রসন্ন করিতেছি মাত্র, কিন্তু মনে করিও না যে আজ্ঞা করিতেছি।

তখন রাম সর্ব্বসমক্ষে বিভীষণকে কহিলেন, বীর! তুমি ভক্তি, বন্ধুত্ব ও সর্ব্বাঙ্গীণ যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। এক্ষণে যে আমি তোমার কথা না রক্ষা করিতে পারি এমনও নহে কিন্তু দেখ যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়া ছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইতেছে এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী, মিত্রগণ ও পৌরজানপদ-দিগের জন্যও আমি ব্যস্ত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে

যাইবার অনুজ্ঞা দেও। সখে! আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, আমার নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও। আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুতরাং আর এস্থলে থাকা আমার উচিত হইতেছে না।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত এবং বৈদূর্য্যমণিবেদিযুক্ত, উহাতে বহুসংখ্য কূটাগার আছে, উহা পাণ্ডুবর্ণধ্বজপতাকায় শোভিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত এবং মণিমুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়। ঐ রথে স্বর্ণপদ্মসজ্জিত স্বর্ণময় হর্ম্ম্য আছে। উহার তলভূমি স্ফাটিকময় এবং আসন বৈদূর্য্যময়। উহাতে নানারূপ বহুমূল্য আস্তরণ আছে। উহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত মধুরনাদী মেরুশিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণ ও ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম সর্গ।

পরে অদূরবর্ত্তী বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে রামকে কহিলেন, রাজন্! বল এক্ষণে আর কি করিব।

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে বিভীষণকে সস্নেহে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বানরগণ অনেক যত্নসাধ্য কার্য্য করিয়াছে। তুমি ধনরত্ন ও অন্নপানাদি দ্বারা ইহাদিগকে যথোচিত পরিতুষ্ট কর। এই সমস্ত বীরের সহায়তায় তুমি লঙ্কারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুদ্ধে অটল ও উৎসাহী, প্রাণের ভয় ইহাদের কিছুমাত্র ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য ধনরত্ন দ্বারা ইহাদিগের এই যুদ্ধশ্রম সফল কর। ইহারা এইরূপে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। দেখ, যদি তুমি সঞ্চয়ী দানশীল দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকিবে এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। যে রাজার লোকরঞ্জন গুণ নাই, যে যুদ্ধে নিরর্থক লোকক্ষয় করাইয়া থাকে সৈন্যগণ ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

তখন বিভীষণ বানরগণকে বহুসমাদরে ধনরত্ন বিভাগ

করিয়া দিলেন। পরে সকলে সবিশেষ সৎকৃত হইলে রাম লজ্জা-নম্রমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন এবং সমস্ত বানর, মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, বানরগণ! মিত্রের যাহা করা উচিত তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমা-দিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি তোমরা স্বস্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! একজন স্নেহবান হিতার্থী মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য তুমি ধর্ম্মভয়ে তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিষ্কিন্ধ্যায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাতে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার কোনরূপ পরাভবের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমা-দিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যা-ভিষেক দেখিয়া দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদন পূর্ব্বক শীঘ্রই স্বস্ব গৃহে ফিরিব।

ধর্ম্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্গণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। সুগ্রীব! তুমি শীঘ্র বানরদিগকে লইয়া রথে উঠ। বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞাক্রমে আকাশপথে উত্থিত হইল। রাম ঐ হংস-যুক্ত যানে হৃষ্ট মনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর ভল্লুক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে বিরল ভাবে সুখে উপবেশন করিল।

পঞ্চবিংশাধিকশততম সর্গ।

পুষ্পক রথ মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন রাম চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ দেখ কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত লঙ্কাপুরী। এই দেখ মাংসশোণিতকর্দ্দমে দুর্গম যুদ্ধভূমি। এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ বরলাভগর্ব্বিত প্রমাথী শয়ান আছে। আমি এই স্থানে তোমারই জন্য রাবণকে বধ করিয়াছি। ঐ স্থানে কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে মহাবীর হনুমান ধূম্রাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অঙ্গদ বিকটকে বধ করিয়াছেন। ঐ স্থানে দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীর বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও দংষ্ট্র রণশায়ী হইয়াছে। ঐ স্থানে আমি দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষকে মারিয়াছি। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ, ও প্রজঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে ভীমদর্শন বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঐ স্থানে ব্রহ্মশত্রু যজ্ঞশত্রু, সূর্য্যা-

শক্র ও সুপ্তঘ্ন নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দোদরী সপত্নী-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পতিবিয়োগশোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। ঐ যে সমুদ্রে একটী অবতরণ-পথ দেখিতেছ আমরা সমুদ্র পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, তোমার জন্য লবণসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নল-নির্ম্মিত ও অন্যের অসাধ্য। জানকি! এই দেখ, শঙ্খশুক্তি-সঙ্কুল মহাসমুদ্র ঘোর রবে গর্জন করিতেছে। ইহা অক্ষোভ্য ও অপার। ঐ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক। ঐ পর্ব্বত মহাবীর হনুমানের বিশ্রামার্থ সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই দেখ সমুদ্রের উত্তরতীরবর্ত্তী সেনানিবেশ। ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ অদূরে সমুদ্রের তীর্থস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পবিত্র। এক্ষণে উহা ত্রিলোকপূজিত ও সেতুবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই রাক্ষসরাজ বিভীষণ আসিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রকাননশোভিত সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে মহাবীর বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন জানকী কিষ্কিন্ধ্যা পুরী দেখিয়া প্রণয় ও লজ্জাভরে বিনীত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমার ইচ্ছা যে আমি তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়ভার্য্যা এবং অন্যান্য বানরের স্ত্রীদিগকে লইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যায় যাই।

রাম জানকীর কথায় সম্মত হইলেন, এবং কিষ্কিন্ধ্যায় বিমান রাখিয়া সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি বানরগণকে বল তাহারা স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া সীতার সহিত অযোধ্যায় চলুক। আর তুমিও ঐ সমস্ত স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য সত্বর হও। চল আমরা সকলেই যাই।

তখন সুগ্রীব বানরগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! রাম তোমাকে কহিতেছেন তুমি সমস্ত বানরস্ত্রীকে লইয়া জানকীর প্রিয়কামনায় অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে দেখাইয়া আনিব।

অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরস্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, সুগ্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্ব স্ব ভর্ত্তৃগণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা অযোধ্যা দেখিলে আমিও সুখী হইব। আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদিগের সহিত রামের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিব।

বানরস্ত্রীগণ তারার অনুজ্ঞায় বেশভূষা করিয়া লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় তদুপরি আরোহণ করিল। সকলে উঠিলে বিমান পূর্ব্ববৎ যাইতে লাগিল। তখন রাম অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া

জানকীরে কহিলেন, ঐ স্বর্ণধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হই এবং বালিবধে অঙ্গীকার করি। ঐ দেখ কাননপরিবৃত কমলদলশোভিত পম্পা সরোবর। আমি ঐ স্থানে তোমার বিরহে দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলাম এবং উহারই তীরে ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে যোজনবাহু ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি। ঐ দেখ জনস্থানের রমণীয় বটবৃক্ষ। জানকি! ঐ স্থানে বিহগরাজ মহাবল জটায়ু তোমারই জন্য রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীয় পর্ণশালা দেখা যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থান হইতেই তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। ঐ স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী। এই কদলীবৃক্ষশোভিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ শরভঙ্গাশ্রম। ঐ দেখ সেই সমস্ত তাপস। সূর্য্যাগ্নিবৎ তেজস্বী অত্রি উহাঁদের কুলপতি। আমি এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে তুমি ধর্ম্মচারিণী অত্রিপত্নীকে দেখিয়াছিলে। ঐ চিত্রকূট পর্ব্বত। ঐ স্থানে মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। এই সেই চিত্রকাননা যমুনা। ঐ সেই ভরদ্বাজাশ্রম। এই ত্রিপথবাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা। ঐ শৃঙ্গবের পুর। ঐ

স্থানে আমার প্রিয়সখা গুহ বাস করিয়া আছেন। ঐ দেখ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা। জানকি! তুমি পৌঁছিয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।

তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টমনে অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ পুরী সৌধধবল, হস্ত্যশ্বপূর্ণ এবং প্রশস্ত রাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশোত্তরশততম সর্গ

অনন্তর রাম চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমী তিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যা নগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছেন? আমার মাতৃগণ ত জীবিত?

ভরদ্বাজ প্রসন্নমুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানু-বর্ত্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া, স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদন পূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্ব্বভোগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় পিত্রাদেশে ধর্ম্ম-কামনায় পদব্রজে বনে যাও তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত সুখদুঃখই জানিতে পারিয়াছি। জন স্থানে বাস করিবার কালে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা জানিতে

পারিয়াছি। তুমি যখন তপস্বীগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হও সেই সময় রাবণ এই অনিন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি। তোমার মারীচ ও কবন্ধ-দর্শন, পম্পাভিগমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালিবধ, জানকীর অন্বেষণ, হনুমানের বীরকার্য্য, নলের সেতুবন্ধন, লঙ্কাদাহ, এবং বলবাহনের সহিত বলগর্ব্বিত রাবণের সবংশে নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। দেবকণ্টক রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবগণের সহিত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বরলাভও জানিয়াছি। ধর্ম্মবৎসল! আমি তপোবলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এস্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি। তুমি অর্ঘ্যগ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যায় যাইবার পথে যে সমস্ত বৃক্ষ আছে সে গুলি অকালে ফলপ্রদান ও মধু ক্ষরণ করুক, এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হউক।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই তিন

যোজন পথের মধ্যে বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠিল। যে সমস্ত বৃক্ষ নিষ্ফল তাহা ফলবৎ, যাহা অপুষ্প তাহা পুষ্পপূর্ণ এবং যাহা শুষ্ক তাহা পত্রাবৃত ও মধুস্রাবী হইল। বানরগণ স্বপুণ্যবলে স্বর্গগত লোকের ন্যায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষের ফল মূল ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ।

অনন্তর রাম সুগ্রীবাদির তুষ্টিসাধনের জন্য কিরূপ অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ ধীমান সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন কি না? এবং শৃঙ্গবের পুরে গমন পূর্ব্বক বনবাসী নিষাদপতি গুহকে আমার বাক্য-ক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে বীতক্লেশ অরোগী ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন এবং তোমাকে ভরতের বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত পরিচয়, বালিবধ, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন, সীতার অন্বেষণ, সসৈন্যে সমুদ্রতীরে গমন, সমুদ্রদর্শন, সেতুনির্ম্মাণ, রাবণবধ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বরপ্রদান, শঙ্করপ্রসাদে পিতৃসমাগম, এবং অযোধ্যার নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্ব্বিক কহিও।

আরও বলিও রাম শত্রুগণকে পরাজয় ও উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়া, বিভীষণ সুগ্রীব ও অন্যান্য মহাবল মিত্রের সহিত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার হয় তাহা এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ মনের ভাব তাহাও জানিও। তিনি কি করিতেছেন এবং তাঁহার আকার ইঙ্গিতই বা কিরূপ ইহা মুখবর্ণ দৃষ্টি ও বাক্যালাপে যথার্থত জানিয়া আইস। দেখ, হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মনের ভাব পরিবর্ত্ত করিয়া দেয়। যদি শ্রীমান ভরত চিরসংশ্রব নিবন্ধন স্বয়ংই রাজ্যার্থী হইয়া থাকেন তবে না হয় তিনিই সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বীর! আমরা যাবৎ না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতেছি এই অবসরেই তুমি ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্টা সম্যক জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আইস।

হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় সর্প ধরিবার জন্য বেগে গমন করেন তিনি সেইরূপ বেগে চলিলেন। ঐ মহাবীর পক্ষিগণের সঞ্চারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ দিয়া গঙ্গাযমুনার ভীম সমাগমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে নিষাদরাজ গুহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হৃষ্টমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার সখা রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশল জানাইয়াছেন।

তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পঞ্চমীর রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দেখিতে আসিবেন। হনুমান নিষাদরাজ গুহকে এই বলিয়া পুলকিত দেহে মহাবেগে চলিলেন। গতিপথে পরশু-রামতীর্থ, বালুকিনী, বরূথী ও গোমতী নদী, এবং ভীষণ শাল-বন, প্রশস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া নন্দি-গ্রামের প্রান্তস্থ কুসুমিত বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ কুবেরোদ্যান চৈত্ররথের বৃক্ষবৎ সুদৃশ্য। অনেকানেক স্ত্রীলোক পুত্রপৌত্রের সহিত ঐ সকল বৃক্ষের পুষ্পচয়ন করিতেছে।

অনন্তর হনুমান অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবধানে এক আশ্রম-মধ্যে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ভরত ভ্রাতৃবিচ্ছেদে কৃশ চীরচর্ম্মধারী জটাযুটমণ্ডিত মললিপ্তদেহ ফলমূলাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মর্ষিসমতেজস্বী রাজকুমার তপস্বী হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন এবং রামের পাদুকা-যুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবীপালন ও বর্ণচতুষ্টয়কে নানারূপ ভয় বিপদে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট অমাত্য ও শুদ্ধস্বভাব পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষেরা কাষায় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট। ফলত তৎকালে ঐ কৃষ্ণাজিনধারী রাজ-কুমারকে ছাড়িয়া ধর্ম্মবৎসল পুরবাসিগণের সুখভোগে কিছু-

মাত্র স্পৃহা ছিল না। ধর্ম্মশীল ভরত মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় আসীন। হনুমান্ উহাঁর নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী রামের জন্য এইরূপ শোক করিতেছ তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাকে কোন সুসম্বাদ দিবার জন্য আইলাম. তুমি এই দারুণ শোক পরিত্যাগ কর। রামের সহিত অচিরাৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণমনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন, এবং সুররাজ ইন্দ্রের ~~সহিত যেমন~~ শচী আইসেন সেইরূপ যশস্বিনী জানকী তাঁহার সহিত আসিতেছেন।

ভরত এই কথা শুনিবামাত্র হর্ষে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ক্ষণকাল মধ্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া, ঐ প্রিয়বাদী হনুমানকে গৌরবে আলিঙ্গন এবং প্রীতি ও হর্ষের স্থূল অশ্রুবিন্দু দ্বারা উহাঁকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, সাধো! তুমি দেবতা বা মনুষ্যই হও আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমায় যে সুসম্বাদ প্রদান করিলে ইহার অনুরূপ আমি তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত কন্যা কুণ্ডলালঙ্কৃত সুসজ্জিত স্বর্ণবর্ণ ও শুভাচারা। উহাদের

নাসিকা ও ঊরু সুদৃশ্য, মুখ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন। এবং উহারা উত্তম জাতি ও উত্তম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

তৎকালে ভরত হনুমানের মুখে রামের আগমনসংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন।

অষ্টাবিংশাধিক শততম সর্গ।

ভরত কহিলেন, বহুকাল যিনি বনে গিয়াছেন, আমার সেই প্রভুর প্রীতিকর কথা আজ আমি শুনিতে পাইব। মনুষ্য প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দ লাভ করে এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে ইহা যথার্থ। এক্ষণে তুমি এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, কোথায় ও কোন্ সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছিল।

তখন হনুমান উপবিষ্ট হইয়া রামের সমস্ত আরণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, দেব! তোমার জননীর দুইটী বরলাভের কথা তুমি অবশ্যই জান, সেই সূত্রে রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োগ শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে, দূত গিয়া রাজগৃহ হইতে শীঘ্র তোমায় আনয়ন করে। তুমি অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছু হও এবং সজ্জনাচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রামকে আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাও। পরে রাম পিতৃ-নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার করিলে তুমি তাঁহার পাদুকা-যুগল লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। রাজকুমার! এই পর্য্যন্তই

তুমি জান; পরে কি হইয়াছিল শুন। তোমার গমনে চিত্রকূট পর্ব্বতের সেই বন অত্যন্ত উপদ্রুত এবং তত্রত্য মৃগপক্ষিগণ যার পর নাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল করিদলিত ঘোর বিজন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে মহাবল বিরাধ ঘোর নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ঊর্দ্ধবাহু ও অধোমুখ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিৎকার করিতেছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দিন ঐ দুষ্কর কার্য্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহ্নে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হন। পরে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিলে রাম তত্রত্য সমস্ত ঋষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক জনস্থানে যাত্রা করেন। তথায় বাস করিবার কালে জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি একাকী দিবসের চতুর্থ ভাগে ঐ সমস্ত তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষসের সহিত খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করেন। ঐ জনস্থানে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা রামের নিকট আসিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশে উত্থিত হইয়া সহসা খড়্গ দ্বারা উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। বালা শূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে অতিমাত্র কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হয়। পরে

রাবণের অনুচর মারীচ মায়াবলে রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত করিয়াছিল। জানকী ঐ মৃগটি দেখিয়া রামকে কহিলেন, ধর, উহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি হইবে। তখন রাম শরাসনহস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক শরে উহাকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরূপ মৃগয়ায় নির্গত ও লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন সেই সময়ে রাবণ উহাঁদের আশ্রমে আইসে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে সেইরূপ জানকীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। গৃধ্ররাজ জটায়ু জানকীর রক্ষার্থী হইয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু রাবণ তাঁহার বধসাধন পূর্ব্বক জানকীরে শীঘ্র লইয়া যায়। ঐ সময় কতগুলি পর্ব্বতাকার বানর গিরিশিখরে বসিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়বিস্ফার নেত্রে দেখিল রাবণ সীতাকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ মনোবৎবেগগামী বিমান দ্বারা শীঘ্র লঙ্কায় প্রবেশ করে এবং স্বর্ণপ্রকারবেষ্টিত সুপ্রশস্ত সুন্দর গৃহে সীতাকে রাখিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করে। কিন্তু অশোকবনবাসিনী জানকী উহার কথা ও উহাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

এদিকে রাম বনমধ্যে সেই স্বর্ণমৃগকে বধ করিয়া ফিরিলেন। তিনি আসিয়া পিতৃবন্ধু জটায়ুর বিনাশদর্শনে অত্যন্ত

স্থাপিত হন। পরে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জানকীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া গোদাবরীতট ও কুসুমিত বনবিভাগ পর্য্যটন পূর্ব্বক কবন্ধকে দেখিতে পান। এবং ঐ কবন্ধের বাক্যে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বেই দৃষ্টিমাত্র সুগ্রীব ও রামের একটী হৃদয়গত প্রীতি জন্মিয়াছিল; পরে সাক্ষাতে তাহা আরও প্রগাঢ় হইল। সুগ্রীব ভ্রাতৃক্রোধে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, রাম বাহুবলে মহাকায় মহাবল বালিকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দেন; এবং সুগ্রীবও তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর দশকোটি বানর সুগ্রীবের আদেশে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইল। আমরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের এক গহ্বর হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হই এবং তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। ঐ স্থানে জটায়ুর ভ্রাতা মহাবল সম্পাতি বাস করিতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তৎকালে তিনিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দুঃখার্ত্ত বানরগণের দুঃখ দূর করিয়া স্ববীর্য্যে শতযোজন সমুদ্র পার হই এবং লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে কৌশেয়বসনা মলিনা জানকীকে দেখিতে পাই। তিনি পাতিব্রত্যে রক্ষিত হইয়া নিরানন্দে একাকী আছেন।

পরে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া রামনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় তাঁহাকে অভিজ্ঞান দেই এবং আমি তাঁহার নিকট চূড়ামণি অভিজ্ঞান স্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া আসি। রাম ঐ জ্যোতিষ্মান মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আতুর যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরূপ জীবিত হইলেন; এবং প্রলয়কালে বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় লঙ্কাপুরী ছারখার করিবার জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। পরে সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া নল তাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন। বানরসৈন্য ঐ সেতু দিয়া সমুদ্র পার হয়। পরে ঘোরতর যুদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব ও ব্রহ্মা এবং স্বয়ং রাজা দশরথের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ এবং ঋষি ও দেবর্ষিগণ প্রীতিভরে উহাঁকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত পুষ্পক রথে উঠিয়া কিষ্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় জাহ্নবীতে আসিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতেছেন। কাল পুষ্যা-নক্ষত্র-যোগ, কাল তুমি তাঁহাকে নিরাপদে দেখিতে পাইবে।

তখন ভরত হনুমানের এই মধুর বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হা! এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

একোনত্রিংশাধিক শততম সর্গ।

ভরত হনূমানের মুখে এই সুখের কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, এক্ষণে সকলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বাদ্যভাণ্ড বাদন পূর্ব্বক গন্ধমাল্য দ্বারা কুলদৈবতা ও নগরের চৈত্যস্থান সকল অর্চ্চনা করুক। স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক, বাদক ও গণিকারা রামকে দেখিবার জন্য নির্গত হউক। রাজমাতৃগণ, অমাত্য, বেতনভুক সৈন্য, আটবিক সৈন্য, স্ত্রীলোক, নানাজাতীয় গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেণীপ্রধানেরা রামের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য নির্গত হউন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন বহুসংখ্য ভৃত্যকে বহু অংশে বিভাগ পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, তোমরা এই নন্দিগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নিম্ন ও উচ্চস্থল সকল সমভূমি করিয়া দেও, রাজপথ হিমশীতল জলে সেক কর, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি পূর্ব্বক পতাকা তুলিয়া দেও, গৃহ সুসজ্জিত কর, মাল্য, শোভনবর্ণপুষ্প ও পঞ্চবর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা করিয়া রাজপথ অলঙ্কৃত কর। দেখ কল্য সূর্য্যোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনন্তর পরদিন প্রত্যূষে শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য বীর ধ্বজদণ্ডশোভিত সুসজ্জিত মত্ত হস্তী; স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ করিণী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিল। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি শক্তি ঋষ্টি ও পাশ ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্ম্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, শ্রেণীপ্রধান, বণিক ও মাল্যমোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি রামের আগমনে যার পরনাই হৃষ্ট বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল, শঙ্খভেরী বাদিত হইতে লাগিল। ভরত উপবাসে কৃশ তাঁহার পরিধান চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজিন, তিনি মস্তকে আর্য্য রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক শুক্লমাল্যশোভিত শ্বেত ছত্র এবং রাজযোগ্য স্বর্ণখচিত শ্বেত চামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের খুরশব্দ, হস্তীর বৃংহিত, রথের ঘর্ঘরধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় যেন সমস্ত নন্দিগ্রামই রামের অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ভরত হনুমানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি তো বানরজাতিসুলভ চাপল্যে মিথ্যা কও নাই?

কৈ আমি তো আর্য্য রামকে এবং কামরূপী বানরগণকে দেখিতেছি না ?

হনূমান কহিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের বরে প্রভাববান। তিনি নানা উপচারে রাম ও তাঁহার আনুযাত্রিকগণের আতিথ্য করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে অযোধ্যার গন্তব্য পথের বৃক্ষ সকল মধুস্রাবী ফলপুষ্পপূর্ণ ও উন্মত্তভ্রমর-ঝঙ্কারে নিনাদিত। ঐ শুন বানরগণের ভীষণ কোলাহল। বোধ হয়, তাহারা এক্ষণে গোমতী পার হইতেছে। ঐ শাল-বনের নিকট ধূলিজাল উড্ডীন দেখা যায়। বোধ হয় বানরগণ ঐ বনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা আলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ দূরে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান। উহা বিশ্বকর্ম্মার মানসী সৃষ্টি। মহাত্মা রাম রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছেন। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে ঐ বিমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃসূর্য্যসদৃশ। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, সুগ্রীব ও বিভীষণ উহাতেই আগমন করিতেছেন।

ঐ সময় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে কেবল ঐ রাম ঐ রাম এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সকলে যান বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে

সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। স্থূলায়তলোচন রাম বিমানোপরি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি সুমেরুশিখরস্থ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ, রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে আনুপূর্ব্বিক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। মনুষ্যরূপী বানরেরাও পুলকিত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর ধার্ম্মিকবর রাজকুমার ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম। সৌহার্দ্দ্য বশত মিত্রত্ব জন্মে, আর অপকার শত্রুতার

চিহ্ন। তুমি আমাদিগের পরম মিত্র। পরে তিনি বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আর্য্য রাম ভাগ্যক্রমেই তোমার সহায়তা পাইয়া অতিদুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

ঐ সময় শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসিরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের ঐ সমস্ত অঞ্জলি বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভরতের এই কথা শুনিয়া বানরগণ ও বিভী-

ষণের অশ্রুপাত হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানযোগে সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে সকলের সহিত অবতরণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিমান! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি তুমি প্রতিগমন করিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরকে পূর্ব্ববৎ বহন কর।

বিমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র উত্তর দিকে অলকার অভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। পরে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দন করেন সেইরূপ আত্মসম পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদবন্দন করিয়া পৃথক আসনে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

ত্রিংশাধিক শততম সর্গ

অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বনবাস স্বীকার করিয়া আমার জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাকেও রাজ্য দিয়াছেন। আপনি যেমন আমাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পুনর্ব্বার তাহা আপনাকে দিতেছি। মহাবল সহায়নিরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন করিয়াছে আমি বালবৎস বড়বার ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া তাহা বহিতে উৎসাহী নহি। প্রবল স্রোতোবেগে সেতুকে বন্ধন করা যেমন দুঃসাধ্য এই রাজ্যচ্ছিদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইরূপই দুঃসাধ্য হইয়াছে। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতি লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি না। গৃহের উদ্যানে একটী বৃক্ষ রোপিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যদি পুষ্পিতাবস্থায় বিশীর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফল লাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ করিয়াছিল তাহার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। আর্য্য! আপনি প্রভু, আমরা আপনার অনুরক্ত

ভৃত্য, যদি আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে এই উপমা আপনাতে সম্যক বর্ত্তিতে পারে। আজ জগতের সমস্ত লোক আপনাকে অভিষিক্ত ও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ততেজ ও প্রতাপশালী নিরীক্ষণ করুক। আপনি তূর্য্যনিনাদ কাঞ্চী ও নূপুররব এবং মধুর গীতিশব্দে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য উদয় হইবে সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শ্মশ্রুচ্ছেদক সুখদহস্ত নিপুণ নাপিতেরা শত্রুঘ্নের আদেশে রামকে বেষ্টন করিল। সর্ব্বাগ্রে ভরত, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ স্নান করিলেন। পরে রাম জটাযূট মুণ্ডন ও স্নান করিয়া বিচিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহামূল্য বসন ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাম ও লক্ষ্মণের বেশ রচনা করিলেন। রাজা দশরথের পত্নীগণ জানকীরে অলঙ্কৃত করিলেন এবং পুত্রবৎসলা দেবী কৌশল্যা সমস্ত বানরস্ত্রীকে প্রীত মনে অতি যত্নে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সারথি সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের বাক্যে সর্ব্বাঙ্গশোভন

রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ঐ সূর্য্যাগ্নিবৎ উজ্জ্বল দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্তি সুগ্রীব ও হনুমান কৃতস্নান হইয়া রুচির বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক চলিলেন। সুগ্রীবের পত্নীগণ ও সীতা অযোধ্যা নগরী দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া সুবেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া রামের অভ্যুদয় ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা রামের অভিষেক সম্পাদনের জন্য মঙ্গলাচার পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উহাঁরা ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে দেখিবার জন্য শীঘ্র নির্গত হইলেন।

এদিকে রাম রথারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রবৎ প্রভাবে নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোৎস্নাধবল শ্বেত চামর গ্রহণ করিলেন। এবং ঋষি ও দেবগণ মধুর কণ্ঠে স্তুতিগান করিতে লাগিলেন।

কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক এক পর্ব্বতাকার হস্তীর

উপর আরোহণ করিয়াছেন। বানরগণ মনুষ্যমূর্ত্তিতে নানা রূপ আভরণ ধারণপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্ম্ম্যশ্রেণীশোভিত অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিরব হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ দেখিল রাম দিব্য শ্রীসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া আনুযাত্রিকগণের সহিত রথে আগমন করিতেছেন। উহারা জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। রামও মর্য্যাদানুসারে উহাদিগের সমাদর করিতে লাগিলেন। উহারা ভ্রাতৃগণপরিবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষত্রসমূহে চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইরূপ রাম অমাত্য ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উহাঁর অগ্রে অগ্রে চলিল। অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল, এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণও গমন করিতে লাগিল। প্রস্থানকালে রাম মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য, হনূমানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসিরা বানরগণের বীরত্ব ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত পরাক্রমের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। দিব্যশ্রীসম্পন্ন রাম এই সমস্ত বর্ণন করিতে

করিতে বানরগণের সহিত হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত রমণীয় পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি ধর্ম্মশীল ভরতকে মধুর বাক্যে কহিলেন, তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদ্গণকে পিতৃভবনে লইয়া গিয়া কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করাইয়া আন। আর আমার সেই অশোকবনশোভিত বৈদূর্য্যখচিত সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দাও।

ভরত রামের এই আদেশ পাইয়া সুগ্রীবের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে ভৃত্যেরা শত্রুঘ্নের নিয়োগক্রমে তৈল প্রদীপ পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ লইয়া শীঘ্র ঐ গৃহে গমন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি আর্য্য রামের অভিষেকার্থ দূত নিয়োগ করুন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তখন সুগ্রীব হনূমান জাম্ববান প্রভৃতি চারিজন বীরের হস্তে রত্নখচিত চারিটি কলশ দিয়া কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলশে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যূষে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার তাহাই কর।

কুঞ্জরাকার বানরগণ সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে যাত্রা করিল। জাম্ববান

হনুমান বেগদর্শী ও ঋষভ ইঁহারা কলশে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহৃত হইল। মহাবল সুষেণ পূর্ব্বসাগর হইতে এবং ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। গবয় পশ্চিম সমুদ্র হইতে স্বর্ণ কলশে রক্তচন্দন ও কর্পূরসুবাসিত জল আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মশীল গুণবান অনিল উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন বানরগণের প্রযত্নে জল আহৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য্য রামের অভিষেক সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর বৃদ্ধ বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব ইঁহারা বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ সুগন্ধি ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ষোলটী কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেবতার সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্নমণ্ডিত সভামধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্ব্বকালে

মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মার নির্ম্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্কধবল শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রথিত অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণমাল্য এবং সর্ব্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেককালে ভূমি শস্যবতী বৃক্ষ ফলবান ও পুষ্প সুগন্ধী হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বৃষ, অশ্ব ও গোদান করিয়া ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মহামূল্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সুগ্রীবকে সূর্য্যরশ্মিবৎ উজ্জ্বল মণিময় স্বর্ণহার, অঙ্গদকে বৈদূর্য্যখচিত জ্যোৎস্নানির্ম্মল দুই অঙ্গদ, জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার নির্ম্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পূর্ব্বোপকার স্মরণ পূর্ব্বক হনুমানকে প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন এবং বানরগণ ও রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন; জানকি! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্ট আছ

তাহাকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী যাঁহাতে তেজ ধৈর্য্য যশ সরলতা সামর্থ্য বিনয় নীতি পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত বিদ্যমান সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্ব্বত যেমন জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেত মেঘে শোভিত হয় সেইরূপ হনুমান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরগণ মর্য্যাদানুসারে বসনভূষণে সমাদৃত হইতে লাগিল। রাম বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান বীরগণকে বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে তিনি মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কপিরাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশত্রু ধর্ম্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মনু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তুমি আমার সহিত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পূর্ব্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছিলেন তুমিও সেই ভার বহন কর।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগ বাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। পরে তিনি পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুঅনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত ও বক্ষঃস্থল অতিবিশাল। তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র জন্তুর কোনরূপ উপদ্রব ছিল না এবং ব্যাধিভয়ও নিবারিত ছিল। সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না, এবং বৃদ্ধদিগকে বালকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে হইত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহ বশত কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোকসকল সহস্রবর্ষজীবি ও বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক, বৃক্ষে নিয়ত ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জ্জন্যদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখস্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকর্ম্মেই

প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। কেহই মিথ্যা কহিত না এবং সকলেই সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল।

এই প্রাচীন আদিকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা বেদমূলক ধর্ম্মজনক যশস্কর আয়ুস্কর ও রাজগণের বিজয়প্রদ। যে ব্যক্তি এই কাব্য সর্ব্বদা শ্রবণ করেন তিনি বীতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র এবং ধনার্থী ধন লাভ করে। রাজার পৃথ্বী জয় এবং শত্রুজয় হয়। কৌশল্যা যেমন রামের দ্বারা, সুমিত্রা যেমন লক্ষ্মণের দ্বারা জীবপুত্রা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে স্ত্রীলোকেরা সেই রূপ খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও বীতক্রোধ হইয়া বাল্মীকির এই মহাকাব্য শ্রবণ করেন তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুখে কাল হরণ করেন এবং রাম হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে দেবতারা ইহা শুনিলেও প্রীত হন। যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে তাহারা বিঘ্নাচরণে বিরত হয়, প্রবাসী সুখশান্তি ভোগ করে

এবং ঋতুমতী স্ত্রী অ[illegible] প্রসব করিয়া থা[illegible] প্রাচীন ই[illegible] পাঠ বা ইহার পূজা করিলে লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ক্ষত্রিয়েরা প্রণাম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মুখে নিয়ত ইহা শ্রবণ করিবেন। শ্রবণে ঐশ্বর্য্যলাভ ও পুত্রলাভ হয়। রাম সনাতন বিষ্ণু আদিদেব হরি ও নারায়ণ। এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। এই পুরাবৃত্ত এইরূপ ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক; মুক্তকণ্ঠে বল বিষ্ণুর বল বর্দ্ধিত হউক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই ঋষিকৃত রামসংহিতা ভক্তি পূর্ব্বক লিখিবেন তাঁহাদের ব্রহ্মলোকলাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি ও ধনধান্যবৃদ্ধি হয়, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়ু আরোগ্য যশ বুদ্ধি বল ও সৌভ্রাত্র লাভ হয়, অতএব যে সমস্ত সাধু সম্পদলাভার্থী তাঁহারা নিয়ম পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবেন।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! কৃতান্তুতুল্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণকে বিদ্রাবণ ও ভক্ষণ পূর্ব্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল উহাদিগকে অতিশয় সন্তপ্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধমূর্ত্তি ভীমদর্শন সমুদ্রে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাশাকর্ণ ছিন্ন, সর্ব্বশরীর শোণিত-লিপ্ত, তিনি এইরূপ বিকৃত দেহে লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তপদ কিছুই ছিল না, তিনি অনাবৃত দেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যবধে যার পর নাই আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই দুই মহাবীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বধবার্ত্তায় কাতর হইয়া অশ্রু-পাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে উদ্দেশ করিয়া আকুলমনে দীন-

ভাবে কহিতে লাগিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা শত্রুদর্পহারী মহাবীর! তুমি সহসা আমায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিলে? তুমি আমার ও বান্ধবগণের হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী কোথায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সুরাসুরকেও কিছুমাত্র ভয় করিতাম না আমার সেই দক্ষিণ হস্ত এত দিনে স্খলিত হইয়া পড়িল, এক্ষণে আমি আর জীবিত নহি। যিনি দেবদানবের দর্প চূর্ণ করিতেন, যিনি স্বতেজে প্রলয়কালীন হুতাশনের অনুরূপ ছিলেন, হা! রাম সেই বীরকে কি রূপে বিনাশ করিল! বজ্রাঘাতও যাঁহার দেহে দুঃখ উৎপাদন করিতে পারিত না সেই তুমি রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে! আজ ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষি তোমার নি-ধন দর্শনে অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষভরে কোলাহল করিতেছে। অতঃপর বানরেরা প্রকৃত অবসর বুঝিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে হৃষ্টমনে লঙ্কার দুর্গম দ্বারে আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, জানকীরে লইয়াই বা আর কি হইবে, যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট হইলেন তখন আমার জীবনেই বা কাজ কি? যদি আমি ভ্রাতৃহন্তা রামকে বধ করিতে না পারি তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এক্ষণে যথায় কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন অদ্যই আমি সেই স্থানে যাইব,

আমি ভ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি দেবগণের পূর্ব্বাপকারী, এক্ষণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই উপহাস করিবেন। হা কুম্ভকর্ণ! তুমি ত বিনষ্ট হইলে অতঃপর আমি তোমার সাহায্য ব্যতীত আর কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় করিব। আমি পূর্ব্বে মোহবশত বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে ফলিল। যাবৎ কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের এই নিদারুণ বধসংবাদ পাইয়াছি তদবধি বিভীষণের বাক্য আমায় লজ্জিত করিতেছে। আমি সেই ধার্ম্মিককে যে প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলাম এক্ষণে সেই কর্ম্মের এই শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইল।

তৎকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং অনুজ কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রেরও নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর ত্রিশিরা রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ শোকার্ত্ত দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের মহাবীর্য্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপুরুষেরা কদাচ এইরূপ বিলাপ করেন না। আপনার বিক্রম বিশ্ববিজয়ে সমর্থ তবে আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য বর্ম্ম শর ও শরাসন আছে এবং সহস্রগর্দ্দভযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথও আছে। আপনি শস্ত্রবলে সুরাসুরকেও পুনঃপুনঃ সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। রাজন্ অথবা আপনি থাকুন আমিই যুদ্ধে যাইতেছি; বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করেন আমিই সেইরূপ আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া আসিব। যেমন ইন্দ্রের হস্তে শম্বরাসুর! এবং বিষ্ণুর হস্তে নরকাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল আজ সেইরূপ রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইবে।

তখন আসন্নমৃত্যু রাবণ ত্রিশিরার এইরূপ বাক্যে যেন পুনর্জ্জন্ম লাভের আনন্দ অনুভব করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও

অতিকায় ইহাঁরা যুদ্ধহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বলিয়া যুদ্ধোৎসুকে সকলে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা অন্তরীক্ষচর ও মায়াপটু, উহাঁরা সুরগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, উহাঁরা মহাবীর ও যুদ্ধোন্মত্ত, এবং উহাঁদের বীরকীর্ত্তি সর্ব্বত্র সুপ্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগগণের নিকট উহাঁদিগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রুত হওয়া যায় না; উহাঁরা সর্ব্বাস্ত্রবিৎ ও সমরনিপুণ, উহাঁদের বিজ্ঞানবল প্রবল এবং উহাঁরা বরগর্ব্বিত। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবদর্পহারী সুরগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পান, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্ত্তি শত্রুনাশন পুত্রে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি উহাঁদিগকে বারংবার স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং উহাঁদিগের রক্ষাবিধানের জন্য মহোদর ও মহাপার্শ্বকে নিযোগ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত মহাবল রাক্ষস বীরবেশে সজ্জিত হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহোদর সর্ব্বাস্ত্রপূর্ণ তূণীর গ্রহণ এবং এক ঐরাবতকুলোৎপন্ন নীরদশ্যামল সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার ত্রিশিরা সদশ্ব-

যোজিত অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক সুরধনুলাঞ্ছিত বিদ্যুৎশোভিত উল্কাভীষণ জ্বালাকরাল জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তিনটি স্বর্ণপর্ব্বতে হিমাচল যেমন শোভিত হন সেইরূপ তিনি তিন কিরীটে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর অতিকায় রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতর পুত্র। তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কূবর নামক অঙ্গবিশেষ দ্বারা শোভিত আছে, এবং উহাতে যুদ্ধোপকরণ শর শরাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবীর অতিকায়ের সুশোভন মস্তকে কনককিরীট এবং সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি তৎকালে প্রভাভাস্বর সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বীর রাক্ষস, তিনি সুরগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ স্বর্ণোজ্জ্বল মনোমারুতগামী বৃহৎ এক অশ্বে উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীপ্ত একমাত্র প্রাসই তাঁহার অস্ত্র। ময়ূরোপরি কার্ত্তিকেয় যেমন শক্তিহস্তে শোভা পান তিনি সেইরূপ ঐ প্রাসহস্তে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর দেবান্তক কনকখচিত বৃহৎ এক পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান

বিষ্ণুর ন্যায় এবং মহাপার্শ্ব এক ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঐ সমস্ত মহাবীর সুরপুরী অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায় লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহু-সংখ্য রাক্ষস হস্ত্যশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক উহাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমস্ত উজ্জ্বল-মূর্ত্তি রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উহাঁদের উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র আকাশে উড্ডীন শারদমেঘধবল হংসশ্রেণীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উহাঁরা হয় মৃত্যু না হয় শত্রুজয় ইহার অন্যতর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহাঁদের মধ্যে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ ও কেহবা বিপক্ষের প্রতি আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের তুমুল গর্জন ও বাহ্বা-স্ফোটনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদে অন্তরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রাক্ষসেরা নির্গত হইয়াই দেখিল বানরগণ বৃক্ষশিলা-হস্তে দণ্ডায়মান আছে। বানরেরাও দেখিল রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য মেঘশ্যামল হস্ত্যশ্বসঙ্কুল ও কিঙ্কিনীনাদিত, তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বীরগণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া

আছে। বানরেরা উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈল গ্রহণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমরবে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল।

অনন্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণ পূর্ব্বক শিখরধারী পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসসৈন্যে প্রবিষ্ট হইল। কেহ কেহ রাক্ষসগণের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আকাশে কেহ কেহ বা রণস্থলে পর্য্যটন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। বানরগণ রাক্ষসদিগের উপর বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শরনিকরে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। বানরেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষশিলাপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। কোন রাক্ষসের মস্তক শৈলশৃঙ্গে চূর্ণ কাহারও বা দুই চক্ষু মুষ্ট্যাঘাতে বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা এইরূপ দুর্ব্বিসহ প্রহারব্যথায় কাতর হইয়া আর্ত্তরব করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শূল মুদ্গর খড়্গ প্রাস ও সুতীক্ষ্ণ শক্তি দ্বারা বনরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য জিগীষাপরবশ হইয়া পর-

স্পরকে রণশায়ী করিতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ শত্রু-শোণিতে সিক্ত, রণভূমি নিপতিত বানর রাক্ষস শৈল ও খড়্গ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল; রক্তনদী প্রবাহিত হইল; যুদ্ধমদমত্ত চূর্ণীকৃত পর্ব্বতাকার রাক্ষসে বসুমতী পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে বৃক্ষশিলা এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র বল পূর্ব্বক লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। ঘোর সিংহনাদে রণস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নির্য্যাস নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল! রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র অর্দ্ধ-চন্দ্র ভল্ল ও শাণিত শর দ্বারা বানরগণের বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত, ছিন্ন বৃক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভূমি নিবিড় হইয়া উঠিল। বানরেরা বলগর্ব্বিত, উহাদের যুদ্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল; উহারা নির্ভয় হইয়া নখ দন্ত ও বৃক্ষ শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল, বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ও সুরগণ কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে অশ্বারূঢ় মহাবীর নরান্তক মৎস্য যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ বায়ুবেগে বানরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে সুশাণিত শক্তি। ঐ মহাবীর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই একাকী সাত শত বানরকে প্রাস দ্বারা ক্ষণমাত্রে বিনাশ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অশ্বারোহী নরান্তকের ঘোরতর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার বিচরণপথ মাংস ও শোণিতে কর্দমময় হইয়া উঠিল এবং পতিত পর্ব্বতাকার বানরগণে পূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা যে সময় বিক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছে মহাবীর নরান্তক সেই ক্ষণেই তাহাদিগকে শক্তি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। বহ্নি যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপ বানরগণকে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। বানরেরা যাবৎ বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবৎকালমধ্যে প্রাসচ্ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় রণশায়ী হইতেছে। নরান্তক প্রদীপ্ত প্রাস উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যটন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধচেষ্টা ত দূরের কথা তৎকালে বানরেরা

তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকিতে এবং বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। নরান্তক কি যান কি অবস্থান কি উত্থান যে যে অবস্থায় আছে তাহাকে সেই অবস্থায় দীপ্ত প্রাস দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাস অস্ত্রের কোন একটী লক্ষ্যে নিপাত বজ্রপাতের ন্যায় অতিমাত্র ভীষণ, বানরেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল আর্ত্তরব করিতে লাগিল এবং বজ্রচ্ছিন্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। এই অবসরে পূর্ব্বে যে সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের বলবীর্য্যে নিপীড়িত হইয়াছিল তাহারা সুস্থ হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব দেখিলেন বানরসৈন্য নরান্তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়াছে, এবং মহাবীর নরান্তক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রাস ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব ইন্দ্রবিক্রম কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! ঐ যে বীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছে তুমি গিয়া উহাকে শীঘ্র বিনাশ কর।

তখন অঙ্গদ কপিরাজের আদেশে সূর্য্যের ন্যায় মেঘসদৃশ স্বসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ, তিনি ধাতুরঞ্জিত পর্ব্বতবৎ সুশোভিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র, নখ ও দশনই

তাঁহার অস্ত্র, তিনি সহসা নরান্তকের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, বীর! এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল। একণে তুমি আমার এই বক্ষঃস্থলে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

তখন মহাবীর নরান্তক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও উরগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদীপ্ত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। প্রাস তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের বজ্রকল্প বক্ষে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন অঙ্গদ প্রাসাস্ত্র গরুড়চ্ছিন্ন সর্পের বলবীর্য্যের ন্যায় নিস্ফল দেখিয়া নরান্তকের বাহন অশ্বের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাত করিবামাত্র ঐ পর্ব্বতাকার অশ্বের পদ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল, জিহ্বা নির্গত হইল এবং মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল।

তখন নরান্তক অশ্ব বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অঙ্গদের মস্তকে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। অঙ্গদের মস্তক অতিমাত্র ব্যথিত হইল তাঁহার মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, তিনি নিপাড়িত ও বিমোহিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ

পূর্ব্বক বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি গিরিশিখরতুল্য এক মুষ্টি মৃত্যুবেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। নরান্তকের বক্ষ নিমগ্ন ও ভগ্ন হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মুখ দিয়া অগ্নিশিক্ষা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অঙ্গদ নরান্তককে বধ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণ অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলেন। অঙ্গদ এই তুষ্টিকর ও দুষ্কর কার্য্য সাধন করিলে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন মহাবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্দ্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর মেঘাকার হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ়; তিনি দ্রুতবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবান্তক ভ্রাতৃ-বধে যার পর নাই ক্ষুব্ধ, তিনি ভীষণ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্রিশিরা অশ্বশোভিত সূর্য্য-সঙ্কাশ রথে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ ঐ সমস্ত দেবদর্পহারী রাক্ষসকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় বেগে

উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন ত্রিশিরা সর্পাকার শরে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবীর অঙ্গদ উত্থিত হইয়া উহাঁর প্রতি পুনরায় বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে এবং মহোদরও পরিঘপ্রহারে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা শর বর্ষণ পূর্ব্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহোদর বেগে গিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক বজ্রসার তোমর প্রহার করিলেন। দেবান্তকও অঙ্গদের সন্নিহিত হইয়া মহা ক্রোধে এক পরিঘ আঘাত পূর্ব্বক শীঘ্র তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রতাপ অঙ্গদ এই তিন ভীষণ রাক্ষসে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। পরে ঐ দুর্জয় মহাবীর বেগে গিয়া মহোদরের হস্তীকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে হস্তীর দুই নেত্র স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অঙ্গদ উহার বিশাল দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে গিয়া দেবান্তককে প্রহার করিলেন। দেবান্তক তদ্দণ্ডে বাতকম্পিত বৃক্ষবৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষারসতুল্য শোণিত প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। পরে তিনি অতিকষ্টে সুস্থ হইয়া এক ঘোর পরিঘ বিঘূর্ণিত করিয়া

মহাবেগে অঙ্গদকে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাতে ব্যথিত এবং জানুযুগল সঙ্কোচ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে অবিলম্বেই সুস্থ হইয়া আবার গাত্রোত্থান করিলেন। উত্থানকালে ত্রিশিরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়া ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হনুমান ও নীল অঙ্গদকে রাক্ষসে বেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃঙ্গ জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পড়িল। তখন মহাবল দেবান্তক পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। হনুমানও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোর রবে রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া উহার মস্তকে বজ্রবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দেবান্তকের দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্বা লম্বমান হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদর পর্ব্বতাকার হস্তীর উপর পুনর্ব্বার আরোহণ এবং মন্দর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বিস্তার পূর্ব্বক ক্রোধভরে নীলের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, সুরধনুলাঞ্ছিত মেঘ

পুনঃপুনঃ গর্জন ও পর্ব্বতোপরি অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সেনাপতি নীল উহাঁর শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বৃক্ষবহুল পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক বেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর ঐ আঘাতে চূর্ণ হইয়া মৃত ও বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তীও তাঁহার সহিত বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নীলের হস্তে নিহত দেখিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে শাণিত শরে হনূমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া উহাঁর প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও সুশাণিত শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান গিরিশৃঙ্গ ব্যর্থ হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা শূন্যমার্গে তাহা ছেদন করিয়া ভীম রবে গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হনুমান ক্রোধভরে নখরপ্রহারে উহার অশ্বকে বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর ত্রিশিরা কালরাত্রিবৎ করাল শক্তি লইয়া মহাবেগে হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হনুমান আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ত্রিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শক্তি দুই হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া

সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শন শক্তি ভগ্ন হইল দেখিয়া হৃষ্ট মনে মেঘবৎ গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ত্রিশিরা ক্রোধভরে খড়্গ উদ্যত করিয়া হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। হনুমানও উহাঁর বক্ষে এক চপেটপ্রহার করিলেন। ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ইত্যবসরে হনুমান উহাঁর হস্ত হইতে খড়্গ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চার পূর্ব্বক গর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জন তৎকালে ত্রিশিরার আর কিছুতেই সহ্য হইল না, তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হনুমানকে মহাবেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হনুমানের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিশিরার কেশমুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন বিশ্বকর্ম্মপুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন সেইরূপ উহার কিরীটশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসাযুক্ত দীর্ঘকর্ণ দীপ্তচক্ষু রাক্ষসমুণ্ড আকাশচ্যুত গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মত্ত দেবান্তক প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। ঐ লৌহময় গদা

জ্বালাকরাল স্বর্ণপট্টশোভিত মাংসলিপ্ত রক্তফেনাযুক্ত শক্র-শোণিততৃপ্ত ও রক্তমাল্যবেষ্টিত ; উহার অগ্রভাগ হইতে নিরন্তর প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে এবং উহা দেখিলে ঐরাবত, মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণও কম্পিত হয়। বীর মত্ত ঐ ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক যুগান্তবহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বানরগণের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে কপিপ্রবীর ঋষভ রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হইয়া মত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মত্ত উহার বক্ষে ঐ বজ্রকল্প গদা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঋষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং রক্তস্রোত অনর্গল বহিতে লাগিল। ঋষভ বহুক্ষণের পর সচেতন হইয়া ক্রোধস্পন্দিত ওষ্ঠে ঘন ঘন মত্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে ঐ বীর বেগে মত্তের নিকটস্থ হইয়া উহার বক্ষে প্রবল বেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিল। মত্তের সর্ব্বশরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ঋষভ সহসা উহার হস্ত হইতে ঐ যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা লইয়া তুমুল গর্জন আরম্ভ করিল। মহাবীর মত্ত সন্ধ্যা-মেঘবৎ রক্তবর্ণ ; সে মুহূর্ত্ত কাল প্রহারব্যথায় মৃতপ্রায় হইয়া-ছিল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ঋষভকে প্রহার করিতে লাগিল। ঋষভ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে সংজ্ঞা-

লাভ এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতাকার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মত্তকে প্রহার করিল। ভীষণ-গদা-প্রহারে ঐ বিপ্রবৈরী যজ্ঞশত্রু রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্ব্বত হইতে ধাতুধারার ন্যায় অজস্র ধারে উহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত বহিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষভ ঐ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং গদা পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া উহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। মত্তের সর্ব্বশরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, উহার দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। সে বিনষ্ট হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রাণভয়ে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর দেবদানবদর্পহারী অতিকায় ইন্দ্রবিক্রম ভ্রাতৃগণ পিতৃব্য মহোদর ও মত্তকে নিহত এবং রাক্ষসসৈন্যকে ব্যথিত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি সমবেত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে বানরগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে বিস্ফারিত শরাসন; তিনি মুহুর্মুহু স্বনাম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ভীম রবে গর্জন ও কোদণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক বানরদিগকে যার পর নাই শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। বানরেরা উহাঁর প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে উহাঁকে কুম্ভকর্ণ বোধ করিয়া সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের মূর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ; বানরেরা উহাঁকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্তত পলাইতে লাগিল। উহারা ঐ ভীম রাক্ষসদর্শনে বিমোহিত হইয়া আশ্রিতপালক রামের আশ্রয় লইল। রাম উহাদিগকে অভয় প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, পর্ব্বতপ্রমাণ মহাবীর অতি-

কায় এক উৎকৃষ্ট রথের উপর কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছেন। তিনি উহাঁকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! যিনি ঐ সূর্য্যসঙ্কাশ সহস্রঅশ্বযুক্ত প্রকাণ্ড রথে রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি সিংহদৃষ্টিবৎ স্থির ও গম্ভীর, যাঁহার দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ, যাঁহার হস্তে বিশাল শরাসন; যিনি সুতীক্ষ্ণ শূল প্রাস ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যগত হইয়া ভূতপরিবৃত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যিনি কালজিহ্বাকরাল শক্তি অস্ত্রে বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান; যাঁহার স্বর্ণখচিত শরাসন ইন্দ্রধনু যেমন অন্তরীক্ষকে সুরঞ্জিত করে সেইরূপ রথকে সুশোভিত করিতেছে; যাঁহার ধ্বজদণ্ডে রাহুচিহ্ন; যাঁহার ধনুঃখণ্ড সুসজ্জিত মেঘগম্ভীরবারী স্থানত্রয়ে সন্নত, এবং শত সুরধনুর ন্যায় সুরম্য; যাঁহার রথ ধ্বজপতাকামণ্ডিত, ও অনুকর্ষযুক্ত; যে রথ চারিটি সারথি দ্বারা মেঘগম্ভীর রবে চালিত হইতেছে, যাহাতে অষ্ট-[illegible]শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা আছে, এবং চতুর্হস্ত-মুষ্টিবিশিষ্ট, দশহস্তদীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ রথে ঐ মহাবীর কে? যাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য, যাঁহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, যিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী ভুজযুগলে

শৃঙ্গদ্বয়শোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার ভীষণ মুখ কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বসুর মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে, ঐ মহাবীর কে?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ [illegible] পুত্র, এবং বলবীর্য্যে তাঁহারই [illegible] ইঁহার নাম অতিকায়, ইনি সর্ব্ব[illegible] ও বৃদ্ধসেবানুবর্ত্তী, ইনি হস্তী ও অশ্বা-রোহণে সুপটু, অসিচর্য্যা ও ধনুর্গ্রহণে সুদক্ষ, সাম দান ও সন্ধিবিগ্রহে ইহাঁর নৈপুণ্য আছে; বলিতে কি, ইহাঁরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ নির্ভয় রহিয়াছে। রাজমহিষী ধান্যমালিনী এই মহাবীরের জননী; ইনি তপো-বলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সুপ্রসন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহারই প্রসাদলব্ধ অস্ত্রপ্রভাবে ইনি বিজয়ী ও দেবাসুরের অবধ্য। ইনি তপোবলে দিব্য কবচ ও উজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্য দেবদানব ইহাঁর নিকট পরাস্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে সংহার করিয়াছেন। একদা ইনিই অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং বরুণের পাশ পরা-হত করেন। তুমি শীঘ্রই এই মহাবীরকে বিনাশ করিতে যত্নবান হও, ইনি অচিরাৎ বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।

অনন্তর মহাবল অতিকায় বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ এই কএক জন বীর ঐ ভীমমূর্ত্তি রাক্ষসকে নিরীক্ষণ ও বৃক্ষ শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। অতিকায় শরনিকরে ঐ সমস্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিগকে লৌহময় শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা অতিকায়ের শরে বিদ্ধদেহ ও পরাজিত হইলেন, উহাঁদের প্রতিকার-শক্তি আর কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না। তখন যৌবনগর্ব্বিত রুষ্ট সিংহ যেমন মৃগযূথকে ভীত করে সেইরূপ অতিকায় বানরসৈন্যকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ তিনি প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করিলেন না। পরে ঐ মহাবীর রামের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি; স্বল্পপ্রাণ সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার অভীষ্ট নহে, যাহার শক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ উৎসাহী আজ সেই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।

তখন লক্ষ্মণ অতিকায়ের এই গর্ব্বিত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অসহিষ্ণু হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হাস্যমুখে ধনু গ্রহণ করিলেন। পরে তূণীর হইতে শর উদ্ধার পূর্ব্বক উহার সম্মুখে মুহুর্মুহু ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ-

গের ঐ আকর্ষণশব্দে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, দশ দিক ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল।

মহাবল অতিকায় ঐ ভীষণ জ্যাশব্দে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ উত্থিত দেখিয়া সুশাণিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি বালক, বীরত্বের কিছুই জান না; যাও; এই কালকল্প মহাবীরের সহিত কি জন্য যুদ্ধইচ্ছা করিতেছ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরীক্ষও আমার এই শরবেগ সহিতে পারে না। তুমি কি জন্য সুখসুপ্ত প্রলয়বহ্নিকে প্রবোধিত করিবার ইচ্ছা কর? এক্ষণে ধনুঃখণ্ড রাখিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাও, আমার হস্তে প্রাণটি হারাইও না। অথবা দেখিতেছি তুমি একটি উদ্ধত-স্বভাব, তোমার ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই তবে তুমি এখনই যমালয়ে যাও। আমার এই সমস্ত শাণিত শর দেবাদিদেব রুদ্রের ত্রিশূলসদৃশ ও শত্রুর দর্পহারী, তুমি এখনই ইহার বেগ প্রত্যক্ষ কর। ক্রুষ্ট সিংহ যেমন হস্তীর রক্ত পান করে সেইরূপ এই সর্পাকার শর অচিরাৎ তোমার রক্তপান করিবে। এই বলিয়া মহাবীর রোষভরে কার্ম্মুকে শর সন্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবল লক্ষ্মণ অতিকায়ের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কেবল কথামাত্রে প্রধান হইতে পার না, লোকে আত্মশ্লাঘা করিয়া কদাচ সৎপুরুষ

হইতে পারে না। এই আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রে দুরাত্মন্! তুই স্বীয় বলবীর্য্যের পরিচয় দে। তুই আর বৃথা আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করিস্ না, এক্ষণে কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর্। যাঁহার পৌরুষ আছে তিনিই বীরপুরুষ। তুই সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন ও রথস্থ, এক্ষণে অস্ত্র বা শস্ত্র যদ্দ্বারাই হউক স্ববিক্রম প্রদর্শন কর্। পশ্চাৎ আমি বায়ু যেমন সুপক্ব তালফল বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত করে সেইরূপ্ এই সমস্ত শরে তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। আজ আমার এই শর তোর ক্ষতমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই আমাকে সামান্য বালক বোধে অবজ্ঞা করিস্ না; আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুজ্ঞান কর্। দেখ্ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়াও ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ঐ দুই মহাবীর এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ এই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণের বাক্যে অতিমাত্র কুপিত হইলেন এবং শরাসনে শরযোজনা করিয়া বেগে পরিত্যাগ করিলেন। শর প্রবল গতিবেগে আকাশকে যেন সংক্ষিপ্ত হইয়া চলিল। তখন লক্ষ্মণ ঐ সর্পাকার শর অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর

ছিন্ন সর্পের ন্যায় নিষ্ফল দেখিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও অর্দ্ধ পথে তৎসমুদায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া স্বতেজঃপ্রজ্বলিত শর মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সন্নতপর্ব্ব শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্ব্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অতিকায় প্রহারব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া রুদ্রশরে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমিই আমার প্রশংসনীয় শত্রু; অতিকায় মুক্তকণ্ঠে এইরূপ কহিয়া হস্তদ্বয় স্ববশে স্থাপন ও রথের উপস্থ স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত কালকল্প সূর্য্যবৎ দুর্নিরীক্ষ্য শর নিক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়া চলিল। লক্ষ্মণ ব্যস্ত সমস্ত না হইয়া তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর বিফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শর মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং মত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় সেইরূপ উহাঁর বক্ষ

হইতে খরধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। উহাঁর শর ও শরাসন সহসা তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অতিকায় এক সর্পাকার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণও কালদণ্ডের ন্যায় ঐ প্রজ্জ্বলিত ঘোর আগ্নেয়াস্ত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও ঐ সূর্য্যাস্ত্রযোজিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দুইটি অস্ত্র তেজঃপ্রদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ, উহারা আকাশপথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িল। ঐ দুই অস্ত্র যদিও প্রদীপ্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ নিস্প্রভ হইল, এবং ক্রমশঃ ভস্মীভূত ও জ্বালাশূন্য হইয়া পড়িল।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে ত্বষ্টৃদৈবত ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অতিকায় ঐষীকাস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধভরে যাম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে অতিকায়ের উপর সেইরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর উহাঁর হীরকখচিত বর্ম্মে স্পর্শ হইবামাত্র ভগ্নমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ স্বনিক্ষিপ্ত সমস্ত শর

বিফল হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অতিকায়ের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত, ঐ সমস্ত শর তৎকালে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না।

এই অবসরে বায়ু লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! এই অতিকায় ব্রহ্মার বরলব্ধ অভেদ্য বর্ম্মে আবৃত আছেন, অতএব তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইহাঁকে বিদ্ধ কর, তদ্ব্যতীত ইহাঁকে বধ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবল বর্ম্মে আবৃত থাকিলে কোনও অস্ত্র ইহাঁর বধসাধনে কৃতকার্য্য হইবে না।

তখন ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর লক্ষ্মণ বায়ুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শরাসনে উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তিনি ঐ শাণিত শর সন্ধান করিলে দিঙ্‌মণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যাদি মহাগ্রহ, ও অন্তরীক্ষ বিত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ যমদূতকল্প বজ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের পুঙ্খ হীরকখচিত, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং উহা গগনমার্গে বায়ুবেগে চলিল। তখন অতিকায় ব্রহ্মাস্ত্র আগমন করিতে দেখিয়া সুশাণিত শরনিকরে উহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু অস্ত্র গরুড়বেগে ক্রমশঃ উহাঁর সন্নিহিত হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালকল্প ব্রহ্মাস্ত্র বিহত করিবার জন্য সমস্ত প্রাণের

সহিত শক্তি ঋষ্টি গদা কুঠার ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা তৎসমুদায় বিফল করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অতি-কায়ের মুণ্ড হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল; তাঁহার বসন স্খলিত, ভূষণ বিক্ষিপ্ত; হতাবশিষ্ট রাক্ষস-গণ ঐ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইল। সকলে প্রহার-শ্রমে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ ও দীন; উহারা বিকৃতস্বরে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণের মুখ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল; ভীমবল অতিকায় নিহত হইলে উহারা বিজয়ী লক্ষ্মণের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর অতিকায়ের বধসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, রাক্ষসগণ! ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরগণ শত্রুহস্তে কখন পরাজিত হন না। ইহাঁরা মহাকায় অস্ত্রবিশারদ ও বিজয়ী। রাম ইহাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবীরকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। সে দিবস প্রখ্যাতবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ অস্ত্রবলে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও উরগেরাও সেই ঘোর বন্ধন উন্মোচন করিতে পারে না, কিন্তু জানি না, ঐ দুই বীর স্বপ্রভাব, মায়া বা মোহিনী শক্তির বলে সেই বন্ধন ছেদন করিয়াছে। যে সকল রাক্ষস আমার আদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। বলিতে কি, এখন আর এমন কোন বীরই নাই যে স্ববীর্য্যে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে বিনাশ করিয়া আইসে। রামের কি বিক্রম! তাহার অস্ত্রবলই বা কি অদ্ভুত! রাক্ষসগণ তাহারই হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লঙ্কার সর্ব্বত্র রক্ষা করুক এবং যে স্থানে জানকী রাক্ষসী-

গণে বেষ্টিত আছে সেই অশোক বনকেও রক্ষা করুক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ সর্ব্বদাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে যে স্থানে গুল্ম আছে তথায় গিয়া তোমরা সসৈন্যে অবস্থান কর। কি প্রদোষ, কি অর্দ্ধরাত্রি, কি প্রত্যূষ যে কোন সময়েই হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথায় গতিবিধি করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য; ইহাতে ঔদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যমযুক্ত, কি আগমনশীল, কি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

তখন রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের আজ্ঞামাত্র সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহন পূর্ব্বক দীনমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রবিয়োগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।
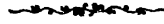
অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকটস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভৃতি মহাবীরগণ রণস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের নেত্রযুগল বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইল, তিনি পুত্রনাশ ও ভ্রাতৃবিনাশ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিৎ মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কহিলেন, তাত! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কেন এইরূপ বিমোহিত হন। যুদ্ধে আমার হস্তে জীবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখুন রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া রণশায়ী হইবে। আমি দৈব ও পৌরুষ আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনষ্ট করিয়া আসিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা বলিযজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায় আমারও অনুরূপ বল প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদীন ভাবে রাবণকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন। তাঁহার

রথ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ গর্দ্দভবাহিত ও বায়ুবৎবেগগামী। ইন্দ্রজিৎ ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বীর শরশরাসন হস্তে উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জার, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্ব্বতাকার শৃগাল, কেহ কাক, কেহ হংস ও কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঐ সকল ভীমবল বীরের হস্তে প্রাস মুদ্গর অসি পরশু ও গদা। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভা পান সেইরূপ ইন্দ্রজিতের মস্তকে শশাঙ্কশঙ্খধবল ছত্র শোভা পাইল। উভয় পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ডযুক্ত চামর আন্দোলিত হইতে লাগিল। গগনতল যেমন দীপ্ত সূর্য্যে সেইরূপ লঙ্কাপুরী ঐ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীরে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল।

অনন্তর তিনি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম নিকুম্ভিলা, অগ্নিবৎ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধমাল্য ও লাজাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিকে বিধিবৎ পরিতৃপ্ত করিতে লাগি-

লেন। শস্ত্রই পরিস্তরণ-কাশ, বিভীতক বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্ত বস্ত্র ও কৃষ্ণলৌহময় স্রুব এই সমস্ত অভিচার-কার্য্যের উপযোগী পদার্থ সংগৃহীত ছিল। ইন্দ্রজিৎ তথায় বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক শস্ত্ররূপ কাশ দ্বারা একটী জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহুতি প্রদান করিবামাত্র বিধূম বহ্নি জ্বালা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির যে সমস্ত জয়সূচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ক্রমশঃ তৎ-সমুদায় অভিব্যক্ত হইল। তিনি তপ্তকাঞ্চনমূর্ত্তিতে স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট পুনর্ব্বার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং ঐ সিদ্ধ অস্ত্র দ্বারা ধনু ও রথ অভি-মন্ত্রিত করিয়া লইলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্র-দেবতাকে আহ্বান এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রের সহিত সমস্ত নভস্তল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎও শর শরাসন অসি শূল ও অশ্ব রথের সহিত অন্ত-রিক্ষে তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ধ্বজপতকাধারী রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর অঙ্কুশ ও তীব্রবেগ বিচিত্র শরে বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, তোমরা

বানরগণকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টমনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা উৎসাহিত হইয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক বানরগণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎও উহাদের উপরিতন আকাশে থাকিয়া, নালীক নারাচ গদা ও মুসল দ্বারা বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। বানরেরা উহাঁর প্রতি অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের একমাত্র শরে বহুসংখ্য বানর বিনষ্ট হইতে লাগিল। বানরেরা শরপীড়িত ও ছিন্নদেহ হইয়া যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরনিহত অসুরগণের ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ প্রদীপ্ত সূর্য্য, শরজাল উহাঁর কিরণ; বানরেরা উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনতিবিলম্বে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ও বিচেতন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে রামের জন্য প্রাণপণ করিয়া বৃক্ষশিলা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ অবলীলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রতিহত করিয়া দিলেন এবং অগ্নিকল্প সর্পাকার শরনিকরে

উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে দূরবর্ত্তী নলকে ভেদ করিলেন। অনন্তর মর্ম্মপীড়ক সাত শরে মৈন্দকে পাঁচ শরে গজকে, দশ শরে জাম্ববানকে, ত্রিশ শরে নীলকে বিদ্ধ করিয়া বরলব্ধ ভীষণ শরে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্রলয়বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অন্যান্য বানরবীরকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এইরূপে বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হৃষ্ট মনে দেখিলেন, উহারা শরপীড়িত আকুল ও রক্তাক্ত হইয়াছে। পরে তিনি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে উহাদিগকে মন্থন পূর্ব্বক সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং নীল নিবিড় জলদাবলী যেমন জল বর্ষণ করে সেইরূপ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতাকার বানরেরা এইরূপে রাক্ষসী মায়ায় আহত হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। তৎকালে উহারা আপনাদিগের মধ্যে কেবলই শাণিত শরনিকর নিরীক্ষণ করিল কিন্তু মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে আর দেখিতে পাইল না।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শাণিত শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নি-

কম্প শূল খড়্গ ও পরশু প্রহার এবং বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বালাকরাল অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরেরা ইন্দ্রজিতের শরজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তাক্ত দেহে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। তৎকালে কেহ কেহ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল তাহাদের চক্ষু শরবিদ্ধ হইয়া গেল, অনেকে প্রাণভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল এবং অনেকে ভূতলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শূল প্রাস ও মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরী, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, জ্যোতিমুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তিনি যুথপতি বানরগণকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রজিতের শরপাত বৃষ্টিপাতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিয়া সমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যসংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরপ্রহার করিতেছেন। ঐ মহাবীর ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত, উহাঁর ভীম মূর্ত্তি মায়াপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন, সুতরাং এক্ষণে উহাঁকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাঁহার বিভব অচিন্ত্য, যিনি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিসংহারক, বোধ হয়

সেই ভগবান স্বয়ম্ভুরই এই মহাস্ত্র। ধীমন্! তুমি আমার সহিত তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আজ এই ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য কর। বীরকেশরী ইন্দ্রজিৎ শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন করুন, এই সমস্ত বানরপ্রবীর রণশায়ী হইয়াছেন, এবং এই সমস্ত সৈন্য যার পর নাই হতশ্রী হইয়াছে; এক্ষণে আইস, আমরাও হর্ষ ও রোষ সংবরণ পূর্ব্বক হতজ্ঞান নিশ্চেষ্ট ও ধরাশায়ী হইয়া থাকি। ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জয়শ্রী অধিকার পূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রস্থান করিবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন। ইন্দ্রজিৎও উহাঁদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, হৃষ্ট মনে পিতৃসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট, সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববান্ নিশ্চেষ্ট, সমস্ত বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট, ধীমান বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষণ্ণ ও অচৈতন্য দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! ভীত হইও না, এখন বিষাদের কারণ নাই; আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ভগবান ব্রহ্মাকে সম্মান করিবার জন্য বিবশ বিষণ্ণ ও মৃতকল্প হইয়া আছেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহারই বরপ্রভাবে অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ মৃতকল্প হইয়া আছেন, সুতরাং এখন তোমাদের বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই।

তখন ধীমান্ হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে যাহারা জীবিত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।

অনন্তর ঐ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন,

পতিত পর্ব্বতাকার বানর এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও লাঙ্গুল, কাহারও হস্ত, কাহারও ঊরু, কাহারও পদ, কাহারও অঙ্গুলি এবং কাহারও বা গ্রীবাদেশ খণ্ডিত; উহাদের দেহ হইতে খরধারে রক্ত বহিতেছে. এবং কেহ কেহ বা ভয়ে মুত্রত্যাগ করিতেছে। মহাবীর সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, গন্ধমাদন, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিমুখ, ও দ্বিবিদ ইহাঁরা মৃতপ্রায় ও পতিত আছেন। ঐ যুদ্ধে দিবসের শেষ পঞ্চম ভাগে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবলে সপ্তষষ্টি কোটি বানর বিনাশ করিয়াছিলেন। বিভীষণ ঐ সমুদ্রবক্ষবৎ বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাম্ববান নৈসর্গিক জরায় জীর্ণ ও বৃদ্ধ; তিনি শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্য! আপনি কি জীবিত আছেন?

তখন জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য নিঃসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমায় চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বায়ুর মুখ উজ্জ্বল সেই কপিপ্রবীর হনুমান ত জীবিত আছেন?

বিভীষণ কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আপনি আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের কোনও উল্লেখ না করিয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আপনি যেমন তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছেন এমন ত কপিরাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও রামের প্রতি স্নেহ দেখাইলেন না?

জাম্ববান কহিলেন, বিভীষণ! আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসিলাম শুন। ঐ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জীবিত, আর যদি তিনি বিনষ্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকিলেও বিনষ্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বায়ুসম বীর্য্যে অগ্নিতুল্য বীরের জীবনেই আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তখন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে প্রণিপাত করিলেন। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহাঁর বাক্য শ্রবণ মাত্র দেহে আবার যেন প্রাণ পাইলেন; কহিলেন, বৎস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহাদিগের পরম বন্ধু, তোমা অপেক্ষা মহাবীর আর কেহই নাই। এক্ষণে তোমার বিক্রমপ্রকাশের কাল উপস্থিত, আজ এই সঙ্কটে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি বানর ও ভল্লুকগণকে প্রাণদান কর। রাম ও লক্ষ্মণ মৃতকল্প, এক্ষণে ইহাঁদিগের শল্য উদ্ধার কর। বৎস! তুমি মহাসমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক হিমা-

চলে যাও। পরে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল স্বর্ণময় ঋষভগিরি; তথায় কৈলাসপর্ব্বতও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে সর্ব্বৌষধিসম্পন্ন ঔষধিপর্ব্বত আছে। বীর! তুমি উহার শিখরে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত ঔষধি দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া আছে। তুমি ঐ চারিটী ঔষধি লইয়া শীঘ্র আইস এবং বানরগণকে প্রাণদান পূর্ব্বক পুলকিত কর।

তখন মহাবীর হনুমান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে মহাসমুদ্র যেমন স্ফীত হয় সেইরূপ বলোদ্রেকে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিকূটপর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ ও উহা পদদ্বয়ে পীড়ন পূর্ব্বক দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিকূট গিরি উহাঁর পদভরে আক্রান্ত হইবামাত্র সন্নত হইয়া পড়িল, আত্মধারণে উহার আর কিছুমাত্র শক্তি রহিল না। হনূমানের উৎপতনবেগে পার্ব্বত্য বৃক্ষ সকল ভূতলে পাতিত হইতে লাগিল, উহাদের পরস্পরসঙ্ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিত হইয়া উঠিল; শৃঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; শিলাস্তূপ চূর্ণ হইয়া গেল এবং পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তত্রত্য বানরগণ তদুপরি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। লঙ্কার গৃহ ও পুরদ্বার ভগ্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল,

বোধ হইল যেন লঙ্কাপুরী নৃত্য করিতেছে। ঐ রাত্রিকালে সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে আকুল, সসাগরা পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মহাবীর হনুমান পদদ্বয়ে ত্রিকূটগিরিকে পীড়ন এবং বড়বামুখবৎ জাজ্বল্যমান মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। হনুমান সমুদ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক রামের কার্য্যসাধনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সর্পাকার পুচ্ছ উদ্যত, পৃষ্ঠ সন্নত ও কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে আকাশপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্ব্বতবাসী ক্ষুদ্র বানর সকল তাঁহার সঙ্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহু ও উরুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষীণবেগে সমুদ্রজলে পড়িয়া গেল। মহাবীর হনুমান উরগাকার বাহুদ্বয় প্রসারণ এবং উগ্রবেগে দিক সকল যেন আকর্ষণ পূর্ব্বক গরুড়বেগে হিমাচলে চলিলেন। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ ঘূর্ণিত এবং ঐ আবর্ত্তে জলজন্তুগণ উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল। হনুমান সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুর অঙ্গুলিবেগনির্ম্মুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। গতিপথে পর্ব্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদ সকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তিবোধ নাই, তিনি ঘোর গর্জ্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত

করিয়া আকাশপথে যাইতেছেন এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের প্রদর্শিত স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। দেখিলেন, অদূরে হিমগিরি, উহার প্রস্রবণ ঝরঝর শব্দে পড়িতেছে, নানাস্থানে গভীর গহ্বর, ধবলমেঘাকার অত্যুচ্চ শিখর এবং নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। হনুমান বায়ুবেগে হিমাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন তথায় দেবর্ষিসেবিত বহুসংখ্য পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোশ, * কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরনিক্ষেপস্থান, † কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির ‡ কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও বহ্নিস্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দীপ্ত সূর্য্য-সমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মাস্থান, কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভূনাভি। হনুমান তথায় গিরিবর কৈলাস, রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বর্ণগিরি ও সর্ব্বৌষধিপ্রদীপ্ত ঔষধি পর্ব্বতও দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অনলরাশিবৎ প্রদীপ্ত ঔষধি পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং তদুপরি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঔষধি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

---

* হিরণ্যগর্ভের স্থান।

† যথায় দাঁড়াইয়া রুদ্র ত্রিপুরসংহারার্থ শরক্ষেপ করিয়াছিলেন।

‡ ব্রহ্মাস্ত্র দেবতার স্থান।

হনুমান সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক ঔষধি পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন ইত্যবসরে ঔষধি সকল এক জন প্রার্থীকে উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। তখন হনুমান ঔষধি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, তাঁহার আবেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু অগ্নিসমান জ্বলিতে লাগিল; তিনি ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, পর্ব্বত! তুমি কি জন্য রামকে অনুকম্পা করিলে না, তাঁহার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনের হেতুই বা কি? আমি এই দণ্ডেই তোমার এই দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিতেছি, তুমি এখনই আমার ভুজ-বলে অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখ।

এই বলিয়া তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গ বেগে উৎপাটন করিয়া লই-লেন। ঐ শৃঙ্গ বৃক্ষশোভিত ও স্বর্ণাদিধাতুরঞ্জিত, উহার শীর্ষস্থান প্রজ্বলিত, শিলাস্তূপ বিক্ষিপ্ত এবং উহাতে হস্তিযূথ বিচরণ করিতেছে। হনুমান ঐ শৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। গগনচর জীবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি গরুড়-বৎ উগ্রবেগে চলিলেন। তাঁহার হস্তে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ঔষধিশৃঙ্গ, স্বয়ং সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, তৎকালে তিনি সূর্য্যের নিকট একটি প্রতিসূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ভগবান

বিষ্ণু যেমন সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন সেইরূপ ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ঐ পর্ব্বত ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল, তিনিও বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও উহাদের গর্জনধ্বনি শুনিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে হনুমান লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐ ঔষধিগন্ধে নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিল। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেমন প্রভাতে জাগরিত হয়, উহারা সেইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে, তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; এই জন্য রাক্ষসগণের পুনর্জ্জীবনের আর সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্তর হনুমান ঐ ঔষধি পর্ব্বত হিমালয়ে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পুনর্ব্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর কিরূপে পুররক্ষা করিবেন। অতএব আমাদের পক্ষ হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র গিয়া লঙ্কায় পড়ুক।

সূর্য্য অস্তমিত হইল। ঐ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে চলিল। যে সমস্ত বিরূপনেত্র রাক্ষস লঙ্কার দ্বাররক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও হৃষ্ট হইয়া পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ, অপ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে অগ্নি নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হুতাসন চতুর্দ্দিকে করাল শিখা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিয়া উঠিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, সুচিক্কণ মণি, হীরক ও প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌষেয় বস্ত্র, মেষলোমজ ও ঊর্ণাতন্তুনির্ম্মিত বিবিধ বস্ত্র,

স্বর্ণপাত্র, বিচিত্র অশ্বসজ্জা, পালঙ্কাদি গৃহোপকরণ, হস্তীর গ্রীবাবন্ধন, সুরচিত রথসজ্জা, যোদ্ধা ও হস্ত্যশ্বের বর্ম্ম, চর্ম্ম বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন, কস্তূরি, স্বস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা স্বর্ণখচিত বর্ম্ম ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া ছিল, উহাদের গলে মাল্য এবং পরিধান উৎকৃষ্ট বস্ত্র; উহারা মধুমদে উন্মত্ত হইয়া চঞ্চল চক্ষে স্খলিত পদে চলিয়াছে, এবং প্রেয়সীগণ উহাদের বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীতমনে নির্গত হইতেছে। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাক্ষসগণের ক্রোধ যার পর নাই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল; কেহ গদা, কেহ শূল ও কেহ বা অসিহস্তে নির্গত হইতে লাগিল; কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ মদ্যপান করিতেছিল এবং কেহ বা রমণীয় শয্যায় প্রণয়িনীর সহিত সুখে নিদ্রিত ছিল; উহারা চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া ভীতমনে শিশুসন্তানের হস্তধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র নির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে। লঙ্কার গৃহ বহুব্যয়ে নির্ম্মিত ও সারবৎ, উহা দুর্গম ও গম্ভীর, কোনটি দেখিতে পূর্ণচন্দ্রাকার এবং কোনটি বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, উহার শিখরদেশে সুপ্রশস্ত শিরোগৃহ আছে, গবাক্ষ সকল বিচিত্র ও রমণীয় এবং মঞ্চ সুপ্রস্তুত। ঐ গৃহ স্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খচিত, ঔন্নত্যে সূর্য্যকে

স্পর্শ করিতেছে, এবং ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বরে ও ভূষণের ঝন ঝন রবে নিনাদিত হইতেছে। অগ্নি ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রজ্বলিত তোরণদ্বার বর্ষাকালে বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দাবাগ্নিদীপ্ত গিরিশিখরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। ঐ ঘোর রজনীতে যে সকল রমণী সপ্ততল গৃহের উপর সুখে শয়ান ছিল তাহারা দহ্যমান হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গৃহ সকল বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলস্পৃষ্ট দহ্যমান হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হর্ম্ম্যশিখর করাল অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তৎকালে লঙ্কা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অধ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্ব বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে; তৎকালে লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমাণ-নক্রকুম্ভীর মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অশ্বকে উন্মুক্ত দেখিয়া সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিশিখা মহাসমুদ্রে প্রতিফলিত হওয়াতে উহার জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্দ্ধপ্রদীপ্ত গৃহের প্রতিবিম্ব তরঙ্গচপল সমুদ্রের জল শোভিত করিয়া তুলিল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়কালে

প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা উত্তাপদগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, উহা শত যোজন দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে যে সমস্ত রাক্ষস দগ্ধদেহে বহির্গত হইতেছিল বানরেরা যুদ্ধার্থ সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল নিনাদে দশ দিক সমুদ্র ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ইত্যবসরে রাম ও লক্ষ্মণ বীতশল্য হইয়া প্রশান্ত মনে শরাসন গ্রহণ করিলেন। রাম কার্ম্মুকে টঙ্কার প্রদান করিবামাত্র একটী তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কুপিত রুদ্র যেমন বেদময় ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক শোভিত হইয়াছিলেন রাম কার্ম্মুকহস্তে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল, এবং ঐ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষসগণের নিনাদে দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচ্যুত শরে কৈলাসশিখরতুল্য তোরণ ভূতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গৃহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ রাত্রি উহাদের পক্ষে করাল কালরাত্রি।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে কহিলেন, দেখ, যে

দ্বার যাহার নিকটস্থ সে সেই দ্বার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পলাইয়া যাইবে সে আমার অবাধ্য, তোমরা সেই দুষ্টকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিও।

বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান, রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জৃম্ভণোত্থিত মুখ-মারুতে দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠিল এবং রুদ্রের মূর্ত্তিমান ক্রোধ যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা দুই বীর বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা কর। কুম্ভ ও নিকুম্ভ সমরবেশে নির্গত হইলেন। যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন উঁহাদের সমভিব্যাহারী হইল। রাবণ সিংহনাদ করিয়া সকলকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর।

রাক্ষসেরা দীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ পূর্ব্বক নির্গত হইল। উহাদের ভূষণপ্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের অগ্নিপ্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয় পক্ষীয় বীরগণের আভরণপ্রভা সৈন্য-দ্বয়ের মধ্যগত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখিল রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধ্বজপতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ; সকলের হস্তে উৎকৃষ্ট অসি, দীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর

ও ধনু। উহারা পরশু ও অন্যান্য শস্ত্র অনবরত ঘুরাইতেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপুরুষে পূর্ণ, উহাদের বিক্রম ও পৌরুষ অতি ভয়ঙ্কর; উহারা কটিতটনিবদ্ধ কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত হইতেছে; উহাদের শরাসন শরযোজিত, ভুজদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর; উহাদের গন্ধমাল্য ও মধুর আধিক্যে বায়ু সুগন্ধী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরেরা ঐ দুর্জয় ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিপক্ষে গিয়া পড়িল। যুদ্ধার্থী বানরেরা যেন উন্মত্ত, উহারা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মুষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা শাণিত শরে উহাদের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। কাহারও কর্ণ বানরের দণ্ডাঘাতে ছিন্ন, কাহারও মস্তক মুষ্টিপ্রহারে ভগ্ন এবং কাহারও বা সর্ব্বাঙ্গ শিলাপাতে চূর্ণ। ঘোরাকার রাক্ষসেরা সুশাণিত অসি দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ করিল, কেহ অন্যকে ফেলিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল, কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে দংশন করিল এবং কেহ অন্যকে তিরস্কার করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরস্কার করিতে

লাগিল। কেহ কহিতেছে যুদ্ধং দেহি, অন্যে যুদ্ধ করিতেছে, কোন বীর আসিয়া কহিল আমিই যুদ্ধ করিব, কেন ক্লেশ দেও, তিষ্ঠ, তৎকালে রণস্থলে কেবলই এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শূল ও কুন্তাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে, কাহারও বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন এবং কাহারও বা ধ্বজদণ্ড স্খলিত; দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

এই সর্ব্বসংহারক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর অঙ্গদ কম্পানের নিকটস্থ হইলেন। কম্পন যুদ্ধে আহূত হইবা মাত্র ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত করিল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক উহার প্রতি মহাবেগে এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কম্পন প্রহারবেদনায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইত্যবসরে শোণিতাক্ষ রথবেগে শীঘ্র অঙ্গদের নিকটস্থ হইল এবং শাণিত শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। উহার শর সুতীক্ষ্ণ দেহবিদারণ ও কালাগ্নিকল্প। শোণিতাক্ষ অঙ্গদের প্রতি ক্ষুরধার ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাঠ প্রভৃতি বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপ অঙ্গদ ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন এবং ভীম বিক্রমে উহার ভীষণ ধনু শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শোণিতাক্ষ অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইল। অঙ্গদ এক লম্ফে উহাঁকে গিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং উহারই অসি লইয়া ঘোর সিংহনাদ পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যক ভাবে

উহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। পরে তিনি সেই করাল অসি করে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ গর্জন পূর্ব্বক অন্যত্র চলিলেন।

এদিকে যূপাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজঙ্ঘের সহিত শীঘ্র অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল। শোণিতাক্ষও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিল। অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ উহাঁর পার্শ্বরক্ষক, সকলে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ অসি শর ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিল। অঙ্গদাদি তিন বীরের সহিত যূপাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বানরগণ উহাদের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা উহার রথ চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, প্রজঙ্ঘও শরনিকরে তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল, শোণিতাক্ষ মধ্যপথে গদাঘাতে তৎসমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর প্রজঙ্ঘ মর্ম্মবিদারক প্রকাণ্ড খড়্গ উদ্যত করিয়া

মহাবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অঙ্গদ প্রজঙ্ঘকে সন্নিহিত দেখিয়া এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হস্তস্থিত খড়্গ ঐ আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন প্রজঙ্ঘ খড়্গ করভ্রষ্ট দেখিয়া অঙ্গদের ললাটে বজ্রকল্প এক মুষ্টিপ্রহার করিল। অঙ্গদ ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে উহার মুণ্ড চূর্ণ করিয়া লিলেন।

অনন্তর যূপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রথ হইতে অবতরণ করিল। উহার তূণীরে শর নাই, সে সুশাণিত খড়্গ লইয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর দ্বিবিদ ক্রোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাত পূর্ব্বক উহাকে গিয়া সবলে গ্রহণ করিল। অনন্তর শোণিতাক্ষের সহিত দ্বিবিদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষে এক গদাপ্রহার করিল। দ্বিবিদ প্রহারব্যথায় অস্থির, সে উহার গদা পুনর্ব্বার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল।

ঐ সময় মহাবীর মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল। তখন শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত উহাদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও পাড়ন করিতে লাগিল। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখাঘাত করিল, এবং তাহাকে

ভূতলে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এ দিকে মৈন্দও ক্রোধভরে যূপাক্ষকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ ও পীড়ন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসসৈন্য যার পর নাই ব্যথিত। উহারা ভগ্নমনে মহাবীর কুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল। কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রকৃত বীরগণ বানরহস্তে নিহত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি জাতক্রোধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক দেহবিদারণ উরগভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সশর শরাসন বিদ্যুৎ ও ঐরাবত-সম্পর্কে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুশোভিত। তিনি একটি স্বর্ণপুঙ্খ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক দ্বিবিদের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিবিদ ঐ শরে সহসা আহত হইয়া পদদ্বয় প্রসা-রণ পূর্ব্বক বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা হস্তে লইয়া কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইল, এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কুম্ভ শাণিত পাঁচ শরে সেই শিলা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক সর্পাকার শর সন্ধান পূর্ব্বক মৈন্দের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। মৈন্দও তৎক্ষণাৎ মর্ম্মাহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর অঙ্গদ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বিকল ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবেগে কুম্ভের অভিমুখে চলিলেন। কুম্ভ হস্তীকে যেমন

অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে সেইরূপ বহুসংখ্য শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। উহাঁর শর অকুণ্ঠিত শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ। মহাবীর অঙ্গদ ঐ সমস্ত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি উহাঁর মস্তকে অনবরত বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভের শরে তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ উহাঁকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া উল্কা দ্বারা যেমন হস্তীকে বিদ্ধ করে সেইরূপ দুই শরে উহাঁর ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদের ভ্রূ হইতে অজস্রধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল এবং ঝটিতি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল। তখন অঙ্গদ এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক অপর হস্তে নিকটস্থ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাবহুল, তিনি উহা বক্ষঃস্থলে স্থাপন এবং এক হস্তে উহার শাখা কিঞ্চিৎ অবনমন পূর্ব্বক উহাকে নিষ্পত্র করিয়া লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধ্বজ ও মন্দরতুল্য। মহাবীর অঙ্গদ কুম্ভের প্রতি উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদও যার পর নাই ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

অঙ্গদ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত, বানরেরা শীঘ্র রামকে গিয়া এই সম্বাদ নিবেদন করিল। রাম অঙ্গদকে

রক্ষা করিবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি বানরদিগকে নিয়োগ করিলেন। বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভ শৈল দ্বারা যেমন জলস্রোত রুদ্ধ করে সেইরূপ শর দ্বারা উহাঁদের গতিরোধ করিলেন। উহাঁরা শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমি দেখিতে পায় না তদ্রূপ রণস্থলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে লইয়া গিরিচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কুম্ভও শরনিকরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষ ঘোর শতঘ্নীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। কিন্তু সুগ্রীব বৃক্ষ বিফল দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কুম্ভের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, তিনি ধৈর্য্য সহকারে সমস্তই সহিয়া রহিলেন। পরে উহাঁর ইন্দ্রধনুতুল্য ধনুঃখণ্ড কাড়িয়া লইয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। কুম্ভ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় শোচনীয়। ইত্যবসরে সুগ্রীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুম্ভ! তোমার বলবীর্য্য ও শরবেগ অতি অদ্ভুত;

তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য এবং শৌর্য্যে কুবের ও বরুণের তুল্য; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের বিনয় ও প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান্ কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মানসী পীড়া যেমন জিতেন্দ্রিয়কে সেইরূপ সুরগণ শূলধারী তোমাকে আক্রমণ করিতে পারেন না। ধীমন্! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমারও বীরকার্য্য প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ দৈববরে এবং তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ বলপ্রভাবে সুরাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি ধনুর্ব্বিদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজিতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য; ফলত আজ তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আজ জগতের লোক ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তোমার এবং আমার অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখুক। তুমি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছ, বিলক্ষণ অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভীমবল বানরকেও বিনাশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত, আমি এই অবস্থায় তোমাকে বধ করিলে লোকের তিরস্কারভাজন হইব কেবল এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।

তখন সুগ্রীবের এই ব্যাজস্তুতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হুত হুতাসনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি গিয়া সুগ্রীবকে ভুজ-

বেষ্টনে ধরিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গ্রথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রান্তিনিবন্ধন উহাঁদের মুখে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। ভূমি পদাভিঘাতে নিমগ্ন, সমুদ্র বিচলিত ও তরঙ্গাকুল। ইত্যবসরে সুগ্রীব কুম্ভকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রের পর্ব্বতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দৃষ্ট হইল। অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে ফেলিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার বক্ষে বজ্রমুষ্টিপ্রহার করিলেন। সুগ্রীবের চর্ম্ম ফুটিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। তখন বজ্রাঘাতে সুমেরু হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ ঐ মুষ্টিপ্রহারে সুগ্রীবের তেজ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুম্ভের বক্ষে এক বজ্রকল্প মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভও বিহ্বল হইয়া জ্বালাশূন্য অগ্নির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত ভৌমগ্রহ সহসা অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইল। মুষ্ট্যাঘাতে উহার বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেল, এবং উহাঁর রূপ রুদ্রতেজে অভিভূত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি বিনষ্ট হইলেন, সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরাও যার পর নাই ভীত হইল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

নিকুম্ভ ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত দেখিয়া ক্রোধজ্বলিত নেত্রে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। উহার হস্তে ঘোর পরিঘ। পরিঘের মুষ্টিস্থান লৌহপট্টে বেষ্টিত, উহা স্বর্ণ প্রবাল ও হীরকে খচিত, মাল্যদামজড়িত, মহেন্দ্রশিখরাকার, যমদণ্ডতুল্য ও রাক্ষসগণের ভয়নাশক। উহা দৈর্ঘ্যে আবহ প্রভৃতি সপ্ত মহাবায়ুর সন্ধিস্থল বিশ্লেষিত করিয়া দিতেছে এবং বিধূম বহ্নির ন্যায় সশব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। ভীমবল নিকুম্ভ মুখব্যাদান পূর্ব্বক ঐ ইন্দ্রধ্বজভীষণ পরিঘ বিঘূর্ণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিল। উহার বক্ষে নিষ্ক, হস্তে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল এবং গলে উৎকৃষ্ট মাল্য। ঐ মহাবীর বিদ্যুদ্দামদীপ্ত গর্জমান মেঘ যেমন ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায় সেইরূপ ঐ পরিঘাস্ত্রে শোভা ধারণ করিল। পরিঘ পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত হওয়াতে অন্তরীক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধর্ব্বনগরী অলকার সহিত যেন ঘুরিতে লাগিল। নিকুম্ভরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত, ক্রোধ উহার কাষ্ঠ, পরিঘ ও আভরণে উহা জ্যোতিষ্মান। তৎকালে ঐ বীর সাধারণের

অনভিগম্য হইয়া উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

এই অবসরে মহাবীর হনুমান বক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দীর্ঘবাহু নিকুম্ভ উহাঁর বক্ষে সূর্য্যপ্রভ পরিঘ নিক্ষেপ করিল। পরিঘ হনুমানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সমস্ত চূর্ণাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে শত শত উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইল। ঐ পরিঘের আঘাতেও হনুমান ভূমিকম্পকালে পর্ব্বতবৎ স্থির ও নিশ্চল। পরে তিনি মহাবেগে একটি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি নিকুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে নিকুম্ভের বর্ম্ম ফুটিয়া গেল, তীব্রবেগে রক্ত বহিতে লাগিল এবং মেঘমধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় বক্ষে ঝটিতি একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অনন্তর নিকুম্ভ অবিলম্বে সুস্থ হইয়া হনুমানকে গিয়া বেগে ধরিল এবং উহাঁকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লঙ্কার অভিমুখে চলিল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে হনুমান তদবস্থায় নিকুম্ভকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং উহার হস্তগ্রহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিকুম্ভকে ফেলিয়া পিষ্টপেষিত

করিতে লাগিলেন। পরে মহাবেগে উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুম্ভ ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিল। হনুমান উহার গ্রীবা মোচ্ড়াইয়া মুণ্ড উৎপাটন করিলেন। বানরেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, পৃথিবী কম্পিত। আকাশ যেন খসিয়া পড়িল এবং রক্ষসেরা যার পর নাই ভীত হইল।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া রোষে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুত্র বিশালনেত্র মকরাক্ষকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস।

শূরাভিমানী মকরাক্ষ হৃষ্টমনে রাবণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল। সম্মুখে সেনাপতি দণ্ডায়মান। মকরাক্ষ তাহাকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র রথ ও সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন। সেনাপতি অবিলম্বেই তাহা করিল। তখন মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সারথিকে কহিল, সূত! তুমি শীঘ্র যুদ্ধভূমিতে রথ লইয়া চল! পরে ঐ মহাবীর, রাক্ষসগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিও। মহারাজ রাবণ আমায় রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি আজ তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিব। অগ্নি যেমন শুষ্ক

কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি শূলপ্রহারে বানরসৈন্য ছারখার করিয়া আসিব।

রাক্ষসেরা বলবান নানাস্ত্রধারী ও সাবধান; উহাদের চক্ষু পিঙ্গল, দন্ত ভীষণ; উহারা কামরূপী ও ক্রূর; উহাদের কেশ উন্মুক্ত, আকার ভয়ঙ্কর; উহারা মাতঙ্গের ন্যায় ঘোররবে পুনঃপুনঃ গর্জন করিতেছে। ঐ সকল রাক্ষসবীর, খরপুত্র মকরাক্ষকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে চলিল। উহাদের গতি-দর্পে গগনতল আলোড়িত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি, ভেরী-রব, বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কষাযষ্টি সারথির করভ্রষ্ট হইল, ধ্বজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। রথযোজিত অশ্বের আর পূর্ব্ববৎ বিচিত্র পদ-বিন্যাস রহিল না। উহারা জড়িতপদে সাশ্রুনেত্রে দীনমুখে যাইতে লাগিল। বায়ু ধূলিপূর্ণ তীব্র ও দারুণ। দুর্ম্মতি মক-রাক্ষের যাত্রাকালে এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসেরা তৎসমস্ত তুচ্ছ করিয়া রণক্ষেত্রে চলিয়াছে। উহারা মেঘ হস্তী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহাদের দেহে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন, উহারা প্রত্যেকেই রণমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

নবসপ্ততিতম সর্গ।

বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। দেবদানবের ন্যায় রাক্ষস-বানরের রোমহর্ষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। উহারা পরস্পর বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘ প্রহারে পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পাশ, মুদ্গর, দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ শরপীড়িত ও ভয়ার্ত্ত; উহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহবৎ সগর্ব্বে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম উহাদিগকে শরনিকরে নিবারণ পূর্ব্বক বানরগণকে আশ্বস্ত করিলেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁকে কহিল, রাম! আইস, আজ তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, আজ আমি তোমায় শাণিত শরে বিনষ্ট করিব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতা খরকে বধ করিয়াছ, এইজন্য আজ তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমার রোষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। দুরাত্মন্! তৎকালে আমি সেই মহারণ্যে তোরে পাই নাই এই

জন্যই আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে। আজ তুই ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছিস। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ তুইও আমার পক্ষে যার পর নাই প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে তুই যে সমস্ত বীরকে বিনাশ করিয়াছিস আজ আমার শরে বিনষ্ট হইয়া তাহাদেরই সহিত যমালয়ে বাস করিবি। এক্ষণে অধিক আর কি, আজ সকলেই এই রণস্থলে তোর এবং আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। তুই অস্ত্র শস্ত্র বা হস্ত যা তোর অভ্যস্ত তাহার সাহায্যেই যুদ্ধ কর।

তখন রাম বহুভাষী মকরাক্ষের কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল বাক্যবলে কাহাকেও পরাজয় করা যায় না। আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছি। আজ তোমায় বধ করিয়া তোমার মাংসে তীক্ষ্ণতুণ্ড তীক্ষ্ণনখ গৃধ্র শৃগাল ও কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

অনন্তর মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎকালে ঐ দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবৎ গম্ভীর

টঙ্কার ও যোদ্ধাদিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক এই অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ তথাচ উহাঁদের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি। এক জনের ক্রিয়া ও অপরের প্রতিক্রিয়া দ্বারা যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। এই অবসরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মকরাক্ষের ধনু দ্বিখণ্ড এবং আট নারাচে উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রথ চূর্ণ ও অশ্ব বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন মকরাক্ষ ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া রামকে প্রহার করিবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। ঐ শূল রুদ্রপ্রদত্ত, প্রলয়াগ্নিবৎ দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিশ্বসংহারের অপর অস্ত্র। উহা স্বতেজে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিতেছে। দেবতারা তাহা দেখিবা মাত্র সভয়ে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ ঐ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সক্রোধে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রাম চারিটি শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। স্বর্ণমণ্ডিত শূল আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিষ্ঠতিষ্ঠ বলিয়া মুষ্টি প্রহারার্থ আবার ধাবমান হইল। রাম হাস্যমুখে অগ্ন্যস্ত্র প্রয়োগ করিলেন।

মকরাক্ষ ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিন্নহৃদয়ে ধরাশায়ী হইল।

পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রুত-পদে লঙ্কার দিকে চলিল। দেবতারাও মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কটকটা শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে স্থিরচিত্তে একটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-বল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্য, এই জন্য অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না?

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃআজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং নির্ঋতি দৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় কএকটি রক্তোষ্ণীষধারিণী রাক্ষসী ব্যস্ত সমস্তচিত্তে উপস্থিত। উহারা যজ্ঞে নানারূপ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্ররূপ শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব আহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটী জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। বহ্নি শরহোমপ্রদীপ্ত

জ্বালাকরাল ও বিধূম, উহা হইতে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পাবক স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিলেন। অভিচার হোম সম্পূর্ণ হইল। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞীয় দেবদানব ও রাক্ষসের তৃপ্তি-সাধন পূর্ব্বক অদৃশ্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত ও উজ্জ্বল, উহার ধ্বজদণ্ড বৈদুর্য্যচিত্রিত দীপ্তপাবকতুল্য ও স্বর্ণ-বলয়ে বেষ্টিত, উহাতে মৃগচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং উহা অশ্বচতুষ্টয়ে যোজিত। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ঐ দিব্য রথে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া যার পর নাই অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি নগরের বহির্গমন পূর্ব্বক অন্তর্ধান হইয়া কহিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই পৃথিবীকে বানরশূন্য করিয়া পিতার যার পর নাই প্রীতিবর্দ্ধন করিব।

অনন্তর তীব্রস্বভাব ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানর-গণের মধ্যে ত্রিশিরস্ক উরগের ন্যায় ভীমমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রজিৎ উহাঁদিগকে সুস্পষ্ট চিনিতে পারিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন, তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর-

ক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ বৃষ্টিপাতবৎ তাঁহার শরপাতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণও দিগন্ত আবৃত করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহাঁদের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং নীহারে অলক্ষিত, তিনি মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করিলেন, চতুর্দ্দিক দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যাঘাতধ্বনি, রথের ঘর্ঘররব ও অশ্বের পদশব্দ আর শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ঘনান্ধকারে সূর্য্যপ্রখর বরলব্ধ শরে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে শরপাত দেখিয়া শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁদের সুতীক্ষ্ণ শর অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্তদেহে ভূতলে পড়িতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। উহাঁদের ক্ষিপ্রহস্ততা বিস্ময়কর। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দ্দিক পর্য্যটন করিতেছেন এবং শাণিত শরে উহাঁদিগকে প্রহার করিতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন। উহাঁরা শোণিতপ্রভায় কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল জলদপটলে আবৃত হইলে সূর্য্যের যেমন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না সেইরূপ

তৎকালে কেহই ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্ত্তি ধনু ও শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উহাঁর সুতীক্ষ্ণ শরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! আজ আমি রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব। রাম কহিলেন বৎস! দেখ একজনের নিমিত্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সংগ্রামে বিমুখ, ভয়ে লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমত্ত তাহাদিগকে বধ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে যত্ন করি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার রথ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা অল্পায়াসেই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা যদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত হয়, যদি অন্তরীক্ষে বা রসাতলে প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্রে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই ক্রূরকর্ম্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একাশীতিতম সর্গ।

জ্ঞাতিবধ ক্রোধে ইন্দ্রজিতের নেত্রদ্বয় আরক্ত। তিনি রামের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে রণস্থল হইতে প্রতিগমন পূর্ব্বক পশ্চিম দ্বার দিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। গতিপথে দেখিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধচেষ্টায় বিরত হন নাই। তদ্দৃষ্টে ঐ দেবকণ্টক মহাবীর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং রণস্থলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন বানরেরা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া শিলাহস্তে সক্রোধে আক্রমণ করিল। হনুমান এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দ্রজিতের রথে একবেণীধরা দীনা জানকী। তাঁহার মুখ উপবাসে কৃশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ নাই, বস্ত্র একমাত্র ও মলিন এবং সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসর। হনুমান মুহূর্ত্তকাল উহাঁকে নিরীক্ষণ এবং জানকী বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায় কি? পরে তিনি বানরগণের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসি নিষ্কো-শিত করিয়া সীতার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব-

সমক্ষে উহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী মায়াময়ী সীতা হা রাম হা রাম বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। হনুমান উহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া দীনমনে দুঃখাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুই যে জানকীর ঐ কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্ ইহার ফল আত্মবিনাশ। ব্রহ্মর্ষির কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসী যোনি আশ্রয় করিয়াছিস্, তোর যখন এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তোরে ধিক্। রে নৃশংস! দুর্ব্বৃত্ত! তুই অতি পাপী ও দুরাচার, তুই কূট উপায়ে যুদ্ধ করস্। রে নির্ঘৃণ! স্ত্রীবধে তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্। রে নির্দয়! এই জানকী গৃহচ্যুত রাজ্যচ্যুত এবং রামের হস্তচ্যুত হইয়াছেন, তুই কোন্ অপরাধে ইহাঁকে বধ করিস্? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইয়াছিস, সুতরাং এই কার্য্য করিলে তোর অধিক ক্ষণ তোরে জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মাদিগেরও যাহা পরিহার্য্য তুই দেহান্তে স্ত্রীঘাতকগণের সেই লোক অচিরাৎ লাভ করিবি।

এই বলিয়া মহাবীর হনুমান অস্ত্রধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, রে বানর! সুগ্রীব তুই ও রাম তোরা যার উদ্দেশে লঙ্কায় আসিয়াছিস আজ আমি তোর সমক্ষে সেই সীতাকে

বধ করিব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অনার্য্য বিভীষণকে মারিব। তুই এই মাত্র বলিলি যে স্ত্রীবধ করা নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যাহা শত্রুর কষ্টকর তাহাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া স্বহস্তে রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতার দেহে খরধার খড়্গ প্রহার করিল। খড়্গ প্রহার করিবামাত্র ঐ প্রিয়দর্শনা স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ তির্য্যক ভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে কহিল, রে বানর! এই দেখ্, আমি রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে বধ করিলাম। এখন ত তোদের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড। এই বলিয়া ঐ মহাবীর ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানরগণ অদূরে দণ্ডায়মান। উহারা ঐ ভীষণ বজ্রকঠোর গর্জনশব্দ শুনিতে লাগিল এবং উহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া বিষণ্ন মনে চকিত নেত্রে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে পলাইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর হনুমান বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষণ্ণ মুখে কেন পলাইতেছ? তোমাদের বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

তখন বানরগণ শত্রুসংহারার্থ পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হৃষ্ট মনে বৃক্ষ শিলা গ্রহণ ও তর্জ্জন গর্জন পূর্ব্বক উহাঁকে বেষ্টন করিয়া চলিল। হনুমান সাক্ষাৎ কালান্তক যম! তিনি জ্বালাকরাল বহ্নির ন্যায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সারথির ইঙ্গিত মাত্র বশীভূত অশ্বসকল তৎক্ষণাৎ রথ সুদূরে লইয়া গেল। শিলাও ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পড়িল। অনন্তর বানরগণ সিংহনাদ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে উহাদের গর্জ্জনশব্দ; ভীমরূপ রাক্ষসেরা বৃক্ষশিলাপ্রহারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

বানরগণের প্রতি সশস্ত্রে ধাবমান হইল এবং শূল বজ্র খড়্গ পট্টিশ ও মুদ্গর দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হনুমান কথঞ্চিৎ রাক্ষসগণকে নিবারণ পূর্ব্বক বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কার্য্য নহে। আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের প্রিয়কামনায় যুদ্ধ করিতেছি সেই দেবী জানকী বিনষ্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও সুগ্রীবকে গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি। শুনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন আমরা তাহাই করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত বানরের সহিত নির্ভয়ে মৃদুপদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুষ্টাশয় ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

এদিকে রাম যুদ্ধের তুমুল কলরব শুনিতে পাইয়া জাম্ববানকে কহিলেন, সৌম্য! ঐ দূরে ভীষণ অস্ত্রধ্বনি শ্রুত হইতেছে, বোধ হয় হনুমান যুদ্ধে কোন দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সসৈন্যে গিয়া শীঘ্র তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হও।

তখন ঋক্ষরাজ যথায় মহাবীর হনুমান, সসৈন্যে সেই পশ্চিম দ্বারে চলিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী বানরগণ যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পথিমধ্যে হনুমানের সহিত ঐ নীলমেঘাকার ভল্লুকসৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তিনি উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সর্ব্বসমেত শীঘ্র রামের নিকট গিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, রাম! আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সমক্ষে রোরুদ্যমানা সীতাকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা আপনার গোচর করিবার জন্য বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইলাম।

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বানরগণ ত্বরিত পদে চতুর্দিক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সহসা-প্রদীপ্ত দুর্নিবারবেগ দহনশীল অগ্নিবৎ উহাঁকে উৎপলগন্ধী জলে সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আপনি ধর্ম্মশীল এবং জিতেন্দ্রিয় কিন্তু ধর্ম্ম আপনাকে অনর্থপরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে সুতরাং উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং ধর্ম্মনামে সুখসাধন কোন একটী পদার্থ নাই। স্থাবর যেমন ধর্ম্মপ্রসক্তিশূন্য হইয়াও সুখী, জঙ্গমও সেইরূপ, সুতরাং ধর্ম্ম সুখসাধন নহে, ইহার সুখসাধনতা থাকিলে আপনি কখনই এইরূপ বিপদস্থ হইতেন না। আর যদি বলেন, অধর্ম্ম দুঃখেরই কারণ তবে রাবণ নিরয়গামী হইত, আর আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, আপনাকে কখন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। বলিতে কি, এক্ষণে অধার্ম্মিকের সুখ ও ধার্ম্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্ম্মের ফল সুখ এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্ম্মে দুঃখ ও অধর্ম্মে সুখ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলগত বিরোধও বুঝা যাইতেছে। অথবা ধর্ম্ম দ্বারা যদি বাস্তবিক সুখই হয় এবং অধর্ম্ম দ্বারা যদি দুঃখই ঘটে তবে যে সমস্ত ব্যক্তিতে অধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত

তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু যখন দেখিতেছি যাহারা অধর্ম্মী তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্ম্মিকদিগের ক্লেশ তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিরর্থক। বীর! যদি অধর্ম্মকে একটি কার্য্যমাত্র স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম্ম দ্বারা নষ্ট হইলে কার্য্যনাশে অধর্ম্মেরই নাশ হইতেছে, সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল তাহার আর বিনাশসাধনতা কিরূপে থাকিতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয় কিংবা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদৃষ্টই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য্য! ধর্ম্ম একটী অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসৎকল্প ও স্বকর্ত্তব্য জ্ঞানে অক্ষম; তাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিলেও সে কিরূপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে। ফলত যদি ধর্ম্মই থাকে তাহা হইলে আপনার কিছুমাত্র দুঃখ ঘটিত না, কিন্তু আপনি যখন দুঃখ পাইতেছেন তখন ধর্ম্ম নামে কোন একটী পদার্থ নাই। ধর্ম্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর, ও কার্য্যসাধনে অসমর্থ, উহা দুর্ব্বল, কার্য্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়, উহার কিছুমাত্র সুখসাধনতা নাই, আমার মতে সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কখনও উচিত হয় না।

আর দেখুন, ধর্ম্ম যদি পৌরুষেরই একটী গুণ হয় তবে সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া আপনি পৌরুষকে আশ্রয় করুন। বীর! আপনি যদি সত্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে মহারাজ দশরথ আপনার যৌবরাজ্যে অভিষেকের অঙ্গীকার প্রতিপালন না করাতে মিথ্যাদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মৃত্যুও হয়, এক্ষণে আপনি তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? আরও যদি একমাত্র ধর্ম্মই কিংবা যদি একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয় তবে ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের বধ সাধন করিয়া কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না, কারণ যাহার প্রাধান্য তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। ফলত শত্রুবিনাশকল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্ম্মই সেব্য, মনুষ্য স্বকার্য্যসাধনের উদ্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম্ম, কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী নিঃসৃত হইয়া থাকে সেইরূপ দিকদিগন্ত হইতে আহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্ম্মক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখকামনা করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ফলত অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেই মহাবীর, যাহার অর্থ সেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থনাশের নানা দোষ কীর্ত্তন করিলাম, আপনি রাজ্য গ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকূল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ কাম দর্প ধর্ম্ম ক্রোধ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। যে সমস্ত ধর্ম্মচারী তাপসের অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থ নষ্ট হয় সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে গ্রহ যেমন দৃষ্ট হয় না সেইরূপ আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। বীর! আপনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হইলে আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে। অতএব আপনি উত্থান করুন, আজ আমি স্বীয় পৌরুষে ইন্দ্রজিৎকৃত সমস্ত কষ্ট অপনোদন করিব। এক্ষণে উত্থান করুন, আপনি স্বীয় মাহাত্ম্য কি জন্য বুঝিতেছেন না? আজ আমি দেবী জানকীর নিধনক্রোধে লঙ্কা নগরী হস্ত্যশ্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

চতুরশীতিতম সর্গ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন ইত্যবসরে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্ম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ যুথপতি-হস্তি-সদৃশ চারি জন অমাত্য সশস্ত্রে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম লজ্জিত শোকে মোহিত ও লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান, এবং বানরেরাও জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। তখন বিভীষণ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভীষণকে বিষণ্ণ দেখিয়া সজল নয়নে কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছে, আর্য্য রাম হনুমানের মুখে এই সংবাদ পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া আছেন।

তখন বিভীষণ লক্ষ্মণের বাক্যশেষ না হইতেই তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! হনুমান আসিয়া সকাতরে যাহা কহিয়াছেন আমি সমুদ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভিপ্রায় আমি তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুঅভিপ্রায় সত্ত্বে সে কখন তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া

জানকীপরিত্যাগে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তৎকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক্, সাম দান ভেদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতর কোনও উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে বিনাশ করিয়া বানরগণকে বিমোহিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা। আজ ঐ দুষ্টস্বভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান করিবে, স্বয়ং অগ্নিদেব সুরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিলে যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। কার্য্যক্ষেত্রে বানরেরা কোন রূপ বিঘ্ন আচরণ করিতে না পারে এইটি তাহার অভিপ্রায়, এই জন্য সে এই মায়াপ্রয়োগ পূর্ব্বক সকলকে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে চল, আভিচারিক হোম সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করি। রাম! তুমি অকারণ সন্তপ্ত হইও না। তোমায় এইরূপ সন্তপ্ত দেখিয়া এই সমস্ত সৈন্য যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সুস্থ মনে এই স্থানে থাক। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন করিতে পারিবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষ্মণের সুশাণিত শর ক্রূরদর্শন পক্ষীর ন্যায়

নিশ্চয়ই তাহার রক্তপান করিবে। অতএব সুররাজ ইন্দ্র যেমন শত্রুবধে বজ্রকে নিয়োগ করেন তুমি তদ্রূপ সেই রাক্ষসের বধোদ্দেশে ইহাঁকে নিয়োগ কর। বীর! ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আজ আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য্য সমাপন করিতে পারিলে সকলেরই অদৃশ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

রাম বিভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে সুস্পষ্ট কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। পরে তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট বিভীষণকে সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র যে সমস্ত কথা কহিলে আমি পুনর্ব্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বল তোমার কি বক্তব্য আছে।

বিভীষণ কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি গুল্মসন্নিবেশে যেরূপ আদেশ দিয়া ছিলে আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেই-রূপই করিয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে বিভক্ত এবং যুথপতি সকল সুব্যবস্থাক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমার আরও কিছু বলিবার আছে শুন। তুমি অকারণ শোকাকুল হইয়াছ দেখিয়া, আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ কর, শত্রুর হর্ষবর্দ্ধিনী চিন্তা দূর কর এবং উদ্যমশীল ও হৃষ্ট হও। যদি জানকীর উদ্ধার এবং রাক্ষসসংহারে তোমার ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটী হিতকর কথা শুন। এক্ষণে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তথায় তাহাকে

বধ করিবার জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে চলুন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং কামগামী অশ্ব ইন্দ্রজিতের আয়ত্ত। এক্ষণে সে সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি তাহার আভিচারিক হোম নির্ব্বিঘ্নে সমাপন হয় তবে জানিও আমরা আজ নিশ্চয়ই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব। সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন তুমি যখন দেখিবে যে যাগভূমি নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভি-চারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার নাই এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে তখনই তোমার মৃত্যু। রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এই রূপই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ কর। ইন্দ্রজিৎ ইহাঁর শরে বিনষ্ট হইলে জানিও রাবণ সুহৃৎ-গণের সহিত বিনষ্ট হইল।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আমি সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়া-বল বিলক্ষণ জানি। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র যে তাহার আয়ত্ত আছে এবং সে যে, তদ্দ্বারা দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে আমি ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘা-ড়ম্বর হইলে যেমন সূর্য্যের গতি দৃষ্ট হয় না সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ যখন রথারোহণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে তখন তাহার গতি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না আমি ইহাও জানি।

রাম বিভীষণকে এই বলিয়া কীর্ত্তিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর হনুমান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দুরাত্মাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ, এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত তোমার অনুগমন করিবেন।

তখন ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে বর্ম্ম, বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর ও পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পাদস্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আজ আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া হংসেরা যেমন পুষ্করিণীতে পড়ে সেইরূপ লঙ্কায় গিয়া পড়িবে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রাম জয়লাভার্থ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারি জন অমাত্যের সহিত এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উহাঁর সমভিব্যাহারী হইলেন। লক্ষ্মণ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেখিলেন এক স্থানে ভল্লুক সৈন্য সমবেত হইয়া আছে। পরে কিয়দ্দূর গিয়া আর এক স্থলে দেখিলেন অদূরে রাক্ষসসৈন্য

ব্যূহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তখনও নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষ্মণ সেই মায়াময় বীরকে ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে জয় করিবার জন্য বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্ম্মল অস্ত্র শস্ত্রে দীপ্তিশীল, রথ ও ধ্বজদণ্ডে নিতান্ত গহন, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোকে যেমন গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে মহাবীর লক্ষ্মণ সেইরূপ ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিতকর কার্য্যসাধক বাক্যে কহিলেন, বীর! ঐ যে অদূরে মেঘশ্যামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উহাদের যুদ্ধপ্রবর্ত্তনা করিয়া দেও। তুমি উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে যত্নবান হও। উঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে অভিচার হোম যাবৎ সম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ তুমি শরবৃষ্টি সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হও। দুরাত্মা সর্ব্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রজিৎ অধার্ম্মিক মায়াবী ও ক্রূরকর্ম্মা। বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বানর ও ভল্লুকেরা বৃক্ষহস্তে রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও উহাদিগের বিনাশোদ্দেশে শাণিত শর অসি শক্তি ও তোমর লইয়া মহাবেগে চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বীরনাদে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার শস্ত্র শাণিত শর বৃক্ষ ও উদ্যত গিরিশৃঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিকৃতমুখ বিকটবাহু রাক্ষসেরা বানরগণকে শরাঘাত

পূর্ব্বক উহাদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বানরেরাও ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃক্ষ শিলা দ্বারা উহাদিগকে সংহার আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ স্বসৈন্য পীড়িত ও বিষণ্ণ শুনিয়া আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান না হইলেও গাত্রোত্থান করিল এবং নিকুম্ভিলা ক্ষেত্রের ঘনাভূত বৃক্ষের অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে পূর্ব্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। উহার দেহ কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ, নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। তৎকালে ঐ ভীমমূর্ত্তি মহাবীর, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগণ ইন্দ্রজিৎকে রথারূঢ় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্ব্বার উৎসাহিত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। হনুমান ইন্দ্রজিৎকে বৃক্ষ প্রহার করিলেন এবং প্রলয়াগ্নিবৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিল। শূলধারী শূল, অসিধারী অসি, শক্তিধারী শক্তি ও পট্টিশধারী পট্টিশ দ্বারা উঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে উঁহার মস্তকে গদা, পরিঘ, সুদর্শন, কুন্ত, শতঘ্নী, লৌহমুদ্গার, ঘোর পরশু ও ভিন্দিপাল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ দূর

হইতে তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া সারথিকে কহিল, সুত! যথায় হনুমান নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছে তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। ঐ বীর উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমস্ত রাক্ষসকে ধ্বংস করিবে।

অনন্তর সারথি ইন্দ্রজিৎকে লইয়া হনুমানের নিকটস্থ হইল। ইন্দ্রজিৎ সন্নিহিত হইয়া উহাঁকে খড়্গ পট্টিশ ও পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। হনুমান অকাতরে তৎকৃত প্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! যদি তুই প্রকৃত বীর হইস তবে যুদ্ধ কর্। আজ তোরে প্রাণে প্রাণে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, আজ আমার বেগ একবার সহিয়া দেখ্।

ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! যে, ইন্দ্রেরও জেতা ঐ সেই রাক্ষস রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক হনুমানকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাণান্তকর ভীষণ শরে উহাকে বিনাশ কর।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ পর্ব্বতাকার ভীমবল মহাবীরকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ।

অনন্তর বিভীষণ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্ট মনে ত্বরিত-পদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং এই আভিচারিক কার্য্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রু-গণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জ্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্ব্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া

বৃদ্ধ হইয়াছিস্। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্ম্মদ্রোহি! সৌহার্দ্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম্ম তোর কার্য্যাকার্য্যের নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্ তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজনসংশ্রব আর কোথায়ই বা পর-সংশ্রব; তুই নির্ব্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস্ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর পক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দ্দয়তা, আর এই কার্য্যে তোর যেরূপ যত্ন ইহা ত্বদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?।

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না? বৃথা কেন এইরূপ গর্ব্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রুক্ষ ভাব দূর করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি যদিও ক্রূররাক্ষস-কুলে জন্মিয়াছি কিন্তু যাহা মনুষ্যের প্রথম গুণ সেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার

স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্য্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্ম্মেও আমার অভিরুচি নাই। বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও পাপমতি করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রী-দূষক ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্ব্বতোভাবেই ত্যজ্য। যে দুরাত্মা পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রীদূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদ্গণের সর্ব্বদাই শঙ্কা হয় সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান, রোষ, ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ এই সমস্ত দোষ তাঁহার যাবদীয় গুণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৎস! রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভি-মানী দুর্ব্বিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্ব্বে যে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে দুষ্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইহাঁর হস্তে

আজ আর তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈব কার্য্য করিবে। তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই ব্যয় কর কিন্তু আজ সসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

একপঞ্চাশ সর্গ

এদিকে রাবণ বানরগণের স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, যখন বানরগণের মেঘগর্জনবৎ বীরনাদ শুনা যাইতেছে তখন ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপস্থিত। দেখ, ইহাদেরই এই সিংহনাদে সমুদ্র অতিমাত্র ক্ষুভিত হইতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে তথাচ বানরগণের ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সমীপবর্ত্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, সঙ্কটকালে বানরেরা কি জন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে!

তখন রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া নির্গত হইল এবং প্রাকারে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিল, কপি-রাজ সুগ্রীব বানরসৈন্য-রক্ষায় নিযুক্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ ভীষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উত্থিত। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যার পর নাই বিষণ্ণ হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর উহারা ভীতমনে প্রাকার হইতে

অবরোহণ পূর্ব্বক রাবণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম সেই দুই গজেন্দ্রবিক্রম বীর হস্তী যেমন বন্ধনমুক্ত হয় সেই রূপ সর্ব্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে।

রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ দুষ্কর তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে শর অধিকার করেন তাহা সর্পসদৃশ সূর্য্যসঙ্কাশ ও অমোঘ। তিনি সেই শরে আমার দুই শত্রুকে বন্ধন করিয়া আইসেন। এক্ষণে যদি বস্তুতই তাহারা সেই শরবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমস্ত সৈন্যেরই সংশয়-দশা উপস্থিত। যে শর অমোঘ তাহাও কি নিষ্ফল হইয়া গেল!

রাক্ষসরাজ রাবণ এই বলিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং ধূম্রাক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্রই নির্গত হও।

অনন্তর মহাবীর ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, আমি যুদ্ধযাত্রা করিব, আর বিলম্বের

প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আন।

তখন সেনাপতি, মহাবীর ধূম্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষস-রাজ রাবণের নিদেশে শীঘ্রই সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিল। উহারা মহাবল পরাক্রান্ত, উহাদের কটিতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে, হস্তে বিবিধ আয়ুধ। ঐ সমস্ত বীরসৈন্য শূল, মুদ্গার, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু ধারণ পূর্ব্বক জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সহকারে নির্গত হইল। কেহ বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক ধ্বজদণ্ডশোভিত মুক্তামণিখচিত রথে আরোহণ করিল, কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দ্দভে উঠিল, কেহ বেগগামী অশ্বে কেহবা মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে চলিল। এইরূপে রাক্ষসসৈন্যগণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ সুসজ্জিত এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভে যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘর রবে নির্গত হইলেন এবং যে স্থানে হনুমান হাস্যমুখে দণ্ডায়মান আছেন সেই পশ্চিম দ্বারে মহাবেগে চলিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর পক্ষিগণ ঐ ভীমদর্শন রাক্ষসকে নির্গত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল এবং উহার রথচূড়ায় একটী ভীষণ গৃধ্র নিপতিত হইল। পরে অন্যান্য শবভোজী পক্ষী

রথের ধ্বজাগ্রে পতিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড কবন্ধ রুধিরে লিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িল। পর্জ্জন্য রক্ত-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবী কম্পিত হইল, বায়ু বজ্রবেগে প্রতিস্রোতে বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তখন ধূম্রাক্ষ এই সমস্ত ভীষণ উৎপাত দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বীরেরাও বিমোহিত হইল।

অনন্তর ঐ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখি-লেন, বানরসৈন্য রামের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।
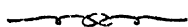
তখন বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে নির্গত দেখিয়া যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত ; পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ এবং শূল ও মুদ্গার প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল এবং বানরেরাও রাক্ষসগণকে বৃক্ষাঘাতে সমভূম করিয়া ফেলিল। তখন রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সরলগামী শাণিত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ কূটমুদ্গার, কেহ ঘোর পরিঘ এবং কেহবা বিচিত্র ত্রিশূল প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবল বানরেরা ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং নির্ভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ শূল ও শরে ছিন্ন ভিন্ন, উহারা বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ভীমবেগে লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব স্ব নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে লাগিল। ক্রমশ রণস্থল অতিশয় তুমুল হইয়া উঠিল। নির্ভীক বানরেরা প্রকাণ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল।

শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিল। কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ দন্তাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলা-প্রহারে চূর্ণ এবং অনেকে বৃক্ষ দ্বারা নিহত ও রাশীকৃত হইল। কেহ ভগ্ন ধ্বজদণ্ড, কেহ হস্তস্খলিত খড়্গ এবং রথ দ্বারা বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্ব্বতাকার হস্তী, বানর-নিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ, ছিন্নভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমবিক্রম বানরেরা মহাবেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের মুখ ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ নখে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মুখ বিষণ্ন, কেশ বিকীর্ণ। উহারা শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বানরগণকে বজ্রবৎবেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুষ্টিপ্রহার পদাঘাত দংশন ও বৃক্ষ দ্বারা উহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

তখন মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর প্রাশ অস্ত্রে আহত ও রুধিরধারায় সিক্ত হইল। কেহ মুদ্গারপ্রহারে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দি-পাল ও কেহবা পট্টিশ দ্বারা বিবশ ও বিনষ্ট হইল। অনেকে রোষাবিষ্ট রাক্ষসদিগের ভয়ে দ্রুতপদে পলাইতে আরম্ভ করিল।

কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়াছে সে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছে, কাহারও অন্ত্রনাড়ী নির্গত। এইরূপে ঐ কপিরাক্ষসসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থলে যুদ্ধরূপ সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল; শরাসনের জ্যা ঐ সঙ্গীতের মধুর বীণা, হন্যমান সৈন্যগণের কণ্ঠনলী-নিঃসৃত হিক্কা তাল, এবং মন্দ নামক মাতঙ্গগণের বৃংহিত রবই সঙ্গীত। মহাবীর ধূম্রাক্ষ অবলীলাক্রমে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হনুমান ধূম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে নিপীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে উহাঁর সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত। তিনি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। ঐ মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উহাঁর চক্র, কুবর, ধ্বজ ও কোদণ্ডের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনুমান শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা চূর্ণমস্তক ও রক্তাক্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান এক শৈল-

শৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদ পূর্ব্বক গদাহস্তে উহাঁর অভিমুখে গমন করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর মস্তকে ঐ কণ্টকাকীর্ণ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হনুমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্ব্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতবৎ সহসা ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

এইরূপে মহাবীর হনুমান শত্রুসংহার ও রক্ত-নদী বিস্তার পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বানরেরাও তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস।

মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র রাবণের নিদেশে অবিলম্বেই নির্গত হইলেন। উহাঁর সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকাশোভিত অসংখ্য হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও গর্দভ চলিল। বীর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও কিরীটে অলঙ্কৃত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম্ম। তিনি পতাকাশোভিত তপ্তকাঞ্চনখচিত রথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শরাসনহস্তে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমার, চিক্কণ মুসল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে নির্গত হইল। রাক্ষসগণ বিচিত্র বস্ত্রধারী ও উজ্জ্বলবেশ। মদমত্ত মাতঙ্গেরা গমনকালে জঙ্গম পর্ব্বতবৎ শোভা ধারণ করিল।

ঐ সমস্ত হস্তীর পৃষ্ঠে সমরনিপুণ তোমর ও অঙ্কুশধারী মহাবীর চলিয়াছে। সুলক্ষণাক্রান্ত মহাবল অশ্বে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধবেশে যাইতেছে। তখন ঐ রাক্ষসসৈন্য বর্ষাকালে বিদ্যুদ্দামশোভিত গর্জনশীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যেস্থানে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা সেই দক্ষিণ দ্বারে যাইতে লাগিল। উহাদের যাত্রাকালে পথিমধ্যে নানারূপ অশুভ উপস্থিত। মেঘশূন্য রুক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গার পূর্ব্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়ঙ্কর মৃগেরা রাক্ষসনিধন অভিব্যক্ত করিতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ স্খলিত পদে নিদারুণরূপে পতিত হইল। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত উৎপাত-চিহ্ন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও যুদ্ধোৎসাহে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বানরেরাও রাক্ষসদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত সিংহনাদ আরম্ভ করিল।

অনন্তর ভীমরূপী বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংহারার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমরোৎসাহী বীরেরা রুধির-ধারায় স্নাত হইয়া ছিন্ন দেহে ছিন্ন মস্তকে রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। অর্গলবৎ-ভুজদণ্ড-যুক্ত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কোন কোন বীর প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি বিবিধ

শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণস্থলে কেবলই বৃক্ষ শিলা ও শস্ত্রের হৃদয়বিদারক ঘোরতর শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, কার্ম্মুকের টঙ্কার এবং শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত মুষ্টিপ্রহার বৃক্ষপ্রহার ও জানুতাড়ন দ্বারা চূর্ণ ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস সমর-মদ-মত্ত বানরগণের শিলাঘাতে পিষ্টপেশিত হইয়া গেল।

তদ্দৃষ্টে মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকসংহার-প্রবৃত্ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন ধৃষ্ট হনুমান সংবর্ত্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ রোষে আরক্ত-লোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবল রাক্ষসসৈন্য চূর্ণমস্তক হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তখন রণভূমি রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মৃত দেহে এবং রুধিরপ্রবাহে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল; উহার ইতস্ততঃ

হার কেয়ূর বস্ত্র ও ছত্র নিপতিত, তৎকালে উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসেরা অঙ্গদের বাহুবেগে পবনকম্পিত মেঘের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

তখন মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসসৈন্যের বিনাশ ও অঙ্গদের বল প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বজ্রকল্প শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক বানরগণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথারূঢ় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরাও অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বীর বানরগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, মত্তমাতঙ্গতুল্য বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। কাহারও মস্তক ভগ্ন কিন্তু হস্ত পদ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গ শরপীড়িত ও শোণিতে সিক্ত। দুই পক্ষে বহুসংখ্য বীর রণশায়ী হইতে লাগিল। কাক কঙ্ক গৃধ্র ও শৃগালেরা আসিয়া উহাদের মৃতদেহোপরি নিপতিত হইল এবং ভীরুজনের ভয়-জনক কবন্ধগণ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া

পলায়ন আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্রদংষ্ট্র রোষারুণ নেত্রে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কঙ্কপত্রখচিত সরলগামী একমাত্র শরে এককালে বহুসংখ্য বানরবীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বজ্রদংষ্ট্রের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যেমন প্রজারা ধাবমান হয় সেইরূপ অঙ্গদের নিকট সভয়ে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অঙ্গদ বানরগণকে ভীত ও সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহাকে ঘনঘন রুক্ষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুই মহাবীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উহাঁরা রণস্থলে মত্ত মাতঙ্গবৎ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখাকার শরে অঙ্গদের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। অঙ্গদের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে সিক্ত হইয়া গেল, তিনি বজ্রদংষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও অবলীলাক্রমে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের এই বীরকার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহাঁর প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইল। অঙ্গদনিক্ষিপ্ত

শিলাও অশ্ব চক্র ও কূবরের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মহাবীর অঙ্গদ অন্য এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ঐ বৃক্ষ-প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রক্তবমন হইতে লাগিল। সে গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া ঘনঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিল।

অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাঁরা পরস্পরের মুষ্টিপ্রহারে অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই প্রহারজনিত বিলক্ষণ শ্রান্তি উপস্থিত। উহাঁরা রণস্থলে শুক্র ও বুধের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে ঐ দুই মহাবীর ঋষভ-চর্ম্মনির্ম্মিত ফলক এবং কিঙ্কিণীজালজড়িত নিষ্কোসিত অসি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভার্থী হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ খড়্গাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। উহাঁরা ব্রণমুখনির্গত রুধিরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং উভয়েই জানু-সঙ্কোচ পূর্ব্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জ্বলন্ত

নেত্রে উত্থিত হইলেন এবং সুশাণিত খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল এবং নেত্র উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল।

তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া লজ্জাবনত মুখে দীন ভাবে লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

মহাবীর অঙ্গদ শত্রুবিনাশ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সুররাজ যেমন সুরগণে পরিবৃত হন সেইরূপ তিনি বানর-গণে বেষ্টিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ সর্ব্বাস্ত্রবিৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রুদমনে সুনিপুণ; ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুদ্ধের অধিনায়ক। যে কার্য্যে আমার শুভসাধন হয় ইনি প্রাণ .ণে তাহাই ইচ্ছা করেন। যুদ্ধে ইহাঁর অত্যন্ত উৎসাহ; এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন।

অনন্তর প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিলেন। ভীমদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইল। মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর; সুরগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন না। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনখচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ঐ সময় সহসা নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; অক-

স্পনের অশ্ব সকল অকস্মাৎ হীনবল হইয়া পড়িল, বাম নেত্র মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। সুদিনে দুর্দ্দিন উপস্থিত ; বায়ু রুক্ষভাবে বহমান হইল এবং ভয়ঙ্কর মৃগপক্ষিগণ ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহস্কন্ধ শার্দূলবিক্রম মহাবীর ঐ সমস্ত দুর্লক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। উহাঁর নির্গমনকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে বানরসৈন্য বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ; তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের সিংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল।

অনন্তর দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দুই পক্ষই রাম ও রাবণের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে সকলেই পর্ব্বতাকার ও মহাবলপরাক্রান্ত। উহারা পরস্পর সংহারার্থী হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবলই সিংহনাদের গভীর শব্দ। বীরগণের চরণসমুত্থিত ধূম্রবর্ণ ধূলিজাল দশ দিক আবৃত করিল। কেহই আর কোন ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না ; সমস্তই অন্ধকারময় ; ধ্বজদণ্ড, পতাকা, চর্ম্ম, অস্ত্র, অশ্ব ও রথ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। কেবলই দ্রুতগামী বীরগণের পদশব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষ-

সেরা রাক্ষসগণকে ক্রোধভরে বিনাশ করিতে লাগিল। অন্ধকারে স্বপর পক্ষ আর কিছুমাত্র বিচার করিবার সামর্থ্য রহিল না। ক্রমশঃ রণস্থল শোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, ধূলিজাল অপনীত হইল এবং বীরগণের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর উভয় পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অধিনায়ক অকম্পন ক্রোধভরে ভীমবল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র আচ্ছিন্ন করিয়া লইল এবং বৃক্ষ শিলা দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুমুদ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উহাঁরা বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ

তখন অকম্পন বানরগণের এই বীর কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে ; উহারা বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড ক্রোধে ঐ অদূরে দণ্ডায়মান আছে ; তুমি শীঘ্রই ঐ স্থানে আমার রথ লইয়া যাও। উহারা সমরস্পর্দ্ধী, আমি উহাদিগকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব ; দেখিতেছি, উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিল।

তখন সারথি মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রথ লইয়া চলিল। অকম্পন দূর হইতে শরবর্ষণ পূর্ব্বক বানরগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। তখন বানরেরা যুদ্ধ ত দূরের কথা, ঐ মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহারা রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন মহাবল হনুমান বানরগণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উহাদের সন্নিহিত হইলেন। বানরেরাও সমবেত হইয়া উহাঁকে বেষ্টন করিল এবং ঐ বলবানের আশ্রয়ে সমধিক সবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর অকম্পন হনূমানের প্রতি বৃষ্টিপাতের ন্যায় অনবরত শরপাত করিতে লাগিল। হনূমান তন্নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য না করিয়াই উহাকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মেদিনীকে কম্পিত করিয়া অট্টহাস্যে তদভিমুখে চলিলেন। তিনি স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘনঘন সিংহনাদ করিতেছেন। উহাঁর মূর্ত্তি জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া মহাবেগে পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ মহাবীর এক হস্তে পর্ব্বত গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়া ছিলেন সেইরূপ তিনি উহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন অকম্পন ঐ শৈলশৃঙ্গ উদ্যত দেখিয়া দূর হইতে অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে হনূমানের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি সগর্ব্বে শীঘ্র শৈলশিখরবৎ উচ্চ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী হস্ত্যারোহী রথ রথী ও পদাতি রাক্ষসগণকে বিনষ্ট

করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সেই কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধা-বিষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

তখন অকম্পন ঐ ভীমদর্শন হনুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া শশব্যস্তে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দেহবিদারণ সুতীক্ষ্ণ চতুর্দ্দশ বাণে তাহাঁকে বিদ্ধ করিল। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিদ্ধকলেবর হইয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তিনি বিধূম পাবক ও পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। পরে ঐ মহাকায় মহাবল একটী বৃক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত বেগ প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রোধভরে তদ্দ্বারা অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইল।

তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভয়ে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও দ্রুতপদে উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসসৈন্য পরাজিত এবং অতি-মাত্র ব্যস্তসমস্ত, ভয়প্রভাবে উহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। উহারা পশ্চাদ্ভাগে ঘন ঘন দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে মর্দ্দন করিয়া লঙ্কার দ্বার-দেশে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হনুমানকে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও সবিশেষ সম্মানিত হইয়া উঁহাদিগকে অনুরাগের সহিত সমুচিত বিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ আরম্ভ করিল এবং অবশিষ্ট রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু যেমন মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হনুমান রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া বীরশোভা অধিকার করিলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণ মহাবীর হনুমানের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচিবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা ও উহাঁদের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে নগরমধ্যে নির্গত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী বহু ব্যূহে বেষ্টিত ও রাক্ষসগণে রক্ষিত হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি প্রহস্তকে আহ্বান পূর্ব্বক আত্মহিতোদ্দেশে কহিলেন, বীর! এই লঙ্কাপুরী বিপক্ষসৈন্যে অবরুদ্ধ, এবং ইহা বলপূর্ব্বক নিপীড়িত হইতেছে, এক্ষণে যুদ্ধব্যতীত ইহার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভ এই কএক জন ব্যতীত এই কার্য্যভার আর কে বহন করিবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্য লইয়া শীঘ্র নির্গত হও। বানরগণ তোমায় দর্শনমাত্র নিশ্চয় প্রস্থান করিবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহারী বীরগণের সিংহনাদ শুনিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চয়ই পলাইবে। বানরেরা চপল ও দুর্ব্বিনীত, সিংহের গর্জ্জন

যেমন হস্তীর পক্ষে দুঃসহ তদ্রূপ উহারা তোমার বীরনাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। দেখ, এইরূপে উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইলে রাম ও লক্ষ্মণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বশীভূত হইবে। বীর! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্তি বিধান আবশ্যক। অথবা তুমিই বল, আমি যাহা কহিলাম তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন্ পক্ষ শ্রেয়?

তখন শুক্রাচার্য্য যেমন অসুররাজকে কহিয়া থাকেন, সেই রূপ সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! পূর্ব্বে আমরা সুনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এই প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন করিয়া ছিলাম। তখন আমাদিগের মতঘটিত পরস্পর বিরোধ জন্মে। সীতাপ্রদানে শ্রেয়, অপ্রদানে যুদ্ধ, বিচারে ইহাই ত নির্ণীত হইয়াছিল। এখন সেই যুদ্ধ উপস্থিত। আপনি অর্থদান সম্মান ও শান্তবাদে সততই আমায় বাধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এই বিপদকালে আপনার হিতকর কার্য্যে অবশ্যই সাহায্য করিব? আমি নিজের প্রাণ চাহি না এবং স্ত্রীপুত্র ও অর্থও চাহি না; দেখুন আমি আপনারই জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্রই সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন; আজ আমার

শরবেগ বিনষ্ট প্রতিপক্ষীয় বীরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী পশুপক্ষিরা তৃপ্তিলাভ করুক।

তখন সেনাপতিগণ প্রহস্তের আদেশমাত্র সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, এবং কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তৎকালে বায়ু আহুতিধুম গ্রহণ পূর্ব্বক বহমান হইতে লাগিল; সৈন্যগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়া স্বরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল; এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা হস্ত্যশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া শরাসনহস্তে মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেষ্টন করিল। তখন প্রহস্ত রাবণকে আমন্ত্রণ ও ভীম ভেরী বাদন পূর্ব্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বে যোজিত ও চন্দ্রসূর্য্যবৎ উজ্জ্বল। উহার গমনশব্দ জলদগম্ভীর এবং সারথি সুপটু। উহা বরূথ ও উপস্করে শোভিত হইতেছে। ঐ সর্পধ্বজ রথ স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া শ্রীসমৃদ্ধিতে হাস্য করিতে লাগিল। সেনাপতি প্রহস্ত তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে নির্গত হইলেন। প্রলয়ের মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর দুন্দুভিরব হইতে

লাগিল; অন্যান্য বাদ্যের তুমুল শব্দে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অনবরত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা সিংহনাদ পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারি জন রাক্ষস প্রহস্তের সচিব। ইহাঁরা ভীমকায় ও ভীমরূপ। এই সকল যোদ্ধা সেনাপতি প্রহস্তকে বেষ্টন পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্ত্তি মহাবীর প্রহস্ত সাগরবৎ বিস্তীর্ণ গজযূথতুল্য ভীষণ সৈন্য লইয়া পূর্ব্ব দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রোধভরে চলিলেন। উহাঁর নির্গমনশব্দ ও বীরগণের সিংহ-নাদে লঙ্কার জীবগণ বিকৃত স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; রক্তমাংসপ্রিয় পক্ষিগণ নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গার পূর্ব্বক চীৎকার আরম্ভ করিল; অন্তরীক্ষে অনবরত উল্কা-পাত হইতে লাগিল; বায়ু নিরন্তর রুক্ষভাবে বহমান হইতে লাগিল; গ্রহগণ পরস্পর কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল; মেঘ গভীর গর্জ্জন সহকারে প্রহস্তের রথ ও সৈন্যগণের উপর রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল; গৃধ্র ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণা-ভিমুখে চীৎকার ও উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন পূর্ব্বক প্রহস্তের মুখশ্রী মলিন করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের

হস্ত হইতে বারংবার অশ্বতাড়নী প্রতোদ স্খলিত হইয়া পড়িল। যে নির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাও বিনষ্ট হইল এবং সমতল ভূতলেও অশ্বেরা স্খলিত পদে পতিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে বানরগণ প্রথ্যাতপৌরুষ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া বৃক্ষশিলাহস্তে উহার সম্মুখীন হইল। কোন বানর প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন এবং কেহ বা বিপুল শিলা গ্রহণ করিল। তৎকালে এই যুদ্ধসম্ভ্রমে উহাদিগের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। বীর বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সংহারার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে দুর্ম্মতি প্রহস্ত মুমূর্ষু পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ ঐ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম প্রহস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে মহাবীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং উহাঁর বলবীর্য্যই বা কিরূপ?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ঐ বীর রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, উহাঁর নাম প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য সঞ্চিত আছে তাহার তৃতীয় ভাগ ইহাঁরই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্রজ্ঞ ও বীর, ইহাঁর বলবিক্রম সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে।

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দেখিতে পাইল। প্রহস্ত ভীমবল ও ভীমমূর্ত্তি। ঐ বীর রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছেন। তখন বানরগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র; কেহ খড়্গ, কেহ শক্তি, কেহ ঋষ্টি, কেহ শূল, কেহ বাণ, কেহ মুশল, কেহ গদা, কেহ পরিঘ, কেহ প্রাস, কেহ পরশু ও

কেহ বা ধনু গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে উহারা বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে চলিল। বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ধাবমান হইল। উভয় পক্ষীয় বীর একত্র হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ করিতে লাগিল। উহারা পরস্পর পরস্পরকে শূল চক্র পরিঘ ও পরশু দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনেক বীর প্রহারবেগে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে পড়িল, অনেকে খণ্ডিত হৃদয়ে ধরাশায়ী হইল, এবং অনেকেই খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বীর রাক্ষসেরা পার্শ্বদেশ হইতে বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল, এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও বৃক্ষপ্রহার পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে পিষ্টপেষিত করিয়া দিল। কেহ কেহ বজ্রস্পর্শ মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে রক্তবমন করিতে লাগিল এবং অনেকেরই মুখ চক্ষু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে আর্ত্তস্বর ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা বীরাচরিত পথের অনুবর্ত্তী। উহারা ক্রোধবেগে নির্ভয় হইয়া বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারিজন প্রহস্তের সচিব; তৎকালে ইহাদের হস্তে অনেক বানর বিনষ্ট হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্বিবিদ প্রস্তরাঘাতে নরান্তককে, দুর্ম্মুখ উত্থিত হইয়া বৃক্ষাঘাত পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্ত সমুন্নতকে, বীর জাম্ববান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড শিলাপাতে মহানাদকে এবং কপিপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। তখন সেনাপতি প্রহস্ত বানরগণের এই সমস্ত বীরকার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্যগণের নিরবচ্ছিন্ন পরিভ্রমণহেতু রণস্থলে যেন একটী ঘোর আবর্ত্ত দৃষ্ট হইল এবং তথায় তরঙ্গবহুল অসীম সমুদ্রবৎ গভীর শব্দ হইতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রহস্ত শরনিকরে বানরগণকে অতিমাত্র কাতর করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ সৈন্যগণের মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহা যেন ভীষণ পর্ব্বতে আকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। বসন্তকালে কুসুমিত বৃক্ষ দ্বারা বনস্থলী যেমন শোভিত হয়, রণস্থল সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তৎকালে যুদ্ধভুমি একটী দুস্তর নদীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। নিহত বীরগণ উহার তট, খণ্ডিত অস্ত্র শস্ত্র বৃক্ষ, রক্তপ্রবাহ জলরাশি, যকৃৎ ও প্লীহা ঘনীভূত পঙ্ক, বিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি শৈবল, ছিন্ন মস্তক সকল মৎস্য, অঙ্গবিশেষ শাদ্বলপ্রদেশ, রক্তমাংসাশী গৃধ্রেরা হংস, মেদরাশি ফেন এবং বীরনাদ আবর্ত্তশব্দ। ঐ যমসাগরগামিনী নদী কাপুরুষের

পক্ষে অত্যন্ত দুস্তর। করিযুথ যেমন পদ্মরেণুপূর্ণ সরোবর পার হয় বীরগণ সেইরূপ উহা অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি নীল বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে প্রবাহিত হয় সেইরূপ তিনি প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রহস্তের শরজাল নীলকে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ট সর্পের ন্যায় বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে নীল এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ক্রোধভরে সিংহনাদ পূর্ব্বক উহার প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নীল ঐ দুরাত্মাকে নিরস্ত্র করিতে না পারিয়া, বৃষ যেমন শরৎকালে ঝটিতি আগত বৃষ্টিপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করে, সেইরূপ তিনি উহার শরপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শাল বৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিলেন এবং বলপূর্ব্বক উহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রহস্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক ভীষণ মুসল লইয়া উহাঁর সম্মুখীন হইল। ঐ দুই জাতবৈর মহাবীর প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রক্তাক্ত দেহে মদস্রাবী মাতঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইলেন

এবং সুতীক্ষ্ণ দশনে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উহাঁরা দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীম-মূর্ত্তি, এবং দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র; দুই জন জয়শ্রী প্রায় তুল্যাংশে অধিকার করিয়াছেন এবং দুই জনই ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুসলাঘাত করিল। মুসলপ্রহার মাত্র তাঁহার ললাট-পট্ট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ঐ বৃক্ষপ্রহার লক্ষ্য না করিয়া মুসল গ্রহণ পূর্ব্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সে হতশ্রী হতবল হতজীবন ও নিরি-ন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া লঙ্কার দিকে পলাইতে লাগিল। সেতুভঙ্গ হইলে জল যেমন আর রুদ্ধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহারা সেনাপতির বিনাশে

রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। সকলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং চিন্তায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিবিড়তর শোকে যেন বিচেতন হইয়া পড়িল।

এ দিকে মহাবীর নীল জয়লাভ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার এই বীরকার্য্যে তাঁহাকে যারপর নাই প্রশংসা করিতে লাগিল।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সৈন্যগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহস্তের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; তাঁহার মন শোকে অভিভূত হইল; তিনি উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ। যাহারা আমার সেনাপতি সুরসৈন্যনিহন্তা প্রহস্তকে সসৈন্যে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের বধসাধনের জন্য অশঙ্কুচিত মনে সেই অদ্ভুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হুতাশন যেমন বনস্থল দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে দগ্ধ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদশ্বযোজিত অঙ্গারকল্প রথে আরোহণ করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের মধ্যে কেহ বাহ্বাস্ফোটন কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা স্ব স্ব বলবীর্য্যের আস্ফালন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ পুণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বহি-

র্গত হইলেন এবং পর্ব্বতপ্রমাণ দীপ্তমূর্ত্তি জ্বলন্নেত্র রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া ভূতপরিবৃত রুদ্র দেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নির্গত হইবা মাত্র দেখিলেন, বানরসৈন্য বৃক্ষ পর্ব্বত উদ্যত করিয়া, মেঘবৎ গভীর ও সমুদ্রবৎ ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে।

তখন ভুজগরাজবৎ প্রকাণ্ড দোর্দ্দণ্ডশালী রাম অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা ধ্বজ ও ছত্রে শোভিত হইতেছে; যাহাদের হস্তে প্রাস অসি শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র; যাহারা অতিমাত্র সাহসী এবং মহেন্দ্র-পর্ব্বততুল্য হস্তিসমূহে পরিপূর্ণ; ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্ মহাবীরের?

মহামতি বিভীষণ কহিলেন, রাজন্! ঐ যে বীর হস্তিপৃষ্ঠে অধিরূঢ়, যাঁহার মুখ তরুণ সূর্য্যবৎ রক্তবর্ণ, যিনি শরীরভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিয়া আসিতেছেন, উঁহার নাম অকম্পন। ঐ যিনি রথারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন বারংবার আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ যাঁহার কেতু, যিনি করালদশন হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি রাক্ষস-প্রধান ইন্দ্রজিৎ। যিনি বিন্ধ্য অস্ত ও মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি অতিরথ ও মহাবীর, যিনি বিশাল ধনু মুহুর্মুহু

আকর্ষণ করিতেছেন, উনি অতিকায়। ঐ যাঁহার নেত্রদ্বয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতেছেন উনি মহাবীর মহোদর। ঐ যিনি সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ, যিনি স্বর্ণালঙ্কারখচিত অশ্বের উপর উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া আছেন, উনি বজ্রবেগ পিশাচ। যিনি ঐ বিদ্যুৎকান্তি সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রিয়দর্শন বৃষবাহনে মহাবেগে আসিতেছেন উনি যশস্বী ত্রিশিরা। ঐ যে মহাবীর কৃষ্ণকায়, যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিশাল, সর্প যাঁহার কেতু, যিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক আসিতেছেন উনি কুম্ভ। যিনি ঐ মণিমুক্তাখচিত দীপ্ত পরিঘ লইয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার বীরকার্য্য অত্যাশ্চর্য্য, উনি রাক্ষসসৈন্যকেতু মহাবীর নিকুম্ভ। ঐ যে শিখরধারী বীর অস্ত্রপূর্ণ পতাকাশোভিত উজ্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরান্তক। আর যিনি ঐ দেবগণেরও দর্পহারী; যিনি হস্ত্যশ্ব ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও মৃগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিবৃতচক্ষু ঘোররূপ ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যথায় সূক্ষ্মশলাকা-শোভিত চন্দ্রাকার শ্বেতছত্র দৃষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রাবণ। ঐ দেখ উহাঁর মস্তকে শোভন কিরীট এবং কর্ণে রত্ন-কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। উহাঁর দেহ হিমালয় ও বিন্ধ্যের

ন্যায় ভীষণ; উনি ইন্দ্র ও যমেরও দর্পনাশ করিয়াছেন; এবং উনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী।

তখন রাম কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী। ঐ বীর স্বীয় প্রভাজালে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। বলিতে কি, উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি উহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। উহার যেমন দেহভাগ্য দেব ও দানবেরও এরূপ নহে। ইহাঁর অনুগামী বীরগণ দীর্ঘাকার পর্ব্বতবৎ ও তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী। রাবণ ঐ সমস্ত বীরে বেষ্টিত হইয়া ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবৃত কৃতান্তবৎ শোভিত হইতেছেন। বলিতে কি, আজ ভাগ্যক্রমেই পাপিষ্ঠ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আজ আমি সীতাহরণজনিত ক্রোধ উহার উপর ঝাড়িব। রাম এই বলিয়া শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উত্তোলন পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

এদিকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার রাজপথ ও গৃহে শঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধস্থলে আসিয়াছ; বানরেরা এই ছিদ্র পাইলে নিশ্চয়ই শূন্য পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক নানারূপ উপদ্রব করিবে।

সচিবগণ রাবণের আদেশ মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান

করিল। তখন বৃহৎ মৎস্য যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে সেইরূপ রাবণ ঐ বানরসৈন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাবণকে শরশরাসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সুগ্রীবনিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অজগরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং উহার গতিবেগ বায়ু ও বজ্রের অনুরূপ। রাবণ সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ করিলেন। তখন কুমারনিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিল সেইরূপ ঐ শর বজ্রদেহ সুগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল। সুগ্রীবও আর্ত্তরবে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরাও হৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্ম্মুখ ও নল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাবণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ শিলা ব্যর্থ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভীমকায় বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইল,

অনেকে আহত ও অনেকে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! দুরাত্মা রাবণের সংহারকল্পে একমাত্র আমিই পর্য্যাপ্ত। এক্ষণে আপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি।

তখন তেজস্বী রাম কহিলেন, বৎস! তবে যাও, রাবণের সহিত সাবধানে যুদ্ধ করিও। সে মহাবল ও মহাবীর্য্য; তাহার পরাক্রম অদ্ভুত; সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি যুদ্ধকালে সতর্কই তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবে এবং স্বছিদ্রের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। বৎস! অধিক আর কি, চক্ষু ও ধনু দ্বারা সর্ব্বদাই আত্মরক্ষা করিও।

তখন বীর লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অদূরে ভীমবাহু রাবণ ভীষণ ধনু আকর্ষণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে উহাঁর রথের নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও উহাঁকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বৃত্ত! ব্রহ্মার বরে

তুই দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস্, কেবল বানর হইতেই তোর ভয়। এক্ষণে, এই আমি পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, আজ ইহাই তোর দেহ হইতে বহুদিনের প্রাণ কাড়িয়া লইবে।

তখন ভীমবল রাবণ রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, বানর! তুই নির্ভয়ে শীঘ্রই আমায় প্রহার কর; ইহার বলে তোর স্থির কীর্ত্তি লাভ হোক্। আজ আমি অগ্রে তোর বলবীর্য্য পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তোরে বধ করিব।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ্ আমি তোর পুত্র অক্ষকে অগ্রে বধ করিয়াছি।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং হনুমানের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। হনুমান প্রহারবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্য্যবলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সুস্থির হইয়া ক্রোধভরে উঁহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাবণ ভূমিকম্পকালীন পর্ব্বতবৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি সিদ্ধ সুরাসুর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল।

পরে রাবণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, তোমার বিলক্ষণ বলবীর্য্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু।

হনূমান কহিলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত আছিস্ ইহাতেই আমার বলবীর্য্যে ধিক্। নির্ব্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন করিতেছিস্, তুই একবার আমায় মারিয়া দেখ্। পরে আমি এক মুষ্টিতে তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে হনূমানের বিশাল বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। মুষ্টি বেগে বজ্রকল্প; হনূমান তৎপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন রাবণ উহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মর্ম্মবিদারণ ভুজগভীষণ শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। সেনাপতি নীল তন্নিক্ষিপ্ত শরে ক্লিষ্ট হইয়া এক হস্তেই তাঁহার প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সময় তেজস্বী হনূমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সরোষে কহিলেন, রাবণ! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত হইতেছে না।

অনন্তর রাবণ নীলনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ সাতটী সুতীক্ষ্ণ শরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সেনাপতি নীল ক্রোধে

প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি অশ্বকর্ণ, শাল, মুকুলিত আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ঐ সমস্ত বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া নীলের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল খর্ব্বাকার হইয়া সহসা তাঁহার ধ্বজদণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। রাবণ উহাঁর এই দুঃসাহসের কার্য্য দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে নীলও কখন তাঁহার ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগ, কখন ধনুর অগ্রভাগ এবং কখন বা কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান মহাবীর নীলের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও নীলের এই ক্ষিপ্রকারিতায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বানরেরা রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ব্যস্ততানিবন্ধন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাঁহার হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, তিনি ধ্বজাগ্রস্থিত নীলকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বানর! তুই বঞ্চনাবলে ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিস্, এক্ষণে যদি পারিস্ ত আপনার প্রাণরক্ষা কর্। তুই পুনঃ পুনঃ নানা রূপ রূপ ধারণ করিতেছিস্, এবং আপনার প্রাণরক্ষায় তৎপর

হইয়াছিস্, এক্ষণে আমি এই আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করি, আজ ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণ নষ্ট করিবে।

এই বলিয়া রাবণ নীলের বক্ষে আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র অগ্নিতে দহ্যমান হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন। তিনি পিতৃমাহাত্ম্য ও স্বতেজে জানুর উপর ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না। তখন রাবণ মহাবীর নীলকে বিচেতন দেখিয়া মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও স্বতেজে অবস্থান পূর্ব্বক মুহুর্মুহু ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর, বানরগণের সহিত যুদ্ধ তোমার ন্যায় বীরের কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিস্, আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই; তুই নির্ব্বোধ; আজ তোরে এখনই আমার শরে মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে।

তখন লক্ষ্মণ দংষ্ট্রাকরাল রাবণকে নির্ভয়ে কহিলেন,

রাজন্‌! মহাপ্রভাব বীরেরা কদাচই বৃথা আস্ফালন করেন না, রে পাপিষ্ঠ! তুই কেন নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্‌। আমি তোর বলবিক্রম জানি, তোর প্রভাব ও প্রতাপও অবগত আছি; এক্ষণে বৃথাগর্ব্বে কি প্রয়োজন, আয়, এই আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও সুশাণিত শরে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ স্বনিক্ষিপ্ত বাণ ছিন্নদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ডখণ্ড হইতে দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ক্ষুর অর্দ্ধচন্দ্র কর্ণি ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শর খণ্ডখণ্ড করিলেন এবং স্বস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহস্ততা হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ব্যর্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার উহাঁর প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রবিক্রম লক্ষ্মণও তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকল্প শর ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য শরদ্বারা উহাঁর ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া লোল শরাসন গ্রহণ

পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। পরে পুনর্ব্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক উহাঁর শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া, তিন শরে উহাঁকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারব্যথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতধারায় সিক্ত ও বসায় আর্দ্র। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বানরগণের পক্ষে অতিমাত্র ভীষণ এবং সধূম বহ্নির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া হুতাগ্নিকল্প শর দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা বেগে আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি মহাবল কিন্তু শক্তিপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ্বল অবস্থায় তাঁহাকে গিয়া সহসা বলপূর্ব্বক ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু এবং দেবগণের সহিত ত্রিলোক উৎপাটন করিতে সমর্থ, তিনি লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দানবদর্পহারী লক্ষ্মণ স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ করিলেন। ফলত তৎকালে রাবণ বাহুবেষ্টনে পীড়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে কিছুতেই সঞ্চালন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ মুষ্টিপ্রহারে রথোপরি বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ চক্ষু ও কর্ণ দিয়া অনবরত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল; তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল বিকল, তিনি যে তখন কোথায় আছেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ সময় সুরাসুর ঋষি ও বানরেরা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

পরে মহাবীর হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্ধ লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনিলেন। লক্ষ্মণ যদিও শত্রুগণের অপ্রকম্প্য, কিন্তু হনুমানের সখিত্ব ও ভক্তিনিবন্ধন অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। রাবণের শক্তিও উহাঁকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বস্থানে উপস্থিত হইল। পরে রাবণ সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ পূর্ব্বক আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন।

ইত্যবসরে রাম রাবণের হস্তে বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর হনুমান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ

গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সুরবৈরী অসুরকে দমন করিয়াছিলেন সেইরূপ আজ তুমি আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ পূর্ব্বক রাবণকে গিয়া শাসন কর।

তখন মহাবীর রাম হনুমানের পৃষ্ঠে উঠিলেন এবং রথস্থ রাবণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। বোধ হইল যেন ক্রোধাবিষ্ট বিষ্ণু অস্ত্র উদ্যত করিয়া দানবরাজ বলির প্রতি চলিয়াছেন। রাম কার্ম্মুকে বজ্রধ্বনিবৎ কঠোর ভীষণ টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং গম্ভীর বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তুই আমার এইরূপ অপকার করিয়া এক্ষণে আর কোথায় গিয়া নিস্তার পাইবি! যদি তুই আজ ইন্দ্র যম সূর্য্য ব্রহ্মা অগ্নি ও রুদ্রেরও শরণাপন্ন হইস্, যদি তুই দিগন্তে পলায়ন করিস্ তথাচ কোথাও গিয়া তোর নিস্তার নাই। আজ তুই রণস্থলে লক্ষ্মণকে শক্তিপ্রহার করিয়াছিস্, তিনি সেই প্রহারবেগে বিবশ হইয়াছেন; এক্ষণে এই দুঃখশান্তির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ আমি তোরে পুত্রপৌত্রের সহিত সমরে সংহার করিব। দেখ্ আমিই সেই জনস্থানবাসী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।

অনন্তর মহাবল রাবণ পূর্ব্ববৈর স্মরণে জাতক্রোধ হইয়া যুগান্তের অগ্নিজ্বালার ন্যায় করাল শরে বাহক হনুমানকে

বিদ্ধ করিলেন। হনুমান স্বভাবত তেজস্বী, শরপ্রহারমাত্র তাঁহার তেজ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রামও হনুমানকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাণিত শরজালে রাবণের অশ্ব চক্র ধ্বজ ছত্র পতাকা সারথি শূল ও খড়্গের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে সুররাজ ইন্দ্র যেমন সুমেরুকে বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি উহাঁর বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর ইন্দ্রের বজ্রও অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন তিনি রামের শরে কাতর ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার করস্থিত শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন রাম প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা উহাঁর উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নির্বিষ সর্প এবং নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং যার পর নাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তখন রাম কহিলেন, রাবণ ! তুমি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমাদের বিস্তর বীর বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তুমি পরিশ্রান্ত, এই কারণে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অনুজ্ঞা দিতেছি এখনই প্রস্থান কর, তুমি রণস্থল হইতে বীরগণের সহিত নির্গত হও এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম কর, পশ্চাৎ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও।

তখন রাবণ হতগর্ব্ব ও বিষণ্ণ হইয়া সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে সুস্থ করিয়া দিলেন। তৎকালে দেবাসুর এবং ভূত উরগ ভূচর ও খেচর প্রাণিগণ রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল।

ষষ্টিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইরূপ রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। রামের শর ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ, এবং শরজ্যোতি বিদ্যুতবৎ দৃষ্টিপ্রতিঘাতক। রাবণ সেই সমস্ত শর স্মরণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, সচিবগণ! আমি প্রতাপে ইন্দ্রতুল্য, কিন্তু যখন এক জন সামান্য মনুষ্যের নিকট পরাস্ত হইলাম, তখন বোধ হয় আমি যে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলাম তৎসমুদায় পণ্ড। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে কহিয়াছিলেন, রাবণ! তুমি জানিও কেবল মনুষ্যজাতি হইতেই তোমার যা কিছু ভয়; এক্ষণে তাঁহার সেই তীব্র বাক্য আমাতে ফলিত হইল! আমি তাঁহার নিকট কেবল দেবদানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও সর্প এই কএকটী জাতির হস্তে আপনার অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে মনুষ্যকে লক্ষ্যই করি নাই। এক্ষণে বোধ হয়

এই দশরথতনয় রামই সেই মনুষ্য। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুনাথ অনরণ্য আমায় এই বলিয়া অভিশাপ দেন, রে কুলকলঙ্ক! আমার বংশে একজন বীরপুরুষ উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোরে পুত্রমিত্র ও বলবাহনের সহিত সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। আমি পূর্ব্বে একবার বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম; তিনিও সেই অবমাননায় কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে যে সেই বেদবতীই এই জানকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আরও দেবী উমা, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা ও রম্ভাও আমাকে যেরূপ অভিশাপ দেন এখন তাহা বিলক্ষণ ফলবৎ হইতেছে। বলিতে কি, ঋষিবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা উপস্থিত এই সঙ্কট দূর করিবার জন্য যত্ন কর। সকলে রাজপথ পুরদ্বার ও প্রাকারে সমবেত হইয়া থাক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন; তাঁহাকে গিয়া এখনই জাগরিত কর। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের তুলনা নাই, তিনি দেবদানবদর্পনাশক, তিনি ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন, তাঁহাকে গিয়া জাগরিত কর। তিনি কামে অভিভূত ও নিশ্চিন্ত হইয়া এই যুদ্ধের নবম মাস পূর্ব্ব হইতে পরম সুখে নিদ্রিত আছেন। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ; তিনিই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই বিনাশ

করিবেন। যুদ্ধে তাঁহার বলবিক্রম সুপ্রসিদ্ধ, তিনি সুখা-সক্ত হইয়া সর্ব্বদাই শয়ান আছেন। আমি এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার এই পরাজয়দুঃখ কদাচই থাকিবে না। দেখ, যদি এই বিপদে তিনি আমার কোন রূপ সাহায্য না করেন তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন ?

তখন রক্তমাংসাসী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামাত্র বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে চলিল। কুম্ভকর্ণের গুহা অতি রমণীয় এবং চতুর্দ্দিকে এক যোজন বিস্তৃত। উহার দ্বার প্রকাণ্ড এবং অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ। মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভ-কর্ণের নিশ্বাসবায়ুতে প্রতিহত হইয়া দূরে পড়িল এবং অতি-কষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গুহার কুট্টিমতল কাঞ্চনময়; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল, মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্ব্বতের ন্যায় শয়ান ও নিদ্রিত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উহাঁকে জাগরিত করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের শরীরলোম উর্দ্ধে উত্থিত; তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ নিশ্বাসবায়ুতে লোক সকল ঘূর্ণমান। তাঁহার নাশাপুট অতিভীষণ এবং আশ্যকুহর

পাতালের ন্যায় প্রশস্ত ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মেদ ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী এবং উজ্জ্বল কিরীটে সূর্য্যজ্যোতি বিস্তার করিতেছেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরের নিকট তৃপ্তিকর জীবজন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ সঞ্চয় করিতে লাগিল। মৃগ মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য স্তূপাকার করিয়া রাখিল এবং রক্তকলশ ও বিবিধ মাংস আহরণ করিল। পরে উহারা তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন পূর্ব্বক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের সুবাস আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ধূপগন্ধ বিস্তৃত, তৎকালে অনেকে উহাঁর স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে জলদবৎ গভীর গর্জ্জন এবং অনেকে শশাঙ্কশুভ্র শঙ্খ বাদন করিতে লাগিল, অনেকে সমস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন এবং তাঁহার অঙ্গচালন আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ শঙ্খ ভেরী ও পণবের শব্দ, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘোর নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ ভুশুণ্ডী গিরিশৃঙ্গ মুষল ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বীর কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহাদের সংখ্যা দশ

সহস্র, উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ অঞ্জনপুঞ্জনীল কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রবোধিত করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে অকৃত-কার্য্য হওয়াতে অপেক্ষাকৃত দারুণ যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা ঐ বীরের দেহোপরি সঞ্চরণ করিবার জন্য অশ্ব উষ্ট্র হস্তী ও গর্দ্দভকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল, সবলে শঙ্খ ভেরী পণব কুম্ভ ও মৃদঙ্গ বাদন এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মহাকাষ্ঠ মুসল ও মুদ্গার প্রহার আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ তুমুল প্রহারশব্দে বনপর্ব্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ শাপাভিভূত মহাবীরের নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। কেহ কেহ উহাঁকে সচেতন করিবার জন্য বল প্রকাশ, কেহ কেহ ভেরী-বাদন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উহাঁর কেশ ছেদন, কেহ কেহ উহাঁর কর্ণ দংশন এবং কেহ কেহ বা উহাঁর কর্ণে জলসেক করিতে লাগিল; কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মস্তক বক্ষ ও সমস্ত গাত্রে কূটমুদ্গারাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে রজ্জুবদ্ধ শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপরি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। এই হস্তিগণের সঞ্চারে তিনি স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ বীর ভুজগদেহ-তুল্য গিরিশিখরাকার বজ্রসার বাহুযুগল প্রসারণ এবং বড়বা-মুখসদৃশ মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বিকৃতাকারে জৃম্ভাত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আস্যকুহর পাতালবৎ গভীর; মুখমণ্ডল সুমেরুশৃঙ্গে উদিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল, নিশ্বাস পর্ব্বতনিঃসৃত বায়ুবৎ বেগে বহিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার রূপ বিশ্বদাহোদ্যত যুগান্ত-কালীন করাল কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, তাহা হইতে বিদ্যুতবৎ জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তৎকালে ঐ দুই নেত্র প্রদীপ্ত মহাগ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্মুখস্থ সুপ্রচুর ভক্ষ্য পেজ্য দেখাইয়া দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগি-লেন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শোণিত, বহু কলশ বসা ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত বুঝিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার

চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। কুম্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলুষিত; তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দেখিলেন, এবং এইরূপ জাগরণে বিস্মিত হইয়া সান্ত্ববাদ সহকারে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা কি জন্য আমাকে এইরূপ আদর পূর্ব্বক প্রবোধিত করিলে? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভয় নাই? অথবা বোধ হইতেছে কোন শত্রুভয় উপস্থিত; তোমরা তজ্জন্যই আমাকে সত্বর জাগরিত করিলে। যাহা হউক, আজ আমি রাক্ষসরাজের শঙ্কা দূর করিব, মহেন্দ্র পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, এবং অগ্নিকে শীতল করিয়া দিব। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি অল্প কারণে আমাকে প্রবোধিত করেন নাই। এক্ষণে যথার্থতই বল তোমরা কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে?

তখন সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, বীর! কোন রূপ দৈবভয় আমাদের কদাচ ঘটে নাই, এক্ষণে দারুণ মনুষ্যভয়ই আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। এই মনুষ্যভয় যেরূপ উপস্থিত, দেব দানব হইতেও আমরা কখন এ প্রকার দেখি নাই। এক্ষণে পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ এই লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়াছে। রাম সীতাহরণে যার পর নাই সন্তপ্ত; আমরা কেবল তাঁহারই প্রতাপে ভীত হইতেছি। ইতিপূর্ব্বে একটীমাত্র বানর উপস্থিত

হইয়া সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট; রাম দেবকুলকণ্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপতিকেও যুদ্ধে অপহেলা করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য দানব হইতেও যাহা কখন হয় নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল; তিনি উহাঁকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের এইরূপ পরাভবের কথা শুনিয়া ঘূর্ণিতলোচনে যূপাক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদ্যই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ আমি বানরগণের রক্তমাংসে রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিব, এবং স্বয়ংও রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর ক্রোধাবিষ্ট গর্ব্বিত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, বীর! আপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গুণ দোষ সমস্ত বিচার করিয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় করিবেন।

এদিকে রাক্ষসেরা সর্ব্বাগ্রে রাবণের গৃহে দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। রাবণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট; রাক্ষসেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুদ্ধ-

যাত্রা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন।

রাবণ হৃষ্টমনে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই দেখিতে অভিলাষ করি। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর।

তখন রাক্ষসেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে চলুন এবং তাঁহাকে গিয়া আনন্দিত করুন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। পরে হৃষ্টমনে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কৃতস্নান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলবৃদ্ধিকর মদ্য আনিবার জন্য রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। রাক্ষসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য শীঘ্র আনিয়া দিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলশ মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তিনি পানপ্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত, তাঁহার তেজ ও বল অতিমাত্র স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য্য যেমন করজালে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন সেইরূপ তিনি

দেহশ্রীতে রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ; বোধ হইল যেন সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ঐ সময় বহিঃস্থ বানরেরা রাজপথে সহসা ঐ গিরিশিখরাকার মহাবীরকে দেখিয়া ভীত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ আশ্রিতবৎসল রামের শরণ লইবার জন্য চলিল, কেহ দিগদিগন্তে পলাইতে লাগিল এবং কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ কিরীটধারী ; তিনি স্বতেজে যেন সূর্য্যকেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম শরাসন হস্তে লইয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ত্রিপাদনিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যায় যেন আকাশে চলিয়াছেন। তিনি সজল জলদবৎ কৃষ্ণকায়; তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণাঙ্গদ। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন রাম যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, বিভীষণ! ঐ পর্ব্বতাকার পিঙ্গলনেত্র মহাবীর কে? উহাঁর মস্তকে স্বর্ণকিরীট, উনি লঙ্কামধ্যে বিদ্যুৎশোভিত জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত। ঐ মহান্ একমাত্র বীর পৃথিবীর কেতু-স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উহাঁকে দেখিয়াই ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। ফলত আমি এইরূপ জীব কখন দেখি নাই, এক্ষণে বল উনি কে? উনি রাক্ষস না অসুর?

তখন বিজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন, রাম! উনি বিশ্রবার পুত্র, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ণ; দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ইহাঁর তুল্য-কক্ষ নহে। উনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও পরাজয় করিয়াছেন। উনি বহুসংখ্য দেব দানব যক্ষ ভুজঙ্গ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যা-

খরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ ঐ শূলপাণি বিরূপনেত্র মহাবলকে সাক্ষাৎ কৃতান্তবোধে মোহিত হইয়া বিনাশ করিতে পারেন নাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবত তেজস্বী; অন্য রাক্ষসের বলবিক্রম বরলব্ধ, ইঁহার সেরূপ নহে। ইনি জাতমাত্র অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্দৃষ্টে প্রজাগণ প্রাণভয়ে যার পর নাই ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া ভয়ের সমস্ত কারণ নিবেদন করিল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই মহাবীরকে বজ্রাঘাত করেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ শ্রবণভৈরব রবে আরও ভীত হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দেব দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষণ্ণ হইলেন। তখন ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রমধ্বংস ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি উপদ্রব জ্ঞাপন করিলেন, এবং কহিলেন, ভগবন্! যদি ঐ মহাবীর এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে অচিরাৎ ত্রিলোক লোকশূন্য হইয়া যাইবে।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত

শ্রবণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে আবাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। উহাঁর বিকট মূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। পরে তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উহাঁকে কহিলেন, রাক্ষস! বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি আজ অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারই সম্মুখে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাবণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! কাঞ্চন বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, আপনি ফলপ্রাপ্তিকালে কেন তাহা ছেদন করিতেছেন! কুম্ভকর্ণ আপনার পৌত্র. ইহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেব! আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং ইনি নিশ্চয় নিদ্রিতই থাকিবেন, কিন্তু ইহাঁর নিদ্রা ও জাগরণের একটী কাল অবধারণ করিয়া দেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং এক দিন মাত্র জাগরিত হইবে। এই বীর ঐ একটি দিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন ও দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক লোক সকল ভক্ষণ করিবে। রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদস্থ হইয়া সেই

কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন। সেই বীর স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা তাঁহাকে দেখিয়াই ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। ফলত উহাঁকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে বানর-সৈন্যমধ্যে এইটী প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে, একটী যন্ত্র উচ্ছ্রিত হইয়াছে ; বানরগণ এইরূপ বুঝিতে পারিলে নিশ্চয় নির্ভয় হইবে।

রাম বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সেনাপতি নীলকে কহিলেন, নীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া অবস্থান কর, এবং গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও শিলা সংগ্রহ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।

তখন নীল রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র বানরগণকে কহিলেন, সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটী যন্ত্র উচ্ছ্রিত করিয়াছে, অতএব তোমরা ভীত হইও না।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান ও অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরসৈন্যগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা যখন বৃক্ষ শিলা লইয়া লঙ্কার নিকটস্থ হইল তখন উহাদিগকে পর্ব্বতসন্নিহিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

এদিকে নিদ্রামদবিহ্বল মহাবীর কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজপথে যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত গমন করিতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; উহা স্বর্ণজালজড়িত ও উজ্জ্বল এবং বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্য্য যেমন প্রবেশ করে সেইরূপ কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহপ্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গৃহদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক দেখিলেন, রাবণ পুষ্পক বিমানে নিষণ্ণ ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

অনন্তর রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। পরে তিনি উপবেশন করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কোন্ কার্য্য উপস্থিত? তখন রাবণ পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া পুলকিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও যথাবৎ অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে

উপবিষ্ট হইলেন, এবং ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি কি জন্য আমায় আদর পূর্ব্বক জাগরিত করিলেন? বলুন আপনার কিসের ভয় উপস্থিত; এক্ষণে কেই বা বিনষ্ট হইবে?

রাবণ কহিলেন, বীর! বহুকাল হইল তুমি নিদ্রিত আছ, তজ্জন্যই উপস্থিত ভয়ের বিষয় জানিতে পার নাই। দশরথ-তনয় রাম সুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। সে সেতুযোগে পরম সুখে আসিয়া বন ও উপবন সকল বানরের একার্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা রণস্থলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদৃশ ক্ষয় কদাচই দেখিতেছি না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাক্, রাক্ষসগণ একবারও উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। বীর! এক্ষণে এই সঙ্কট উপ-স্থিত; তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আজ শত্রুনাশ করিয়া আইস; আমি এই জন্যই তোমাকে প্রবো-ধিত করিয়াছি। আমার কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে এই লঙ্কায় কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট; তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া ইহাকে রক্ষা কর। তুমি ভ্রাতৃদুঃখ দূর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমি কখন তোমায় এইরূপ অনুরোধ করি নাই;

তোমাতেই আমার স্নেহ এবং তোমাতেই, আমার সম্পূর্ণ জয়সিদ্ধির সম্ভাবনা। পূর্ব্বে সুরাসুরযুদ্ধে তুমিই প্রতিযোদ্ধা হইয়া সুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলে। জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রয় পূর্ব্বক আমার এই কার্য্যসাধন কর। বান্ধবপ্রিয়! উত্থিত বায়ু যেমন শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি, শত্রু-সৈন্যকে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। এক্ষণে এই কার্য্যই আমার প্রীতিকর এবং এই কার্য্যই আমার হিতজনক।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে বিভীষণের সহিত মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম আপনি হিতবাক্যে অনাদর করিয়া তাহাই অধিকার করিয়াছেন। ফলত কুকর্ম্মী যেমন শীঘ্রই নিরয়গামী হয় সেইরূপ পরস্ত্রীহরণরূপ পাপকার্য্যের ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে আপনি বীর্য্যমদে এই গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই; তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভুত্ব লাভ করিয়া পূর্ব্বকার্য্য পশ্চাতে এবং পরকার্য্য পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি নীতিজ্ঞানশূন্য। যিনি দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার কার্য্য অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবের ন্যায় নিস্ফল হয়। যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থা * বিচার করিয়া সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলত যিনি

* কর্ম্মের আরম্ভোপায় পুরুষদ্রব্যসম্পৎ দেশকালবিভাগ বিপত্তিপ্রতিকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচ অবস্থা।

সচিবের সাহায্য ও স্ববুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য বুঝিয়া থাকেন, যিনি শক্রমিত্র সম্যক পরীক্ষা করেন, যিনি যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহারই সিদ্ধি। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বস্তমুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই পণ্ড। যিনি সাম দান ভেদ ও বিক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার প্রয়োগসাধন, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বিপদস্থ হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিজীবি অর্থতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত আপনার শুভ পরিণাম আলোচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভাগ্যশ্রী অচলা হয়। দেখুন, অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ মন্ত্রিগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্‌ভতা হেতু বাক্‌জাল বিস্তারের ইচ্ছা করেন। ফলত যে সকল লোক অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ অর্থলোলুপ, যাঁহারা ধৃষ্টতাদোষে হিতকল্প অহিত উপদেশ দেন মন্ত্রিমধ্যে সেই সমস্ত কার্য্যদূষক ব্যক্তিকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন দুর্মন্ত্রি প্রভুকে উৎসন্ন দিবার জন্য বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে এবং কেহ কেহ বা প্রভুর সর্ব্বনাশ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বজ্ঞ শত্রুর সহিত সমাগত হয়; রাজা

সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিত্ররূপ শত্রুকে মন্ত্রনির্ণয় করিবার সময় ব্যবহারে বুঝিয়া লইবেন। যে রাজা চপলস্বভাব, যিনি সহসা সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের রন্ধ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্ব্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয়; অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি তদনুসারে কার্য্য করুন।

তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভ্রুকুটী বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন; কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুরু ও আচার্য্যবৎ পূজ্য; তুমি কিনা আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এইরূপ বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি চিত্ত-বিভ্রম বা বীর্য্যগর্ব্বেই হউক অগ্রে যাহা স্বীকার করি নাই এখন সে কথার পুনরুল্লেখ করা নিরর্থক। অতঃপর যাহা উচিত তুমি তাহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, যদি তোমার ভ্রাতৃ-স্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য্য থাকে, এবং যদি এই কার্য্য তোমার একটী প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হয় তবে আমার

দুর্নীতিনিবন্ধন দুঃখ স্ববিক্রমে উপশম করিয়া দেও। যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন তিনিই সুহৃৎ, এবং যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই বন্ধু।

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন এবং ধীর ও দারুণ বচনে তাঁহাকে হৃষ্টজ্ঞান করিয়া মৃদুমধুর ভাবে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি আমার কথায় একবার মনোযোগ দিন, এবং দুঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হউন। আপনি আমার জীবদ্দশায় এইরূপ দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে যাহার জন্য আপনার সবিশেষ ক্লেশ উপস্থিত আমি আজ নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। কিন্তু আপনি সুখে বা দুঃখেই থাকুন আপনাকে হিত কথা বলা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য; এই জন্য ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুভাবে আমি আপনাকে এইরূপ কহিতে সাহসী হইয়াছিলাম। অতঃপর সঙ্কটকালে এক জন স্নেহপরবশ বন্ধুর যে কার্য্য করা আবশ্যক আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। বলিতে কি, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয়জ্ঞানে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে। আজ আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া সুখানুভব করিবেন এবং জানকী যার পর নাই দুঃখিত হইবেন। লঙ্কার যে সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব হারাইয়াছে আজ তাহার

স্বচক্ষে প্রীতিকর রামনিধন নিরীক্ষণ করুক। আজ আমি শত্রু-নাশ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাহাদের শোকাশ্রু মুছাইয়া দিব। আজ কপিরাজ সুগ্রীবের পর্ব্বতাকার দেহ রণস্থলে সমূর্য্য জলদের ন্যায় প্রসারিত হইবে। রাজন্! আমি ও অন্যান্য রাক্ষস আমরা শত্রুসংহারার্থ পুনঃপুনঃ আপনাকে সান্ত্বনা করিতেছি তথাচ কিজন্য আপনার দুঃখ উপশম হইতেছে না। রাম একজন সামান্য মনুষ্য; সে অগ্রে আমাকে বধ করিবে, পশ্চাৎ ত আপনাকে? কিন্তু আমারই মনুষ্যহস্তে বিনাশের আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বলুন, আমিই যুদ্ধযাত্রা করিব, এই অনুরোধে শত্রুপক্ষের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ করা আপনার কি আবশ্যক। শত্রু মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে সংহার করিব। যদি ইন্দ্র, বায়ু, যম, কুবের, অগ্নি ও বরুণ পর্য্যন্ত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হন আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্! এই দীর্ঘাকার তীক্ষ্ণদশন মহাবীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সুশাণিত শূল ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিবে তখন ইহাকে দেখিয়া স্বয়ং ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা আমি যখন নিরস্ত্র হইয়া কেবল ভুজবলে প্রতিপক্ষকে মর্দ্দন করিতে থাকিব তখন জানি না কেই বা প্রাণের আশঙ্কা না রাখিয়া আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। আমি অস্ত্র শস্ত্র চাহি না, আজ এই ভুজবলে ইন্দ্রকেও নিপাত করিব।

বলিতে কি, রাম যদি আজ এই মুষ্টিবেগ সহিয়া থাকিতে পারে তবে শীঘ্রই আমার শর তাহার শোণিত পান করিবে। রাজন্! আমি বিদ্যমানে আপনি কেন এইরূপ চিন্তিত হইতেছেন। আপনি রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমিই তাহাকে বিনাশ করিতে চলিলাম। আমি রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাদাহী রাক্ষসনিহন্তা হনুমানকেও বধ করিয়া আসিব। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যুদ্ধে বানরগণকে এককালে ভক্ষণ করিব। যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন তথাচ আমি জয়শ্রী অধিকার করিয়া আপনাকে অসাধারণ যশঃপ্রদান করিব। আমার ক্রোধে সুরগণকেও ভূমিশায়ী হইতে হইবে। আমি যমরাজকে পরাস্ত করিব, অগ্নিকে ভক্ষণ করিব, নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত সূর্য্যকে ভূতলে পাড়িব, ইন্দ্রকে মারিব, সমুদ্র পান করিব, পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া দিব। জীবগণ আজ এই চির-নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। আমার জঠর-জ্বালা শান্তি করিতে স্বর্গও পর্য্যাপ্ত হয় না। রাজন্! এক্ষণে আমি শত্রুনাশ পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সুখাবহ সুখ আহরণার্থ চলিলাম। আপনি স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বকার্য্যে দৃষ্টি রাখুন। আজ রাম বিনষ্ট হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, কুম্ভকর্ণ! তোমার সৎকুলে জন্ম সত্য, কিন্তু তুমি অত্যন্ত গর্ব্বিত, তোমার আকার অতি কদর্য্য, তুমি সকল স্থলে সকল কথা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝিতে পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু তুমি বাল্যাবধি প্রগল্‌ভ, তজ্জন্যই কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাজ দেশকালের বিধিব্যবস্থা বিলক্ষণ জানেন। ইনি স্বপক্ষে উন্নতি ও পরপক্ষে অবনতি বুঝিতে পারেন এবং এই স্বপরপক্ষে ক্ষয়বৃদ্ধির অসদ্ভাবে যে কিরূপে অবস্থান করিতে হয় তাহাও জানেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞ বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বুদ্ধি সামান্য, কেবল বলই যাহার সর্ব্বস্ব, সেও যে বিষয়ে ইতস্তত করে কোন্ সুপণ্ডিত রাজা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? আর তুমি যে বিরোধী ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কথা উল্লেখ করিলে সেই সকল যথার্থত বুঝিতে তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। দেখ, কর্ম্মই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কারণ; নিষ্ক্রিয় লোকের কোন রূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং

যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্পবিশেষের বলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোক নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপেক্ষিত হইলেও কোনরূপ প্রত্যবায় নাই। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয় কিন্তু কামের শুভ ফল তদ্দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কামের অনুষ্ঠান নৃপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আর আমরাও মহারাজকে এই বিষয়ে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম, ফলত এক জন বলবান যে শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি যে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিবার হেতু দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে যাহা অসাধু ও অসঙ্গত তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছি শুন। যে ব্যক্তি জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে তুমি গিয়া একাকী কিরূপে তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা কর। পূর্ব্বে যে সমস্ত রাক্ষস জনস্থানে পরাজিত হইয়াছিল আজ কি তুমি এখানে তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত দেখিতেছ না? তুমি মহাবীর রামকে কুপিত সিংহ ও প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ জানিয়াও প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং ক্রোধে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, কোন্ মূর্খ সেই মৃত্যুবৎ দুর্বিষহ মহাবীরের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে।

আমার বোধ হয়, তাঁহার প্রতিমুখে থাকিলে এই সমস্ত সৈন্য সংকটাপন্ন হইবে, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার একাকী গমন আমি কিছুতেই অনুমোদন করি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের মমতা নাই, কোন্ নির্বোধ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্যজ্ঞানে বশীভূত করিতে চায়। কুম্ভকর্ণ! মনুষ্যজাতিতে যাহার তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজস্বী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাও।

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! আপনি জানকীরে হস্তগত করিয়াও কি কারণে বিলম্ব করিতেছেন, যদি ইচ্ছা করেন, ত জানকী এখনই আপনার বশবর্ত্তিনী হন। আমি এই বিষয়ে একটী উপায় স্থির করিয়াছি এক্ষণে আপনি তাহা শুনুন এবং সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, যদি প্রীতিকর হয় ত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমার প্রস্তাব এই যে দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দ্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে নির্গত হইতেছি আপনি অগ্রে এই কথা সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিন। এই অবসরে আমরাও গিয়া রামের সহিত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করি। যদি তাঁহাকে জয় করিতে পারি তবে জানকীরে বশীভূত করিবার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই; আর যদি আমরা তাঁহাকে জয় করিতে না পারি, এবং

যদি নিজে নিজে জীবিত থাকি তবে আমি, যাহা কহিতেছি তাহাই করা আবশ্যক। মহারাজ! আমরা রামনামাঙ্কিত শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব। আসিয়া বলিব যে আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইলাম। পরে আপনার চরণে ধরিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিব। ইত্যবসরে আপনিও গজস্কন্ধ নামক চর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের এই বধবার্ত্তা সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিবেন। পরে আপনি সবিশেষ প্রীত হইয়াই যেন ভৃত্যগণকে খাদ্য দ্রব্য, দাস দাসী ও ধন বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্ত্র ও গন্ধ মাল্য দান করিবেন; এবং স্বয়ংও হৃষ্ট হইয়া মদ্য-পান করিতে থাকিবেন। এইরূপে রামের বধবার্ত্তা সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইলে, আপনি অশোক বনে যাইবেন এবং সীতাকে নির্জ্জনে সান্ত্বনা করিয়া ধনধান্যে প্রলোভিত করিতে থাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় বঞ্চিত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন। তিনি রমণীয় স্বামীকে বিনষ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ লঘুতা হেতু আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বে তিনি পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন এক্ষণে দুঃখে ক্লিষ্ট, সুতরাং সুখ আপনার আয়ত্ত বুঝিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনার বশবর্ত্তিনী হইবেন। রাজন্! আমার বুদ্ধিতে ত ইহাই সুখ

সাধনের উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাত্রেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সংগ্রামার্থ উৎসুক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না; আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন যুদ্ধে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে না। রাজন্! সৈন্যক্ষয় ও প্রাণশংসয় না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রু জয় করুন, ইহাতে যশ পুণ্য শ্রী ও চিরকীর্ত্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আজ দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর করিব; আজ আপনি বৈরশুদ্ধি পূর্ব্বক সুখী হউন। বীরগণ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি আজ রণস্থলে এই গর্জ্জন কার্য্যে প্রদর্শন করিব।

পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কহিলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা পণ্ডিতাভিমানী নির্ব্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা যুদ্ধভীরু, চাটু বাক্যে কেবল মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদের ব্যবসায়, ফলত তোমরাই ইহাঁর সমস্ত কার্য্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলে। এক্ষণে এই লঙ্কার কি দুরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামাত্র অবশিষ্ট, সৈন্য সকল বিনষ্ট এবং কোষাগার শূন্য; বলিতে কি, তোমরা ইহাঁকে আশ্রয় করিয়া মিত্রব্যপদেশে যথার্থতই শত্রুর কার্য্য করিয়াছ। অতঃপর এই আমি তোমাদের দুর্নীতিকৃত অনর্থ ক্ষালন করিবার জন্য এখনই যুদ্ধে চলিলাম।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া কুম্ভকর্ণকে কহিলেন,

এই মহোদর রামের বিক্রমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই যুদ্ধ ইহার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। বীর! সৌহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই; এক্ষণে তুমি জয় লাভার্থে নির্গত হও। দেখ, আমি কেবল শত্রুবিনাশ করিবার জন্য তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি, ফলত এইটী রাক্ষসগণের একটি সঙ্কটকাল। এক্ষণে তুমি শূলধারণ পূর্ব্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমমুর্ত্তি দেখিবা মাত্র চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে এবং রাম ও লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া রাবণ জয়লাভের বিশ্বাসে অনুমান করিলেন যেন দুঃখের জীবন অবসান হইয়া তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও বিক্রম জানিতেন। তন্নিবন্ধন হর্ষে তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ রক্তমাল্য-সুশোভিত শূল দৃশ্য ও গুরুত্বে বজ্রের অনুরূপ; উহা অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুরহন্তা শত্রুশোণিতরঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই

যুদ্ধে যাইব এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।

তখন রাবণ কহিলেন, বীর! বানরগণ বলবান ও সমর-নিপুণ; উহারা তোমায় একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে দন্তাঘাতে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি শূলমুদ্গারধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর এবং নিশাচরগণের অহিতকর শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া আইস।

অনন্তর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কুম্ভ-কর্ণকে মধ্যমণিশোভিত শশাঙ্কোজ্জ্বল স্বর্ণহার পরাইয়া দিলেন। পরে অঙ্গদ অঙ্গুলিত্রাণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথা-স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, কর্ণযুগলে কুণ্ডল এবং, কণ্ঠে দিব্য সুগন্ধী মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃহৎকর্ণ মহাবীর এইরূপ সুসজ্জিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগি-লেন। তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণশ্যামল শ্রোণীসূত্র, বোধ হইল যেন অমৃতমন্থনের সময় মন্দর গিরি উরগবেষ্টনে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়া-ছেন। পরে ঐ বীর স্বর্ণময় বিদ্যুৎপ্রভ বর্ম্ম ধারণ করিলেন। উহা জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ভারসহ ও দুর্ভেদ্য; ঐ বর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সন্ধ্যামেঘরঞ্জিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইরূপে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া শূল-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাঁহাকে ত্রিপদে স্বর্গ মর্ত্ত্য

পাতাল আক্রমণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিঙ্গন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎকালে অনবরত শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। হস্তী অশ্ব মেঘনির্ঘোষ রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাক্ষসেরা সর্প উষ্ট্র গর্দ্দভ সিংহ হস্তী মৃগ ও পক্ষীতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছত্র; যুদ্ধ যাত্রাকালে সকলে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ ভীমমূর্ত্তি মহাবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নির্গত হইলেন। বহুসংখ্য পদাতি উহাঁর অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা বিকটদর্শন ভীমনেত্র মহাকায় ও মহাবল; উহাদের দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপুঞ্জবৎ নীল, এবং নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। উহাদের হস্তে শূল, শাণিত খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ ও গদা; অনেকে মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ করিয়াছে। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত পদাতি-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া করাল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ প্রস্থে শত ধনু দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু; এবং নেত্রদ্বয় শকটচক্রের অনুরূপ। ঐ দগ্ধশৈলসঙ্কাশ মহাবক্ত্র বীর ব্যূহ

রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অট্টহাস্যে কহিলেন, দেখ, অগ্নি যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি রোষানলে প্রধান প্রধান বানরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা ঐ সমস্ত বনচারী জীবজন্তুর অপরাধ কি, সেই জাতি ত মদ্বিধ লোকের উদ্যানের অলঙ্কার। রামই লঙ্কা অবরোধের হেতু, তাহার বিনাশেই সকলের বিনাশ, অতএব আজ তাহাকেই অগ্রে বধ করিব।

তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই আশ্বাসকর বাক্যে সমুদ্রকে কম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে ভীষণ দুর্নিমিত্ত সকল উপস্থিত। মেঘ গর্দ্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, অনবরত জ্বলন্ত উল্কাপাত ও ভীম-রবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, সমুদ্র ও বনের সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত, ভীষণ শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক চীৎকার আরম্ভ করিল, বিহঙ্গেরা বাম ভাগে মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল, একটী গৃধ্র কুম্ভকর্ণের গমনপথে শূলোপরি পতিত হইল, ঐ বীরের বামনেত্র স্পন্দিত ও বাম বাহু কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ এবং সুখস্পর্শ বায়ু নিস্পন্দ হইলেন। কুম্ভকর্ণ কালমোহে মুগ্ধ; তিনি এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ পর্ব্বতাকার বীর পদক্ষেপে প্রাকার

লঙ্ঘন পূর্ব্বক মেঘাকার অদ্ভুত বানরসৈন্য দেখিতে পাইলেন। বানরেরাও উহাঁকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ হর্ষভরে মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরেরা আরও ভীত হইয়া ছিন্নমূল শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের হস্তে প্রকাণ্ড অর্গল; তিনি শত্রুসংহারার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘোরতর শব্দে সমুদ্র নিনাদিত পর্ব্বত কম্পিত ও বজ্রধ্বনি পরাজিত হইতে লাগিল, বানরগণ ঐ ইন্দ্র বরুণ ও যমের অবধ্য ভীমনেত্র রাক্ষসকে দেখিবামাত্র চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তখন কুমার অঙ্গদ বানরগণকে ভীত মনে করিয়া মহাবল নল নীল গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব আভিজাত্য ও অনন্যসুলভ বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ? এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ঐ যাহা দেখিতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা স্ববিক্রমে ঐ উত্থিত বিভীষিকা নষ্ট করিব। তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন বানরগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষপ্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

শিলা তাঁহার দেহে চূর্ণ হইতে লাগিল, পুষ্পিত বৃক্ষ স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে তদ্রূপ ঐ মহাবীর ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অনেক বানর রক্তাক্ত হইয়া কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল, অনেকে সমুদ্রে গিয়া পড়িল, অনেকে বনপ্রবেশ করিল এবং অনেকে সেতুপথে সমুদ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই আর অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি করিবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়প্রভাবে মলিন, ভল্লুকগণ বৃক্ষ ও পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল, কেহ কেহ মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিল, এবং কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর অঙ্গদ কহিলেন বানরগণ! স্থির হও, অতঃপর আমরা যুদ্ধ করিব। তোমরা যদিও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতেছ কিন্তু আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাই না। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষায় এত যত্ন কেন? তোমরা নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলে পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে, সেইরূপ উপহাস সুজীবিদিগের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তোমরা বৃহৎ ও মহৎ কুলে জন্মিয়াছ, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় যাও। যখন সকলে বীর্য্য প্রদর্শন না করিয়া সভয়ে পলায়ন করিতেছ তখন তোমরা

নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্বস্ব মহত্ত্ব প্রখ্যাপন পূর্ব্বক প্রভুর হিতসাধন করি বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে এক্ষণে তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়া জীবিত থাকে সেই ভীরু কাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কথা রটনা হয়। অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং সৎপুরুষের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ করিব, ভীরু কাপুরুষের দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিব, বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব, না হয় শত্রুনাশ পূর্ব্বক ইহলোকে একটী স্থির কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া যাইব। দেখ, ঐ কুম্ভকর্ণ রামের হস্তে আজ বহ্নিমুখে পতিত পতঙ্গের ন্যায় কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আমরা বীরগণের গণনীয়, আমরা যদি পলাইয়া আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে এক ব্যক্তির বিক্রমে ভীত হইয়া বহুসংখ্য লোক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে আমাদের এই অপ-কলঙ্ক সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে থাকিবে।

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বীরবিগর্হিত বাক্যে কহিল, যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, এখন রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকি এরূপ সময় নহে; চলিলাম, আমাদের প্রাণ অতিমাত্র প্রীতিকর। এই বলিয়া সকলে চতুর্দ্দিকে দ্রুতপদে পলাইতে লাগিল। কিন্তু অঙ্গদ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও জয়ের আশা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। উহারা অঙ্গদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিমুখে চলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য বানর বিনষ্ট হইয়া দেহপ্রসারণ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গরুড় যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বিবিদ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণকে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দ্বিবিদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া আর একটী গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃঙ্গপ্রহারে বহুসংখ্য অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইয়া গেল,

রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। তখন রথস্থ মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জন পূর্ব্বক কালকল্প শরে বানরদিগকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক হস্ত্যশ্ব রথের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্ণও শূল দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ ছেদ ও বৃক্ষ সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সুশাণিত শূল হস্তে লইয়া বানরগণের অভিমুখে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক উঁহার প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে শৃঙ্গাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সর্ব্বাঙ্গ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি প্রহারবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ দীপ্তশিখরধারী গিরিবৎ দীর্ঘাকার মহাবীর বিদ্যুত্ভাস্বর শূল বিঘূর্ণিত করিয়া কুমার যেমন কঠোর শক্তি অস্ত্রে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তদ্দ্বারা হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। হনুমান প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতে লাগিল, তিনি যুগান্ত কালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ব্যথিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল নীল সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের মুষ্টি-প্রহারে চূর্ণ এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধ-মাদন এই পাঁচজন মহাবীর বৃক্ষ শিলা উদ্যত করিয়া কুম্ভ-কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব্ব স্পর্শসুখ অনুভব হইতে লাগিল। পরে তিনি বেগে গিয়া ভুজপঞ্জরে ঋষভকে গ্রহণ করিলেন। ঋষভ তাঁহার বাহুবেষ্টনে আরক্তমুখ ও নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কুম্ভকর্ণ শরভকে মুষ্টিপ্রহার পূর্ব্বক নীল ও গবাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত করিলেন। উহাঁদের সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উহাঁরা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তখন সহস্র সহস্র বানর মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং লম্ফ দিয়া পর্ব্বতবৎ তাঁহার উপর আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন এবং তাঁহাকে নখদন্তে ক্ষত বিক্ষত করিয়া মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্ব্বত যেমন শোভিত

হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত দেহোপরি আরূঢ় বানরে কুম্ভকর্ণ অপূর্ব্ব শোভা পাইলেন। পরে গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য আস্যকুহরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাশারন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অনতিকাল মধ্যে রণ-স্থল মাংসশোণিতে কর্দমময় হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে সুশোভিত হইলেন এবং বহ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে সেইরূপ বানর-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরেরা ভীত হইয়া বিকৃত স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগ্নমনে রামের শরণাপন্ন হইল। ইত্যবসরে মহাবীর অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ঘনঘন সিংহনাদ ও অনুবর্ত্তী রাক্ষসগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সিংহনাদে বানরগণকে ভয় প্রদর্শন

পূর্ব্বক অঙ্গদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন সমর-পটু মহাবল অঙ্গদ ঝটিতি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন, কুম্ভকর্ণের শূলও ব্যর্থ হইয়া গেল। পরে অঙ্গদ লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের বক্ষে মহাবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বিদ্রূপ সহকারে অঙ্গদকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। অঙ্গদ প্রহারবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মহা-বীর কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া চলি-লেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং শৈলশিখর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ উহাঁকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া হস্ত পদ প্রসারণ পূর্ব্বক উহাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুম্ভকর্ণের সর্ব্বাঙ্গ বানর-রক্তে সিক্ত, তিনি অনবরত বানর ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব উহাঁকে কহিলেন, রাক্ষস! আজ অনেক বীর তোমার হস্তে বিনষ্ট হইল, তুমি অতি দুস্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ এবং অনেক বানরকে ভক্ষণ করিয়াছ, এই বীর-কার্য্যে তোমার যশ অবশ্যই বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এই বানরসৈন্য ছাড়িয়া দেও, ক্ষুদ্রকে লইয়া বিশেষ কি ফল।

আমি এই শৈলশিখর নিক্ষেপ করিতেছি তুমি আজ একবার ইহা সহ্য কর।

তখন কুম্ভকর্ণ কহিলেন বানর! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরজার পুত্র তোমার ধৈর্য্য ও বীর্য্য উভয়ই আছে এই জন্যই তুমি এই রূপ আস্ফালন করিতেছ।

অনন্তর সুগ্রীব সেই বজ্রসার শৈলশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সহসা কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিবা মাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে বানরেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসেরা মহা হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ শিখরাঘাতে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া সুগ্রীবকে সংহার করিবার জন্য বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ স্বর্ণশৃঙ্খলনিবদ্ধ সুশাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি হৃষ্টমনে ঐ কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত গুরুভার শূল জানুদ্বয়ে আরোপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিলেন। বানরসৈন্য পুলকিত হইল। উহারা দন্তভরে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন

এবং মলয় গিরির শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। সুগ্রীব প্রহারব্যথায় মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ মহাবীর সুগ্রীবকে লইয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার; তিনি সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া উত্তুঙ্গশৃঙ্গধারী সুমেরুর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইলেন। সুরগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ ও সুরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলাইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ এইরূপে সুগ্রীবকে হরণ করিয়া স্থির করিলেন, অতঃপর ইহার বিনাশেই রামের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হইবে।

তখন ধীমান হনুমান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব ত গৃহীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য। অতঃপর যাহা ন্যায্য, আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। আমি পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণকে গিয়া বিনাশ করি। কুম্ভকর্ণ আমার মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট এবং কপিরাজ সুগ্রীব বিমুক্ত হইলে সমস্ত বানর অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে। অথবা আমারই এইরূপ করিবার প্রয়োজন কি? যদি সুগ্রীব সুরাসুর

ও উরগগণের হস্তেও পতিত হন তবে স্বীয় পৌরুষেই সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন। বোধ হয় এক্ষণে তিনি প্রহার-ব্যথায় বিহ্বল হইয়া আছেন এই জন্য নিজের অবস্থা সম্যক জানিতে পারেন নাই। তিনি অচিরাৎ সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আপনার ও বানরগণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু আমি যদি তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া আনি ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এতন্নিবন্ধন তাঁহার একটী কলঙ্কও চিরকাল রহিয়া যাইবে। অতএব আমি কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বয়ংই কুম্ভকর্ণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে এই সমস্ত বানরসৈন্য চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে; আমি প্রবোধবাক্যে ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি। হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশীল সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বিমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মস্তকে উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব রাজমার্গের শীতল বায়ু এবং লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজবেষ্টনে বদ্ধ, তিনি অতি কষ্টে সচেতন হইয়া লঙ্কার রাজপথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে

লাগিলেন, আমি ত প্রতিপক্ষের হস্তে সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক? এমন কোন অনুষ্ঠান করা চাই যাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হিতকর ও প্রীতিকর হইতে পারে। মহাবীর সুগ্রীব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঝটিতি নখাঘাতে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও তীক্ষ্ণ দশনে নাসা ছেদন পূর্ব্বক পাদপ্রহারে উহাঁর দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের দেহ অজস্রক্ষরিত রক্তধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে সুগ্রীবও কন্দুকবৎ বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রামের সহিত পুনর্ব্বার সমাগত হইলেন।

কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, পর্ব্বত যেমন প্রস্রবণে শোভিত হয় তিনি সেইরূপ অজস্রক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা, তৎকালে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমাকার মহাবীরের পুনর্ব্বার যুদ্ধেচ্ছা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া এক ঘোর মুদ্গার লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চলিলেন। তিনি পুরী হইতে

সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মহাপ্রলয়ের প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুধা অতিমাত্র প্রবল, তিনি অত্যন্ত রক্তমাংসলোলুপ। ঐ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ অজ্ঞানত নির্ব্বিশেষে পিশাচ রাক্ষস বানর ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এককালে দুই তিনটি বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন যুগান্তকালে কৃতান্ত লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণের সৃক্কণীদ্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মেদ বসা ও রক্তে লিপ্ত, কর্ণে অন্ত্রনাড়ির মালা, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, তিনি মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত করাল কালমূর্ত্তির ন্যায় বানরগণকে শূল প্রহার পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। তখন বানরেরাও অতিমাত্র ভীত হইয়া দ্রুতপদে রামের শরণাপন্ন হইল।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সাত শরে কুম্ভকর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পরে আবার অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের শরজালে নিপীড়িত হইয়া স্ববিক্রমে তৎ সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি উঁহার স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরনিকরে আচ্ছন্ন

করিয়া দিলেন। নীলকলেবর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত শরে নিপীড়িত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য্য যেমন জলদপটলে শোভিত হন সেই-রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি অবলীলা-ক্রমে কৃতান্তকেও পরাস্ত করিয়াছি. এক্ষণে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত এইরূপ যুদ্ধ করিতেছ, তখন তোমার বীরকীর্ত্তি অবশ্যই ঘোষিত হইবে। আমি রণস্থলে অস্ত্রধারী কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি, যুদ্ধের কথা কি, তুমি যখন আমার সম্মুখে এই কাল যাবৎ তিষ্ঠিয়া আছ ইহাতেই তোমার গৌরব। পূর্ব্বে সুরগণপরিবৃত ঐরাবতাধিরূঢ় ইন্দ্রও কদাচ এইরূপ পারেন নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আমি তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমায় অনুজ্ঞা দেও আমি রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান করি। দেখ, রামকে বিনাশ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাহার বিনাশে আর আর সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রামের পর যে সকল বীর অবশিষ্ট থাকিবে আমি সর্ব্বসংহারক বলবীর্য্যে তাহা-দিগকে বধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসা বাক্যে এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তোমার বলবিক্রম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য তাহা অলীক নহে, আমিও তাহা

সম্যক বুঝিতে পারিলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রাম অচল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করত রামের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন রাম ভীষণ শাণিত শর দ্বারা উহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। রোষাবিষ্ট কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে অঙ্গার-মিশ্রিত অগ্নিশিখা উদ্গার হইতে লাগিল। তিনি রামের শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া ঘোরতর চিৎকার পূর্ব্বক ক্রোধভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার গদা করভ্রষ্ট হইয়া গেল, অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইলেন তখন কেবল মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামশরে ক্ষতবিক্ষত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্রধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তীব্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত ও শোণিতগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া বানর রাক্ষস ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং এক শৈলশৃঙ্গ মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম স্বর্ণখচিত সরলগামী সাত শরে ঐ শৈলশৃঙ্গ অর্দ্ধ পথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গ দুই শত বানরকে চূর্ণ করিয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পতিত হইল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করি-

বার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! এই বীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানরও বুঝে না, রাক্ষসও বুঝে না আত্মপর সকলকেই নির্ব্বিশেষে ভক্ষণ করিতেছে। ভাল, এক্ষণে বানরেরা উহার উপর গিয়া আরোহণ করুক, যূথপতিগণ স্বস্ব মর্য্যাদা অনুসারে অগ্রগামী হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে উত্থিত হউক। আজ ঐ দুর্ম্মতি গুরুভারে নিপীড়িত হইলে বিচরণ করিবার কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

অনন্তর মহাবল বানরগণ লক্ষ্মণের বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণের উপর গিয়া আরোহণ করিল। কুম্ভকর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দেহ কম্পিত করে সেইরূপ তিনি উহাদিগকে মহাবেগে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিলেন, এবং তিনি ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে উহাঁকে দগ্ধ করিয়াই যেন উহাঁর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভকর্ণনিপীড়িত বানরগণ অত্যন্ত পুলকিত হইতে লাগিল। মহাবীর রামের হস্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার শরাসন, স্কন্ধে শরপূর্ণ তূণীর, তিনি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে

প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, কিরীটশোভিত শোণিতলিপ্তদেহ রক্তচক্ষু মহাবীর কুম্ভকর্ণ রুষ্ট দিকহস্তীর ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। তিনি রাক্ষসগণে বেষ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ দেহ বিন্ধ্য ও মন্দরাকার, তিনি স্বর্ণাঙ্গদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় তাঁহার আস্যদেশ হইতে অজস্রধারে শোণিত ক্ষরণ হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত সৃক্কণীদ্বয় জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন, তাঁহার জ্যোতি দীপ্ত বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। রাম ঐ কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্ত্তি মহাবীরকে দেখিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে ভুজঙ্গদেহবৎ দীর্ঘবাহু রাম উহাঁকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই আমি শরাসনহস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষণ্ণ হইও না, জানিও আমিই রাক্ষসকুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃত স্বরে হাস্য করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ঐ মহাবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক মেঘগর্জ্জনবৎ ভীম ও গম্ভীর স্বরে বিকৃতরূপ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, খর ও কবন্ধ নহি এবং বালী ও মারীচও নহি,

আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। তুমি এই আমার লৌহময় প্রকাণ্ড মুদ্গার দেখ, আমি পূর্ব্বে ইহারই দ্বারা দেবাসুরকে পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিন্ন তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, এই নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে আমার বিশেষ কি কষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমাকে স্বদেহের বল-বীর্য্য প্রদর্শন কর, আমি অগ্রে তোমার বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।

তখন মহাবীর রাম কুম্ভকর্ণের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ বজ্রবেগ শরে আহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচ-লিত হইলেন না। যে শর সপ্ত শাল বিদীর্ণ করিয়াছিল এবং যদ্দ্বারা বালীর ন্যায় মহাবীর নিহত হন সেই বজ্রতুল্য শর কুম্ভ-কর্ণকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারিল না। ঐ রক্তাক্ত-দেহ সুরসৈন্যের দৃষ্টিভীষণ মহাবীর বৃষ্টিপাতের ন্যায় রামের ঐ শরপাত অক্লেশে সহ্য করিলেন। পরে তিনি মহাবেগে মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাস পূর্ব্বক বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর রাম শরাসনে এক বায়ব্য অস্ত্র যোজনা করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করি-লেন। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভকর্ণের মুদ্গর সহিত হস্ত অপহৃত হইয়া গেল, তিনি ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঐ গিরিশৃঙ্গাকার ভুজদণ্ড ভূতলে পড়িবামাত্র বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক রাম ও কুম্ভকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণ শিখরশূন্য পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে তিনি অপর হস্তে এক তাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম ঐ উরগাকার উদ্যত হস্ত সুশাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন হস্ত ভূতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা বৃক্ষ পর্ব্বত শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর চিৎকার পূর্ব্বক রামের প্রতি দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। তখন রাম দুই সুশাণিত অর্দ্ধচন্দ্র অস্ত্র দ্বারা উঁহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন। পদদ্বয় তদ্দণ্ডে দিক্ বিদিক গিরিগুহা মহাসমুদ্র ও লঙ্কা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্ত পদ খণ্ডিত, তিনি বড়বা-মুখাকার মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক গম্ভীর গর্জ্জন সহকারে অন্তরীক্ষে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয় সেইরূপ সহসা রামের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ণ শরনিকরে উঁহার মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট শব্দ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রখরজ্যোতি ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তসদৃশ ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র বিধূম বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র স্বতেজে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভীম বিক্রমে চলিল এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলসমলংকৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ বীরমুণ্ড পতিত হইবার কালে রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিল। কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড দেহ বেগে সমুদ্র জলে গিয়া পড়িল এবং নক্র কুম্ভীর মৎস্য ও উরগগণকে মর্দন পূর্ব্বক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। ঐ দেবব্রাহ্মণবৈরী মহাবীর এইরূপে নিহত হইলে পর্ব্বত সহিত পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিল, সুরগণ হর্ষভরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি মহর্ষি পন্নগ পক্ষী গুহ্যক যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলে রামের পরাক্রমে যারপর নাই হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেমন সিংহকে দেখিয়াই ব্যথিত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্ত্তরবে চিৎকার করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস পূর্ব্বক শোভিত

হন সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিকসিত পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উহারা বারং-বার রামকে পূজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হন নাই, তিনি সুরসৈন্যসংহারক, সুররাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন রাম সেইরূপ উঁহাকে বিনাশ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রাজন্! যে সমস্ত যূথপতি রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপণে বিক্রম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আমি তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিব। ঐ যে মহাবীরের দীর্ঘ লাঙ্গূলে নানাবর্ণের সুবিস্তীর্ণ চিক্কণ লোম উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে, উহাঁর নাম বীরবর হর। লক্ষ যুথপতি বৃক্ষ উদ্যত করিয়া লঙ্কায় আরোহণার্থ ইহাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। ঐ যে সকল বীরকে নীল নীরদের ন্যায় দেখিতেছেন উহারা ভীষণ ভল্লূক। উহারা সমুদ্রের রেণুকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দ্দেশ্য। উহাদের বল বীর্য্য বলিবার নহে। উহারা জনপদ, পর্ব্বত ও নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। জাম্ববান উহাদের অধিনায়ক। ঐ মহাবীর ভীমচক্ষু ও ভীমদর্শন, পর্জ্জন্য যেমন মেঘে সেইরূপ উনি ভল্লূকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আছেন। জাম্ববান ঋক্ষবান পর্ব্বতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নর্ম্মদার জল পান করিয়া থাকেন। উহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধূম্র। উনি রূপে তাঁহার অনুরূপ এবং বলবীর্য্যে তাঁহা

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। উনি শান্তস্বভাব গুরুসেবাপর ও বীর। ঐ ধীমান দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং দেবপ্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা গিরিশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত সৈন্য মৃত্যুভয়শূন্য। উহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচ, উহাদের সর্ব্বাঙ্গ লোমে আবৃত। যে বীর কখন লম্ফ প্রদান করিতেছেন, কখন বা উপবিষ্ট, বানরেরা যাঁহাকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে, উহাঁর নাম রম্ভ। উনি সর্ব্বদা সুররাজ ইন্দ্রের সন্নিহিত থাকেন। ইহাঁর সৈন্য বহুসংখ্য। এই মহাবীরের নাম সন্নাদন। উনি বানরগণের পিতামহ। উনি গমনকালে যোজনস্থিত পর্ব্বতকে দেহপার্শ্বে স্পর্শ করেন এবং দণ্ডায়মান হইলে যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ হন। চতুষ্পদের মধ্যে ইহাঁর তুল্য রূপ আর কাহারই নাই। পূর্ব্বে একবার সুররাজের সহিত ইহাঁর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন নাই।

ঐ দেখুন মহাবীর ক্রথন। উনি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ অগ্নির ঔরসে কোন এক গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উহাঁর বিক্রম ইন্দ্রের অনুরূপ, যথায় যক্ষাধিপতি কুবের জম্বু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে

পার্ব্বতী কিন্নরসেবিত পর্ব্বতগণের রাজা, উনি সেই কৈলাসে বাস করিয়া থাকেন। উনি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পরিচারক। উনি কার্য্যে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উনি কোটি সহস্র বানরের অধিনায়ক। উঁহার অভিপ্রায় এই যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন। ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী। উনি হস্তী ও বানরের পূর্ব্ববৈর স্মরণ এবং গজযূথপতিগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক গঙ্গার উপকূলে পর্য্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা। উনি বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া, বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। ঐ মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্ব্বতের এক শাখা আশ্রয় পূর্ব্বক সুরলোকে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উঁহার অনুগামী। উনি বিপক্ষের অজেয়।

ঐ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাঁহার সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট, যাঁহার নিকট রক্তবর্ণ ধূলিজাল উড্ডীন ও বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উনিই প্রমাথী। এই দিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাঙ্গূলের রাজা। ইনিই সেতুবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। ঐ সমস্ত শুভ্রমুখ ভীষণ মহাবল গোলাঙ্গূলগণ লঙ্কা নির্ম্মূল করিবার আশয়ে উঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতেছে। ঐ মহাবীর কেশরী।

যথায় বৃক্ষশ্রেণী সর্ব্বদা ফলপুষ্পে শোভিত আছে, ভ্রমরেরা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য যাহাকে সতত প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার অরুণ বর্ণে মৃগপক্ষিগণ রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, মহর্ষিরা যাহার উচ্চ শিখর পরিত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধু বিলক্ষণ সুলভ, সেই সুরম্য সুমেরু পর্ব্বতে এই বানরবীর বাস করিয়া থাকেন।

ঐ মহাবল শতবলী। ষষ্টি সহস্র স্বর্ণ শৈলের মধ্যে সাবর্ণিমেরু নামে যে পর্ব্বত আছে উনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। উঁহার সহিত বহুসংখ্য শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ বানর উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্ণ, নখ ও দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সিংহের ন্যায় তাহাদের দন্ত চারিটি এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা অতিমাত্র-দুর্দ্ধর্ষ। ঐ সমস্ত বানর হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাঙ্গূল অতিমাত্র দীর্ঘ এবং দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর, নেত্র বর্ত্তুলাকার ও পিঙ্গল। উহারা দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছারখার করিতেছে। শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিনায়ক। ঐ বীর জয়লাভার্থ নিয়ত সূর্য্যোপস্থান করিয়া থাকেন। উনি মহাবল ও মহাবীর্য্য। উনি স্বীয় পৌরুষে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। রাজন্! একমাত্র ঐ বীরই স্বসৈন্যে লঙ্কা

উৎসন্ন করিতে পারেন। উনি রামের প্রিয়সাধনে প্রাণপণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বীর ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানব আছে। তাহারা প্রত্যেকেই দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত। এতদ্ব্যতীতও বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী অনেকানেক বীর উপস্থিত আছে, বহুত্ব নিবন্ধন তাহাদের সংখ্যা করাই দুষ্কর। রাজন্! ঐ সমস্ত বীর পর্ব্বতাকার ও মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষণমাত্রে পৃথিবীর পর্ব্বত সকল বিপর্য্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে।

অষ্টাবিংশ সর্গ

অনন্তর শুক কহিতে লাগিল, রাজন্! ঐ অগ্রে যে সমস্ত বীর উপবিষ্ট, যাঁহাদিগকে মত্ত হস্তীর ন্যায়, গঙ্গাতটস্থ বটের ন্যায় এবং হিমাচলের শাল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকার দেখিতেছেন, উহাঁরা কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। উহাঁদের নিবাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যা। ঐ সমস্ত বানর দুঃসহবীর্য্য দৈত্যদানবতুল্য ও কামরূপী। উহাঁরা যুদ্ধে দেববিক্রমে অবতীর্ণ হন। উহাঁদের সংখ্যা সহস্র কোটি, সহস্র শঙ্কু ও শত বৃন্দ। উহাঁরা দেবতা ও গন্ধর্ব্বের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরূপী দুইটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উহাঁদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। বলবীর্য্যে উহাঁদিগের তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই। উহাঁরা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়াছিলেন। উহাঁদের ইচ্ছা যে কেবল উহাঁরাই লঙ্কা ছারখার করেন। ঐ অদূরে যে মহাবীর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনি পবনকুমার হনুমান। উনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্রকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য লঙ্কামধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন,

এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। উনি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমুদ্রলঙ্ঘন উহাঁরই কার্য্য। উনি মহাবল কামরূপী ও সুরূপ। উহাঁর গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বালক ছিলেন তখন একদা উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যত হন। আমি তিন সহস্র যোজন লঙ্ঘন পূর্ব্বক সূর্য্যকে আহরণ করিব, পৃথিবীর ফলে আমার ক্ষুধাশান্তি হইতেছে না, উনি এইরূপ সংকল্প করিয়া বলগর্ব্বে লম্ফ প্রদান করিলেন। সূর্য্য দেবর্ষি ও রাক্ষসেরও অধৃষ্য, এই বীর তাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্ব্বতে পতিত হন। ইহাঁর হনুদেশ সুদৃঢ়, কিন্তু ঐরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবামাত্র শিলাতলে তাহার একটী ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি ইহাঁর নাম হনুমান হইয়াছে। আমি ইহাঁকে জানি এবং ইহাঁর পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছি। ইহাঁর বলবীর্য্য রূপ ও প্রভাব কীর্ত্তন করা যায় না। যিনি জ্বলন্ত অগ্নি লঙ্কায় নিক্ষেপ করেন, রাজন্! আজ কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেজে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন।

ঐ হনুমানের পরেই যে শ্যামকান্তি পদ্মপলাশলোচন বীর উপবিষ্ট উনি রাম। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ। উহাঁর পৌরুষের কথা সর্ব্বত্র প্রথিত। উহাঁতে ধর্ম্ম স্খলিত হয় না এবং উনিও ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না! উনি

বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য। ব্রাহ্ম অস্ত্র উহাঁর অধিকৃত আছে। ঐ মহাবীরের শর স্বর্গ মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে। কৃতান্তের ন্যায় উহাঁর ক্রোধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উহাঁর বল বিক্রম। আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনেন এক্ষণে তিনিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উহাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বীর পুরুষ উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আরক্ত এবং কেশ সুনীল ও কুঞ্চিত, উনিই লক্ষ্মণ। উনি জ্যেষ্ঠের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিয়তই নিযুক্ত আছেন। উনি নীতিনিপুণ ও যুদ্ধকুশল। উনি বীরগণের অগ্রণী অসহিষ্ণু দুর্জ্জয় ও জয়শীল। উনি রামের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং বহিশ্চর প্রাণ। উনি রামের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। একমাত্র এই বীরই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিতে পারেন। যিনি ঐ রামের বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, কএকটী রাক্ষস যাঁহার সহচর, উনি রাজা বিভীষণ। রাজাধিরাজ রাম উহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি ক্রোধনিবন্ধন আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আর যে মহাবীরকে মধ্যস্থলে অচল পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতেছেন উনি বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব। উনি তেজ যশ বুদ্ধিবল ও আভিজাত্যে গিরিবর হিমাচলের ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা উহাঁর বাসস্থান।

ঐ গিরিসঙ্কটে উনি প্রধান যূথপতিগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। উহাঁর গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লম্বিত। ঐ হার দেব মনুষ্যের স্পৃহনীয় এবং উহাতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম বালিবধ করিয়া সুগ্রীবকে ঐ হার, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজন্! শত লক্ষ এক কোটি, লক্ষ কোটি এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কু এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কু এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্ম এক খর্ব্ব, লক্ষ খর্ব্ব এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্র এক মহৌঘ। মহাবীর সুগ্রীব সহস্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব্ব, শত সমুদ্র ও শত মহৌঘ বানর, বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজন্! এই বানরসৈন্য জ্বলন্ত গ্রহতুল্য, আপনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ যত্নবান হউন এবং যাহাতে জয় লাভ হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হউন।

একোন ত্রিংশ সর্গ

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দ্দেশক্রমে যূথপতি বানরগণ, মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সুগ্রীব, বালিতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান্, দুর্জ্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শুক ও সারণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ সভয়ে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন রাবণ ক্রোধগদ্গদ স্বরে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, প্রভুর ভয় বিপদে কোন রূপ অপ্রিয় বলা অনুজীবি ভৃত্যের অত্যন্ত অনুচিত। যাহারা যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শত্রুর অপ্রসঙ্গত উৎকর্ষের কথা বলা ভৃত্যের কর্ত্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সার গ্রহণ কর নাই তখন আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণকে বৃথা সেবা করিয়াছ। হয়ত এক সময় নীতিশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়াছিলে এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা কেবল অজ্ঞানেরই

বোঝা বহিতেছ। আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল। আমি স্বয়ং শাসনকর্ত্তা, আমার মুখেই অন্যের শুভাশুভ; তোরা যে আমায় এইরূপ নিদারুণ কথা কহিতেছিস্ তোদের কি মৃত্যুভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলস্পর্শে দগ্ধ না হইয়াও থাকিতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোরা শক্রর স্তুতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এক্ষণে পূর্ব্বোপকার স্মরণে যদি আমার ক্রোধ মন্দীভূত না হয় তবে এখনই তোদের শিরশ্ছেদন করিব। রে দুর্বৃত্ত! তোরা মর্, আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যা। তোরা বিস্তর উপকার করিয়াছিস্ তজ্জন্যই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোরা কৃতঘ্ন ও নিঃস্নেহ তোদের আর মরিবার অবশিষ্ট কি আছে।

তখন শুক ও সারণ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া রাবণকে জয় শব্দে অভিনন্দন পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনন্তর রাবণ সন্নিহিত মহোদরকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কএক জন বিশ্বস্ত চরকে আনয়ন কর। মহোদর রাক্ষস-রাজ রাবণের আদেশমাত্র চরনকলকে আহ্বান করিল। চরেরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া রাবণকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। উহারা বিশ্বস্ত বীর সুধীর ও নির্ভয়। রাবণ উহাদিগকে কহিলেন,

দেখ, তোমরা গিয়া রামের সমস্ত কার্য্য পরীক্ষা কর। যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, যাহারা প্রীতিনিবন্ধন তাহার সহিত সমবেত হইয়া আছে তাহাদেরও পরিচয় লইয়া আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কিরূপে জাগরিত থাকে, আজই বা কোন্ কাজ করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত জ্ঞাত হও। যিনি গুপ্ত চরের সাহায্যে শক্রর গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হন সেই সুপণ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

তখন ঐ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং শার্দূলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে লইয়া সুবেল পর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা ঐ সমস্ত সৈন্য দেখিবামাত্র ভয়ে অতিমাত্র বিহ্বল হইল। ইত্যবসরে ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গিয়া অবলীলাক্রমে ধরিলেন। শার্দ্দূল অত্যন্ত দুরাত্মা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বানরেরা উহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্ম্মশীল রাম একান্ত কৃপাপরতন্ত্র, তিনি উহাকে মুক্ত করিলেন। অপর দুই জনও উন্মুক্ত হইল। চরেরা

প্রহারপীড়িত ও হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিতে লাগিল।

ত্রিংশ সর্গ

অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন, শার্দ্দূল! তোমার মুখশ্রী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শত্রুর ক্রোধে পড়িয়াছিলে?

তখন ভয়বিহ্বল শার্দ্দূল মৃদু বচনে কহিতে লাগিল, রাজন্! বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত, স্বয়ং রাম তাহাদিগের রক্ষক, সুতরাং চরের সাহায্যে তাহাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বলিতে কি, উহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিবারই যো নাই, সে স্থলে প্রশ্ন কি রূপে সম্ভবিতে পারে? ঐ সমস্ত পর্ব্বতাকার বানর চতুর্দ্দিকে পথরক্ষা করিতেছে। আমি সৈন্যমধ্যে গিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার উপক্রম করিয়াছি ইত্যবসরে রাক্ষসগণ আমায় চিনিতে পারিল এবং আমাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ আমাকে পদাঘাত কেহ বা মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা পুনঃপুনঃ দংশন করিতে লাগিল। ক্ষমা করে উহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। উহারা আমায় সদর্পে সৈন্যমধ্যে লইয়া চলিল এবং আমাকে ইতস্ততঃ প্রচার পূর্ব্বক রামের সমক্ষে

উপস্থিত হইল। আমার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা, আমি ভয়বিহ্বল ও ব্যাকুল, তৎকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহার করিতেছিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কাকুতি মিনতি করিতেছিলাম, ইত্যবসরে রামকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। তিনিও 'হাঁ হাঁ কর কি' বলিয়া বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করিলেন। এই মহাবীরই শিলাশৈলে সমুদ্র পূর্ণ করিয়া সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বাররোধ করিয়া আছেন। তিনি গরুড়ব্যূহ আশ্রয় পূর্ব্বক লঙ্কার দিকেই আসিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রাকারের নিকটস্থ হইবেন, এক্ষণে আপনি হয় সীতা প্রদান করুন, নয় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে নানারূপ আন্দোলন পূর্ব্বক শার্দ্দূলকে কহিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বল, তন্মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র পৌত্র? আমি তাহাদের বলাবল বুঝিয়া কার্য্যনির্ণয় করিব। যাহারা যুদ্ধার্থী এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন শার্দ্দূল কহিল, রাজন্! সুগ্রীব ঋক্ষরজার পুত্র, জাম্ববান গদ্গদের পুত্র, গদ্গদের অপর পুত্রের নাম ধুম্র। কেসরী বৃহস্পতির পুত্র, হনুমান এই কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরস পুত্র। এই একমাত্র বীরই এই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসগণের

সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র, দধিমুখ সোমের পুত্র, সুমুখ দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী ব্রহ্মার পুত্র, ইহাঁরা বানর-রূপী স্বয়ং কৃতান্ত। সেনাপতি নীল অগ্নির পুত্র, মহাবল যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিপুত্র, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচ জন যমের পুত্র। অপর দশ কোটি যুদ্ধার্থী বানর দেবগণের পুত্র, অবশিষ্ট বানরের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। যিনি খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছেন সেই রাম দশরথের পুত্র। পৃথিবীতে ইহার তুল্য বীর আর নাই। ইনিই কৃতান্ততুল্য বিরাধ ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন। ইহাঁর গুণ অশেষ। ইনিই বাহুবলে জনস্থানের সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হস্তিমধ্যে যূথপতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; ইহাঁর শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ সূর্য্যের পুত্র, হেমকূট বরুণের পুত্র, নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র এবং দুর্ধর বসুর পুত্র। আপনার সহোদর বিভীষণ রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি লঙ্কাপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক রামের হিতানুষ্ঠানে তৎপর আছেন। রাজন্! আমি আপনাকে বানরসৈন্যের কথা সমস্তই কহিলাম, ইহারা সুবেল পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে যাহা কার্য্যাবশেষ তদ্বিষয়ে আপনিই প্রভু।

এক ত্রিংশ সর্গ

অনন্তর রাবণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উপমন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শীঘ্র আগমন করুন, অতঃপর আমাদিগের মন্ত্রকাল উপস্থিত। তখন মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ এবং তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের আদেশ পাইবামাত্র মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক বনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, জানকী দীনা ও শোকপরায়ণা। তিনি অবনতমুখে ভূতলে উপবিষ্ট, নিরন্তর রামকে চিন্তা করিতেছেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ

দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি নানারূপে তোমায় সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাঁহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার মূলোচ্ছেদ করিলাম, তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্য্যা হও। মূঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে তাহার চিন্তায় আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধীশ্বরী হইয়া থাক। তুমি নিতান্ত অল্পপুণ্যা, তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বৃথা অভিমান কর, তুমি হতাশ। এক্ষণে ঘোর বৃত্রাসুর-বধের ন্যায় তোমার ভর্ত্তৃবধের বৃত্তান্তটি শুন।

রাম আমার বধসংকল্পে সুগ্রীবসংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্য্যাস্তের পর সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্ব্বপ্রথমে ঐ সৈন্যমধ্যে আমার কএকটী চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। উহারা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, কূটমুদ্গর, যষ্টি, তোমর,

প্রাস, চক্র ও মুষল উদ্যত করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহাবীর প্রহস্ত* ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহার পূর্ব্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল ইত্যবসরে বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত অনুদ্দিষ্ট; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনু চূর্ণ এবং সে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্ববান জানুদ্বয়ে উত্থিত হইতেছিল, ইত্যবসরে পট্টিশ দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতলিপ্ত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতেছিল ইত্যবসরে খড়্গাঘাতে নিহত হয়। পনস পনসবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দধিমুখ নারাচচ্ছিন্ন হইয়া গুহায় শয়ন করিয়া আছে। কুমুদ শরাহত হইয়া নীরবে পতিত এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন হইয়া রুধির উদ্গার পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তীর পদ ও রথচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হন্যমান। সিংহেরা যেমন হস্তিযুথের অনুসরণ করে সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত কেহ বা আকাশে লুক্কায়িত হইল; ভল্লুকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল।

রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর পর্ব্বত ও কাননে যত বানর ছিল, সমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাঁহার শোণিতলিপ্ত ধুলিধুসর মস্তক আনিয়াছি।

এই বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন, ভদ্রে, তুমি ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান কর। সেই বীরই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনয়ন করে।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কহিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব! তুমি রামের মুণ্ড জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দীন দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের প্রিয়দর্শন মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শীঘ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোক-প্রথিত ভাস্বর শরাসন "ইহা রামের" বলিয়া তথায় নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে তোমার সেই মনুষ্য রামকে বিনাশ করিয়া এই শরাসন আনিয়াছে। রাবণ এই বলিয়া জানকীরে কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভার্য্যা হও।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন; কপিরাজ সুগ্রীব যে যুদ্ধসম্পর্কে রামের সহিত মিলিয়াছেন, হনুমানের একথাও স্মরণ করিলেন। সেই নেত্র, সেই বর্ণ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট ও সেই চূড়ামণি; তিনি এই সমস্ত লক্ষণে ঐ ছিন্ন মস্তক সর্ব্বাংশে পরীক্ষা করিলেন এবং কাতরা কুররীর ন্যায় যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উদ্দেশে কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! এত দিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কুলপুত্র রাম বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি কলহস্বভাব, তৎপ্রভাবেই কুল উৎসন্ন হইল। তুমি চীর বস্ত্র দিয়া আমার সহিত রামকে বনবাসী কর, বল, তিনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন।

অনন্তর জানকী কম্পিত দেহে মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ছিন্ন মুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! আমি মরিলাম! বীর! তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘটিল? আমি বিধবা হইলাম! বৈধব্য

অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দুরদৃষ্ট আর কি আছে, আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল আমি পতিব্রতা, কিন্তু আমার অগ্রে তোমারই মৃত্যু হইল। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমার দুঃখ ক্লেশের আর অবধি নাই, যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, আজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন! আর্য্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, এক্ষণে বৎসলা ধেনুর ন্যায় তাঁহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! দৈবজ্ঞেরা কহিতেন তোমার পরমায়ু অধিক কিন্তু তাঁদের এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বুঝিলাম তুমি নিতান্ত অল্পায়ু। তুমি বুদ্ধিমান, তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কাল উৎপত্তির কারণ, এবং কালই কর্ম্মের ফলদাতা, তন্নিবন্ধন এইরূপ বিপৎপাত হইল। দেখ তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথাচ কেন তোমার এইরূপ অসম্ভাবিত মৃত্যু ঘটিল? আমি সাক্ষাৎ করাল কালরাত্রি, আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বল পূর্ব্বক আনিয়াছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে। বীর! আমি একান্ত নিরপরাধ, তুমি আমায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়তমার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে শয়ান আছ। আমি তোমার এই স্বর্ণখচিত শরাসন অতি যত্নে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার পরিণাম কি এই হইল! নাথ! তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ

প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্য পালন তোমার অতি মহৎ কার্য্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান, কিন্তু স্বীয় পবিত্র রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করা তোমার কি উচিত হই-তেছে? রাজন্! আমি তোমার সহচারিণী ভার্য্যা, তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পাণিগ্রহণকালে আমার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনীকে সঙ্গিনী করিয়া লও। জানি না তুমি কোন্ অপরাধে আমায় ফেলিয়া লোকান্তরে যাত্রা করিয়াছ। হা! আমি তোমার যে মঙ্গল-দ্রব্য-চর্চ্চিত অঙ্গ আলিঙ্গন করি-তাম আজ শৃগাল কুক্কুরেরা নিশ্চয়ই তাহা ছিন্নভিন্ন করি-তেছে। তুমি সমারোহে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলে কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল না? এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্ব্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণকেই উপস্থিত দেখিবেন। তিনি জিজ্ঞাসিলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমস্ত বানর-সৈন্যের রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কহিবেন। হা! তোমার বিনাশ এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইবে। আমি অতি

অনার্য্যা, আজ আমারই জন্য নিষ্পাপ মহাবীর রাম সাগর উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। তিনি মোহবশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কুলের কলঙ্ক, আমি তাঁহার ভার্য্যারূপী মৃত্যু। বোধ হয় আমি পূর্ব্বজন্মে কাহাকে কিছু দান করি নাই তজ্জন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোক করিতেছি। রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃত দেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্ত্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দেও এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন দর্শন পূর্ব্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উহাঁদিগকে একবার দর্শন দিন।

অনন্তর রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া অশোক বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশোক বন হইতে প্রস্থান করিবার পরই ঐ মায়ামুণ্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল। পরে ঐ বীর, মন্ত্রিগণের সহিত রামসংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রণা শেষ করিয়া অদূরবর্ত্তী হিতৈষী সেনাপতিদিগকে কহিলেন, দেখ তোমরা ভেরীরবে শীঘ্র সৈন্যগণকে আহ্বান কর, কিন্তু উহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না।

তখন দূতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আনয়ন করিল এবং যুদ্ধার্থী রাবণকে গিয়া উহাদের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে তাঁহারে রক্ষা করিতেন। জানকী ভর্ত্তৃশোকে হতচেতন; বড়বা যেমন শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবন্ধন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া উত্থিত হয় সরমা তাঁহারে সেইরূপই দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত; স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিস্নেহে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশূন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় করি না। তিনি যে কারণে শশব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গত হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্য-দোষ কিছু মাত্র নাই; সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক, বলিতে কি, রামের বধ সম্ভবপর হইতেছে না। সুরগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হন তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত্র, তাহাদিগকে সংহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মহাবীর

রামের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। তিনি স্বপর সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বল-বীর্য্য অচিন্তনীয়, তিনি সদ্বংশীয় ও নীতিকুশল ; জানকি! সেই বিজয়ী বীর বিনষ্ট হন নাই। উগ্রপ্রকৃতি রাবণ কুমতি ও কুকার্য্যকারী, সে সর্ব্বভূতবিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়াপ্রভাবে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে তোমার সমস্ত শোক অপনীত এবং শুভ উপস্থিত, ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। দেবি! আমি তোমাকে একটী শুভ সম্বাদ দিতেছি, শুন ; দেখিলাম মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্রপার হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণকাম এবং স্বমহিমায় রক্ষিত ; বানরসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষসগণকে তথায় পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সমুদ্রপার হইবার সংবাদ আনিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত হইল। তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীরে কহিতে লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভীম রবে রণসজ্জার সঙ্কেত করিতেছে। এক্ষণে

যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত এবং অশ্ব সকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রাশহস্তে ইতস্তত ধাবমান; বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভীম রবে সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুতদৃশ্য রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির যাদৃশ নানারূপ রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম্ম ও বর্ম্মের নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যার পর নাই ব্যস্তসমস্ত। ঐ শুন ঘণ্টানিনাদ, ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ঐ তূর্য্যরব এবং ঐ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন; কিন্তু রাক্ষসগণের বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত। পদ্মপলাশ-লোচন রামের বলবীর্য্য বলিবার নয়। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন; তিনি সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন; সেইরূপ তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। তিনি যখন শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিবেন; তখন দেখিব তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়াছ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার বিশাল বক্ষে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ।

তুমি এই যে জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্থূলধারে শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। সখি! রাম শীঘ্রই তোমার সমাগমে সুখী হইবেন এবং তুমিও সুবর্ষাপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পৃথিবীর ন্যায় রামের সমাদরে সুখী হইবে। দেবি! যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্বাৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্য্য দেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

মেঘ যেমন উত্তাপদগ্ধ পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিত করে, সেইরূপ সরমা শোকসন্তপ্তা জানকীরে এইরূপ বাক্যে পুলকিত করিলেন এবং প্রকৃত অবসরে তাঁহার শুভ সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আমি রামকে গিয়া তোমার কুশল-বার্ত্তা নিবেদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে পুনরায় আসিতে পারি। আমি যখন নিরালম্ব আকাশ অতিক্রম করি তখন বিহগরাজ গরুড় ও বায়ুও আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন না।

তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সরমাকে মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি অবশ্যই আকাশ ও পাতাল পর্য্যটন করিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা কহিতেছি, শুন; যদি তুমি আমার কোনরূপ প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, যদি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আইস। সেই দুষ্ট অত্যন্ত ক্রূর ও মায়াবী; তাহার মায়া পীত মদিরার

ন্যায় সদ্যই আমায় মোহিত করিয়াছে। এই সমস্ত ঘোররূপা রাক্ষসী নিরবচ্ছিন্ন আমাকে তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভৎসনা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত এবং আমার মন নিতান্ত অসুস্থ। এক্ষণে রাবণ আমার মুক্তিসংকল্পে কোন কথা বলে কি না, তুমি ইহার তথ্য জানিয়া আইস। সখি! ইহাই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ। এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সরমা বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন, সখি! এই যদি তোমার সংকল্প হয় তবে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া পুনরায় আসিতেছি।

অনন্তর সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দুরাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেছিল সমস্তই শুনিলেন। তিনি উহার নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় অশোকবনে প্রতিগমন করিলেন। দেখিলেন, জানকী ভ্রষ্টপদ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় উপবিষ্ট। তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তখন জানকী সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বয়ং বসিবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কম্পিতদেহে কহিলেন, সখি! তুমি

এই স্থানে বইস, এবং সেই নিষ্ঠুর রাবণের কিরূপ সংকল্প সমস্তই বল।

তখন সরমা কহিলেন, সখি! দেখিলাম, রাজমাতা এবং স্নেহবান মন্ত্রিবৃন্দ তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে নানারূপ বুঝাইতেছেন। তাঁহারা কহিতেছেন, বৎস! তুমি মহাবীর রামকে সম্মান পূর্ব্বক সীতা সমর্পণ কর। তিনি জনস্থানে যেরূপ অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন, তোমার পক্ষে সেই নিদর্শনই যথেষ্ট। হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতাদর্শন ও রাক্ষসবধ যার পর নাই বিস্ময়কর; নর বা বানরই হউক, বল, এ কার্য্য কে করিতে পারে? সখি! রাজমাতা ও মন্ত্রিবৃন্দ প্রবোধ বাক্যে এইরূপ অনেক বুঝাইতে ছিলেন; কিন্তু কৃপণ যেমন অর্থত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণ তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সে যুদ্ধে না মরিলে কখনই তোমায় পরিত্যাগ করিবে না। সেই নিষ্ঠুরের ইহাই স্থির সংকল্প; ফলত তাহার এই বুদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘটিয়াছে। সে সবংশে ধ্বংস না হইলে, কেবলমাত্র ভয়ে তোমায় ছাড়িবে না। সখি! অতঃপর মহাবীর রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমা ও জানকী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন. ইত্যবসরে সৈন্যগণের ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল কোলাহল ধরণীতল কম্পিত

করিয়া শ্রান্ত হইতে লাগিল। রাবণের ভৃত্যগণ বানরসৈন্যের ঐ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। তৎকালে উহারা রাজার ব্যতিক্রমে আর কোন দিকে কিছুমাত্র শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

এ দিকে মহাবীর রাম শঙ্খ ও ভেরীরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কার অভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। বিশ্বপীড়ক ক্রূর রাবণ ঐ শঙ্খ ও ভেরীরব শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া সচিবগণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উহাঁ-দিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক রামের সমুদ্র অতিক্রম ও বলবিক্রমের যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রতিধ্বনিত করত কহি-লেন, দেখ, তোমরা রামের বিষয় যাহা বলিতেছিলে, সমস্তই শুনিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা মহাবীর, তোমরা রামের বলবীর্য্যের কথা শুনিয়া তূষ্ণীংভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ বুঝি-লাম না।

তখন তদীয় মাতামহ সুবিজ্ঞ মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যার পারদর্শী, যিনি নীতি-সম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিরকাল ঐশ্বর্য্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যিনি প্রকৃত অবসরে শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃদ্ধিকল্পে

যাঁহার দৃষ্টি, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হন। রাজা যদি শত্রুঅপেক্ষা হীনবল বা তাহার সহিত তুল্যবল হন তবে সন্ধি করা আবশ্যক, আর যদি শত্রুঅপেক্ষা অধিক বল হন তবে যুদ্ধ করা উচিত ; ফলত শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। রাজন্! তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনি যে নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীরে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। দেখ, ভগবান সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধিনিষেধরূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। রাজন্! তুমি ত্রিলোক-পর্য্যটন-কালে ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়াছ তজ্জন্যই শত্রুপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে অধর্ম্মরূপ ভীষণ ভুজঙ্গ তোমার প্রমাদে বর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করিতেছে এবং সুর-সুরক্ষিত ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষবৃদ্ধি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, তুমি এক সময় তেজস্বী ঋষিগণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলে। তাঁহারা ধর্ম্মশীল ও তপঃপরায়ণ ; তাঁহাদের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের

ন্যায় দুঃসহ। তাঁহারা যে বেদোচ্চারণ, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম এবং একান্ত মনে ধ্যান ধারণা করেন, রাক্ষসেরা তদ্দ্বারা অভি-ভূত হইয়া, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল অগ্নিকল্প ঋষির অগ্নিহোত্রসমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হয়। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াথাকেন তাহাই রাক্ষসদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাজন্! তুমি ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরাসুর ও যক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য, কিন্তু মনুষ্য, বানর ও গোলাঙ্গূলগণ স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লঙ্কায় আসিয়া সিংহনাদ করি-তেছে। দেখ, এক্ষণে চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত। ঘোর ঘনঘটা কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক উষ্ণ রক্তবৃষ্টি করিতেছে; দিঙ্-মণ্ডল ধূলিজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ; উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। বাহনগণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতেছে। হিংস্রজন্তু, শৃগাল ও গৃধ্রগণ ভীমরবে চীৎকার করিতেছে, এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক উদ্যানে যূথবদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নযোগে মহা-কালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান; উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপ-হরণ পূর্ব্বক প্রতিকূল কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে। কুক্কুরেরা দেবপূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গর্দ্দভ গোগর্ভে এবং মূষিক নকুলের উদরে জন্মি-

তেছে। মার্জার ব্যাঘ্রে, কুক্কুর শূকরে এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসক্ত হইতেছে। পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ কালের নিয়োগে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহের শারিকা অপর কোন কলহপ্রিয় পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধ হইয়া অস্ফুট শব্দ পূর্ব্বক পিঞ্জর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। মৃগ পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া রুক্ষ স্বরে রোদন করিতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্‌, এক্ষণে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত, মহাবীর রাম সামান্য মনুষ্য নন, বোধ হয় তিনি মনুষ্যরূপী বিষ্ণু। যিনি মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন তিনি একটী পরম অদ্ভুত পদার্থ। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার কার্য্য পরীক্ষা করিয়া পরিণামে যাহা শ্রেয়স্কর এইরূপ অনুষ্ঠান কর।

উৎকৃষ্টপৌরুষ মাল্যবান এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া মৌনী হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

তখন মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য আসন্নমৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভ্রুকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিক বল স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যজ্য পুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কিজন্য এত প্রবল জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ঙ্কর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্ব্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহাবীর, হয় ত এই কারণে আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষবুদ্ধি আছে, হয় ত তুমি বিপক্ষের পক্ষপাতী, হয় ত আমার যুদ্ধোৎসাহ বৃদ্ধি করাই তোমার ইচ্ছা; তুমি কোন নিগূঢ় কারণে আমাকে এইরূপ কঠোর কহিতেছ। কিন্তু কোন্ সুপণ্ডিত যুদ্ধে উত্তেজিত করা ব্যতীত সুযোগ্য ও পদস্থ প্রভুকে এইরূপ কহিতে পারে? যাহাই হউক, জানকী সাক্ষাৎ পদ্মহীনা লক্ষ্মী, আমি তাঁহাকে

অরণ্য হইতে আনিয়াছি, এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে তাঁহাকে প্রতিদান করিব। দেখ, রাম দিন কএকের মধ্যেই সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে। দেবগণ যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, সেই মহাবীরের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আমি বরং দ্বিখণ্ডে ভগ্ন হইব তথাচ নত হইব না, এই আমার স্বাভাবিক দোষ, স্বভাব অতিক্রম করাও সহজ নয়। যদিচ রাম সমুদ্রবন্ধন করিয়াথাকে তাহা ত দৈবাধীন, তদ্বিষয়ে আর বিশেষ বিস্ময় প্রকাশের কি আছে? রাম সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে প্রাণসত্ত্বে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

তখন মাতামহ মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক নগররক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণ দ্বারে, এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিম দ্বারে নিযুক্ত করিলেন। পরে শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার রক্ষায় আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, না, আমিই এই উত্তর দ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি

মহাবল বিরূপাক্ষকে কহিলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরের মধ্যগুল্ম রক্ষা কর। তৎকালে আসন্নমৃত্যু রাবণ লঙ্কার এইরূপ গুপ্তিবিধান পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ তাঁহাকে জয়াশীর্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তিনিও সকলকে বিদায় দিয়া সুসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

এদিকে, সুগ্রীব, হনূমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, পনস, প্রভৃতি বীরগণ প্রতিপক্ষের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক ঐ সেই লঙ্কা পুরী দৃষ্ট হইতেছে; অসুর, উরগ ও গন্ধর্ব্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। যেস্থানে স্বয়ং রাবণ অধিবাস করিতেছেন ঐ সেই লঙ্কা। এক্ষণে আইস, আমরা কার্য্যসিদ্ধি সংকল্প করিয়া পরস্পর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হই।

তখন বিভীষণ অপশব্দশূন্য সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! ইতিপূর্ব্বে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি এই চারিটি অমাত্যকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা পক্ষিরূপ প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষ নগররক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছেন। রাম! আমি তাঁহাদের মুখে দুরাত্মা রাবণের যে প্রকার উদ্যোগের কথা শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা যথাযথ কহিতেছি শুন। প্রহস্ত

বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেছে। মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার এবং ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। উহার সহিত বহুসংখ্য বীর পট্টিশ, অসি, শরাসন, শূল ও মুদ্গার প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আছে। রাবণ স্বয়ংই উদ্বিগ্ন মনে উত্তর দ্বার রক্ষায় দণ্ডায়মান; বহুসংখ্য রাক্ষস অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূলমুদ্গারধারী রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতেছে। আমার সচিবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যূথপতি। তাহারা অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রান্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ ইহাদিগকে নিয়ত প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাক্ষসবীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বেষ্টিত হন। এই বলিয়া বিভীষণ মন্ত্রিচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি রামের শুভাভিলাষে পুনরায় কহিলেন, রাম! যখন দুরাত্মা রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার সহিত নির্গত হইয়াছিল। উহারা তেজ শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ। রাম! ইহাতে তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি রাবণের এইরূপ পরিচয় দিয়া

তোমায় কুপিত করিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না। তুমি স্বশক্তিতে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে পার, এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্য লইয়া উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচনা কর, রাবণ নিশ্চয়ই তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে।

তখন রাম শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিতনয় অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং হনুমান পশ্চিম দ্বার নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বক বরদর্পে পর্য্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, অতএব আমি সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে, লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তর দ্বার অবরোধ করিব। এবং কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ, এই তিন জন মধ্য গুল্ম আক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটী সঙ্কেত রহিল যে, বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দুই ভ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং তাঁহার চারি জন অমাত্য এই সাত জন মনুষ্যরূপেই থাকিব।

ধীমান রাম সিদ্ধিসংকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, সুবেল শৈলের সুরম্য শিখরে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন এবং বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টমনে লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

পরে রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এবং বিধিবিধানবিৎ অনুরাগী ভক্ত বিভীষণকে কহিলেন, আইস, আমরা এই ধাতুশোভিত সুবেল শৈলে আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। যে দুরাচার কেবল মরিবার জন্য আমার পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম সদাচার ও কুলের কিছুমাত্র অনুরোধ রক্ষা করে না, যে দুষ্ট, নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এক্ষণে আইস আমরা এই স্থান হইতে সেই রাবণের বাসভূমি লঙ্কা নিরীক্ষণ করি।

রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্দেশে রাবণকে এইরূপ কহিতে কহিতে সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ সমস্ত গিরিচারী বীর, বায়ুবেগে শীঘ্র সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরী যেন অন্তরীক্ষে নির্ম্মিত, উহার দ্বার সকল প্রকাণ্ড, চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর,

কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ঐ প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎকালে বানরগণ ঐ সমস্ত যুদ্ধার্থী রাক্ষসকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দিবাকর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ রাজাধিরাজ রামকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত যুথপতিগণে বেষ্টিত হইয়া সুবেল শৈলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

পর দিন যুথপতিগণ লঙ্কার বন ও উপবন সকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল উপদ্রবশূন্য সুরম্য ও বিস্তীর্ণ, বানরগণ তদ্দৃষ্টে যার পর নাই বিস্মিত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল ও তমাল। কোথাও বা হিন্তাল, পনস, নাগবীথি, অর্জ্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল। এই সমস্ত বৃক্ষ বিকসিত পুষ্প, রমণীয় লতাজাল এবং রক্ত ও কোমল পল্লবে শোভিত হইতেছে। বনশ্রেণী সুনীল, প্রত্যেক বৃক্ষ সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফল পুষ্পে অলঙ্কৃত মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বন চৈত্ররথ ও নন্দনের অনুরূপ। উহাতে সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য নির্ঝর। দাত্যূহ, কোযষ্টি, বক, নৃত্যমান ময়ূর ও কোকিলগণের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিহঙ্গেরা উন্মত্ত, ভৃঙ্গেরা গুণ গুণ রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকিলে আকুল, কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত করিতেছে। কামরূপী বানরবীরগণ হৃষ্টমনে ঐ সমস্ত বন ও উপবনে

প্রবেশ করিল। তৎকালে পুষ্পগন্ধী প্রাণসম বায়ু মৃদুমন্দ বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্য যুথপতি স্ব স্ব যুথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অনুজ্ঞাক্রমে পতাকামণ্ডিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লঙ্কার ভুবিভাগ কম্পিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ ভীত ও মৃগসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। বীরগণের গতিবেগে পৃথিবী যার পর নাই পীড়িত এবং ধূলিপটলে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সিংহ, ভল্লুক, মহিষ, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণ উহাদের পদশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিকূটশৃঙ্গ অত্যুচ্চ অখণ্ডিত ও গগনস্পর্শী, উহা স্বর্ণকান্তি কুসুমাচ্ছন্ন চারুদর্শন এবং বিস্তারে শত যোজন, পক্ষীরাও উহার শিখর স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। উহা কার্য্যত দূরে থাক, মনেরও দুরারোহ। ঐ শিখর অত্যন্ত রমণীয়; রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরী তদুপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা দশযোজন বিস্তীর্ণ ও বিশ যোজন দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ পুরদ্বার এবং স্বর্ণরজতনির্ম্মিত প্রাচীর সুরচিত ও সুন্দর। বর্ষাগমে লভোমণ্ডল যেমন মেঘে শোভা পায় তদ্রূপ উহা বিমান ও প্রাসাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ কৈলাস শিখরাকার ও অত্যুচ্চ, যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত আছে

উহা চৈত্য। উহা পুরের অলঙ্কার-স্বরূপ, বহুসংখ্য রাক্ষস সতত উহা রক্ষা করিতেছে। লঙ্কা স্বর্ণখচিত ও মনোহর, উহা পর্ব্বতশোভিত ও নানা ধাতুযুক্ত। মহাবীর রাম ঐ সুসমৃদ্ধ স্বর্গোপম পুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণ সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং তথায় মুহূর্ত্ত কাল অবস্থান পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টি-পাত করিবামাত্র সুরম্য ত্রিকুটশৃঙ্গে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সুরচিত লঙ্কা পুরী নিরীক্ষণ করিলেন। লঙ্কার পুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাজচিহ্ন শ্বেত চামর, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দন, ও রক্ত আভরণ এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দণ্ডাঘাতে অঙ্কিত। তিনি নীল নীরদের ন্যায় কৃষ্ণকায়। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখচিত, উত্তরীয় শশশোণিতবৎ উজ্জ্বল। তিনি নভোমণ্ডলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব রাবণকে দেখিবামাত্র ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি পর্ব্বতশিখর হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লঙ্কার উত্তর দ্বারে লম্ফ প্রদান করিলেন এবং মুহূর্ত্ত-কাল অবস্থান ও নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনাদরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস! আমি সর্ব্বাধিপতি

রামের সখা ও দাস, আমি তাঁহার তেজে অনুগৃহীত, বলিতে কি, আজ আমার হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সুগ্রীব পুরদ্বার হইতে এক লম্ফে রাবণের উপর পড়িলেন, এবং তাঁহার মস্তক হইতে বিচিত্র কিরীট আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ কহিলেন, দেখ্, তুই আমার পরোক্ষে সুগ্রীব ছিলি, সমক্ষে এখনই ছিন্নগ্রীব হইবি।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সুগ্রীবকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব ক্রীড়া-কন্দুকবৎ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই গলৎঘর্ম্ম-কলেবর, উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট, উভয়েই শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কখন মুষ্টি-প্রহার, কখন চপেটাঘাত, পরস্পরের দুর্ব্বিষহ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। উহাঁদের বেগ উগ্র, দেহ পুনঃপুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ-ক্রমে উভয়েই ভূতলে পতিত হইলেন। পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পীড়ন পূর্ব্বক প্রাকার ও পরিখার মধ্যে পড়িলেন।

শ্রান্তিবশত উভয়েরই ঘনঘন নিশ্বাস বহিতেছে। উভয়ে মুহূর্ত্ত-কাল বিশ্রাম পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠিলেন। উহাঁরা কখন বাহুপাশে পরস্পরকে বেষ্টন করিতেছেন এবং কখন বা ক্রোধ, বল ও শিক্ষাগুণে প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উহাঁরা উদ্ভিন্নদন্ত শার্দ্দূল, সিংহ এবং করি-শাবকের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত, উহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বয়ে আকর্ষণ ও বিক্ষেপ পূর্ব্বক এককালে ভূতলে পতিত হইলেন। পরে পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ভৎসনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বলবীর্য্যের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উহাঁদের কিছুতেই আর শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই। ঐ দুই মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ মহাবীর করিশুণ্ডাকার ভুজদণ্ডে পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বিনাশসাধনই উহাঁদের লক্ষ্য, দুইটী মার্জ্জার যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উহাঁরাও তদ্রূপ। কখন বিচিত্র মণ্ডল, (১) কখন বিবিধ

১। মণ্ডল চার প্রকার—চারি, করণ, খণ্ড ও মহামণ্ডল। এক পদে গতির নাম চারি মণ্ডল। দ্বিপদে গতির নাম করণ মণ্ডল, করণ সহ-যোগে খণ্ডমণ্ডল হইবে এবং তিন বা চার খণ্ডে মহামণ্ডল হইবে।

স্থান, (১) কখন গোমুত্রক (২) গতি, কখন গত প্রত্যাগত, কখন তির্য্যক গতি, কখন বক্রগতি, কখন প্রহারের পরিমোক্ষ বা ব্যর্থীকরণ, কখন বর্জন, কখন পরিধাবন, কখন অভিদ্রবণ, (৩) কখন আপ্লাবন, (৪) কখন সবিগ্রহ অবস্থান, (৫) কখন পরাবৃত্ত, (৬) কখন অপাবৃত্ত, (৭) কখন অপদ্রুত, (৮) কখন অবপ্লুত, (৯) কখন উপন্যাস, (১০) এবং কখন বা অপন্যাস (১১) উহাঁরা এই সমস্ত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১। পদদ্বয়ের পূর্ব্বাপর বিক্ষেপ ও তির্য্যক বিক্ষেপাদি বিন্যাস বিশেষের নাম স্থান। ইহা ছয় প্রকার—বৈষ্ণব, সম্পাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, প্রত্যালীঢ় ও অনালীঢ়।

২। গোমূত্র-রেখাকার কুটিলগতি।

৩। অভিদ্রবণ—অভিমুখে শীঘ্র গমন।

৪। আপ্লাবন—অল্পে অল্পে গমন।

৫। সবিগ্রহ অবস্থান—যুদ্ধ বাধাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা।

৬। পরাবৃত্ত—পরাঙ্মুখ গমন।

৭। অপাবৃত্ত—পার্শ্ব হইতে সরিয়া যাওয়া।

৮। অপদ্রুত—জানুগ্রহণের নিমিত্ত অবনত দেহে ধাবন।

৯। অবপ্লুত—প্রতিযোদ্ধাকে পাদপ্রহার করিবার জন্য গমন।

১০। উপন্যাস—শত্রু আসিয়া বাহুগ্রহণ না করিতে পারে এ জন্য বুক চিতায়ে থাকা।

১১। অপন্যাস—শত্রুর বাহু গ্রহণ করিবার জন্য স্ববাহু প্রসারণ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। তখন জিতক্লম সুগ্রীব উহাঁর অভিসন্ধি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গতি অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুগ্রীবের জয়শ্রী লাভ হইল। তিনি রাবণকে যুদ্ধশ্রমে কাতর করিয়া বায়ুবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপক্ষিগণও সুগ্রীবকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

তখন রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গে সুস্পষ্ট যুদ্ধচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই এইরূপ সাহস করিয়াছিলে কিন্তু এইরূপ সাহসের কার্য্য করা রাজগণের সমুচিত নহে। বীর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যকে, বিভীষণকে এবং আমাকে, যার পর নাই ব্যাকুল করিয়া স্বয়ং ক্লেশ ও সাহস স্বীকার করিয়াছিলে। তুমি অতঃপর আর এইরূপ করিও না। দেখ, যদি দৈবাৎ তোমার কোন রূপ ভালমন্দ ঘটে তবে আমার জানকীরে লইয়া কি হইবে। ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অধিক কি, নিজের শরীর লইয়াই বা কি হইবে? বীর! আমি যদিচ তোমার বলবীর্য্য সম্যক্ জানি, তথাচ তোমার অনুপস্থিতিকালে নিজের মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাবণকে পুত্র মিত্রাদির সহিত বিনাশ, বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক এবং ভরতকে অয়োধ্যায় স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি নিজের বলবীর্য্য

জ্ঞাত আছি, সুতরাং তোমার ভার্য্যাপহারক দুরাত্মা রাবণকে দেখিয়া বল কিরূপে সহ্য করিয়া থাকি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে অভিনন্দন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আইস, আমরা ফলমূলবহুল বন ও সুশীতল জল আশ্রয় পূর্ব্বক সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। এক্ষণে আমি চতুর্দ্দিকে লোকক্ষয়কর ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। অতঃপর বানর, ভল্লূক ও রাক্ষস বিস্তর ক্ষয় হইবে। দেখ, বায়ু উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, পর্ব্বত সশব্দে কম্পিত, ভয়ঙ্কর মেঘ কঠোর গর্জ্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে, সন্ধ্যা রক্তবর্ণ ও ভীষণ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে, অশুভ মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনীর চন্দ্র একান্ত হীনপ্রভ এবং প্রলয়কালের ন্যায় উহাঁর একটী কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন এবং উহাঁরও একটী হ্রস্ব রুক্ষ অপ্রশস্ত ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়; নক্ষত্রগণের গতি আর পূর্ব্ববৎ নাই। বৎস! এক্ষণে এইরূপ দুর্লক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা করিতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে নিপতিত হইতেছে। ঐ শৃগালগণের অশুভ তারস্বর। অতঃপর রণভূমি বানর ও রাক্ষসের শেল

শূল ও খড়্গে আবৃত হইয়া রক্তমাংসময় কর্দ্দমে পূর্ণ হইবে। চল, আজ আমরা বানরগণের সহিত দুষ্প্রবেশ লঙ্কায় শীঘ্রই গমন করি।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সত্বর শৈলশিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ কপিসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শুভক্ষণে শুভলগ্নে যুদ্ধযাত্রায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার দিকে চলিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বশেষে কপিসৈন্য লঙ্কার ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ঐ সমস্ত বীর কুঞ্জরাকার; উহাদের হস্তে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সকলে অনতিবিলম্বে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লঙ্কাপুরী পতাকা-মণ্ডিত প্রাকারশোভিত ও তোরণসজ্জিত; উহা অত্যুচ্চ ও দুরারোহ; উহা সুরগণেরও অধৃষ্য। বানরগণ রামের নিদেশে ঐ পুরী আক্রমণ করিল। নীরাধিপতি বরুণ যেমন সাগরে তদ্রূপ রাবণ উহার উত্তর দ্বারে অবস্থিত আছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতাল পুরী রক্ষা করে, তদ্রূপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা

নির্ব্বীর্য্যের ত্রাসজনন। তথায় বীরগণের অস্ত্র ও বর্ম্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মহাবল অঙ্গদ, ঋষভ গজ গবয় ও গবাক্ষের সহিত দক্ষিণ দ্বারে গমন করিলেন। মহাবীর হনূমান পশ্চিম দ্বার এবং কপিরাজ সুগ্রীব, প্রজঙ্ঘ তরস ও অন্যান্য বীরের সহিত মধ্যগুল্ম অবরোধ করিলেন। উহাদের গতিবেগ গরুড় ও বায়ুর অনুরূপ। যথায় কপিরাজ সুগ্রীব সেই স্থানে ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি বানর গিয়া সমবেত হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের আদেশক্রমে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুষেণ ও জাম্ববান অদূরে রামের পশ্চাদ্ভাগে মধ্য গুল্মে অবস্থান করিলেন। বানরগণ দংষ্ট্রাকরাল শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ, তাহারা বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। উহাদের নখ ও দন্তই অস্ত্র, মুখ বিকৃত, লাঙ্গূল ক্রোধবশে স্ফীত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর, কাহারও সহস্র হস্তীর, এবং কাহারও বা অসংখ্য হস্তীর অনুরূপ। অনেকেরই বলবীর্য্যের পরিমাণ হয় না। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাত কালীন শলভ সমাগমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে

অনেকে আসিতেছে এবং অনেকেই উপস্থিত; বোধ হইল যেন বানরসৈন্যে আকাশ আচ্ছন্ন ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বানর ও ভল্লুক চতুর্দ্দিক হইতে লঙ্কা-দ্বারে আসিতে লাগিল। ত্রিকূট পর্ব্বত সমাগত সমস্ত সৈন্যে সমাবৃত; বানরেরা লঙ্কার চতুর্দ্দিক পর্য্যটন করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরী বায়ুর অগম্য, তথাচ উহারা বৃক্ষশিলাহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাক্ষসগণ ঐ সমস্ত ইন্দ্রবিক্রম মেঘাকার বানরে উৎপীড়িত হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু ভেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ঙ্কর শব্দ হয় তদ্রূপ ঐ সর্ব্বব্যাপী বানরসৈন্যের একটা তুমুল কলরব হইতে লাগিল। লঙ্কাপুরী শৈল কাননের সহিত বিচলিত হইল। বানরসৈন্য রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে উহা সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃপুনঃ কার্য্যনির্ণয় করিতে লাগিলেন। সামাদি চারিটি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি মনে করিলেন, দণ্ডব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি করা রাজধর্ম্ম। পরে বিভীষণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎ-সাধনে উদ্যত হইয়া কুমার অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,

সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষস! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছি; তুই হতশ্রী নষ্টৈশ্বর্য্য ও মৃত্যুমোহে উপহত; তোরে বলি, তুই এতকাল মোহ ও গর্ব্বপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপীড়ন করিয়াছিস্ আজ তোর সেই ব্রহ্মার বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। এক্ষণে আমি ভার্য্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ হইয়া দ্বাররোধ করিয়া আছি। যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিস্ তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের গতিলাভ করিবি। তুই যে বলবীর্য্যে আমাকে অতিক্রম পূর্ব্বক মায়াবলে জানকীরে হরণ করিয়াছিস্ এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর্। রাক্ষস! যদি তুই জানকীরে প্রতিদান পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন না হো'স্ তবে নিশ্চয়ই আমি শাণিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্ম্মশীল বিভীষণ আমার অনুগত, অতঃপর তিনি নিষ্কণ্টকে লঙ্কার ঐশ্বর্য্য অধিকার করুন। তুই পাপী অনাত্মজ্ঞ, মূর্খেরাই তোর কার্য্যসহায়, তুই অধর্ম্মবলে ক্ষণমাত্রও ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে পাইবি না। তুই শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর্, আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর আজন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষালন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, যদি তুই পক্ষিরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিস্ তথাচ আমার

দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিবি না। এক্ষণে আমি তোরে হিতই কহিতেছি ; তুই আপনার ঔর্দ্ধদেহিক দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্। তোর জীবন আমারই আয়ত্ত। অতঃপর তুই লঙ্কাপুরী আর দেখিতে পাইবি না, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ দেখিয়া ল।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় দীপ্ততেজে গগনমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন অঙ্গদ উহাঁর অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি রামের দূত, কপিরাজ বালির পুত্র, নাম অঙ্গদ ; বোধ হয় আমি তোমার অপরিচিত নহি। এক্ষণে মহাবীর রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিষ্ঠুর! তুই বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর্ এবং পুরুষ হ। আমি তোরে পুত্র মিত্রের সহিত বিনষ্ট করিয়া ত্রিলোক নিষ্কণ্টক করিব। তুই ঋষিগণের কণ্টক এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের শত্রু, আজ আমি তোকে উৎসন্নে দিব। তুই যদি আমাকে প্রণিপাত করিয়া জানকী প্রত্যর্পণ না করিস্ তবে নিশ্চয় লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বিভীষণেরই হইবে।

অঙ্গদ এইরূপ শ্রুতিকঠোর কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ! তোমরা এখনই ঐ নির্ব্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর।

তখন চারিজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমাত্র জ্বলন্ত-অঙ্গারকল্প অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। মহাবীর অঙ্গদও রাক্ষসগণের সমক্ষে আপনার বলবীর্য্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনরূপ বিঘ্নাচরণ করিলেন না এবং ঐ পতঙ্গবৎ বাহু-সংলগ্ন চারিটি রাক্ষসকে লইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উৎপতন-বেগে উহারাও স্খলিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেখিয়া পদভরে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বে হিমাচল-শৃঙ্গ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন চূর্ণ হইয়াছিল তদ্রূপ ঐ প্রাসাদ-শিখর উহাঁর পদভরে চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ পুনঃপুনঃ স্বনাম কীর্ত্তন ও সিংহনাদ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং রাক্ষস-গণকে ব্যথিত ও বানরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা তাহার এই অদ্ভুত বীরকার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন প্রাসাদশিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের

যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল এবং তিনি আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জয়ার্থী রাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গিরিকূট-প্রমাণ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে সর্ব্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কামরূপী বানরে বেষ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন তদ্রূপ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বানরসৈন্য লঙ্কায় পরিপূর্ণ এবং উহা আসমুদ্র বিস্তীর্ণ; রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্মিত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে যুদ্ধহর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপরি অসংখ্য বানরসৈন্য; রাক্ষসেরা দেখিল উহা যেন বানররূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। তখন সকলে ভীত হইয়া দীন মনে হাহাকার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; বীর রাক্ষসগণ সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া যুগান্ত বায়ুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসগণ সর্ব্বাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! রাম সসৈন্যে আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছেন। রাবণ এই সংবাদ পাইবামাত্র যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দ্বিগুণ বিধানে দ্বাররক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ, বানরগণের ঘনসন্নিবেশে লঙ্কা পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে শত্রুবিনাশ করিবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধৈর্য্যের সহিত এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রাম ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম সসৈন্যে ক্রমশঃ প্রাকারের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, পুরীর চতুর্দ্দিক রাক্ষসে পরিবৃত ও সুরক্ষিত। ঐ বীর ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কহিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা আমারই জন্য দুঃখ সহিতেছেন। জানকী শোকাকুল এবং অনাহারে কৃশ; ভূমিশয্যাই তাঁহার আশ্রয়। রাম

এই ভাবিয়া অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনন্তর বানরগণ যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্ব্বাগ্রে আমিই যুদ্ধ করিব—আমিই গিরিশৃঙ্গ দ্বারা লঙ্কা চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং আমিই মুষ্টিপ্রহারে সমস্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের ব্যূহ-বিভাগ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে তৃণ-জ্ঞান করিয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ সকল স্বর্ণকান্তি বানরের মুখ অরুণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্য্যসাধনে উদ্যত। সকলে বৃক্ষ-শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে যাইতে লাগিল; মুষ্টি প্রহার ও শিলাঘাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চূর্ণ করিতে লাগিল এবং প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ ও ধূলি দ্বারা স্বচ্ছ-সলিল-বাহী পরিখা সকল পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন বীর সহস্র যূথের অধিপতি, কেহ কোটি যূথের এবং কেহ বা শত কোটি যূথের অধিনায়ক। ঐ সমস্ত মাতঙ্গাকার মহা-বীরের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন করিতে

উদ্যত, কেহ কেহ বা প্রাকারাভিমুখে মহাবেগে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান, এবং কেহ কেহ বা বীরনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাজা সুগ্রীবের জয় ; চতুর্দ্দিকে কেবলই এই জয়ধ্বনি। বানরগণ জয় জয় রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিল, বীরবাহু, সুবাহু, অনল ও পনস, ইহারা বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইল।

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিলেন। বীর প্রসভ ও পনস বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রহিল। মহাবীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দ্বার, তারাপিতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিম দ্বার এবং মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব উত্তর দ্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলাঙ্গূল ও ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্ববর্ত্তী হইল। শত্রুঘাতী ধূম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লুকে পরিবৃত হইয়া রামের অপর পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মহাবীর্য্য বিভীষণ গদাহস্তে চারি জন সচিবের সহিত রামের সন্নিহিত হইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই কয়েকটী বীর সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত্র সহসা তুমুল কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রবৎ-পাণ্ডুর মুখ ভেরী সর্ব্বত্র স্বর্ণদণ্ডযোগে আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শঙ্খ ভীম রাক্ষসগণের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া ঘোর রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা শুকপক্ষিবৎ নীল-কলেবর, উহারা মুখসংলগ্ন শঙ্খে বকপংক্তি-যুক্ত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং মহাপ্রলয়ের উচ্ছলিত সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে হৃষ্ট মনে নির্গত হইল।

বানরসৈন্য ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে। উহাদের ভীম রবে মলয় পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইল। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিরব ও সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র নিনাদিত হইতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেসা, রথের ঘর্ঘর রব এবং রাক্ষসগণের পদশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব স্ব বলবীর্য্যের গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা এবং সুতীক্ষ্ণ শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেবল সুগ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের

জয়, চতুর্দ্দিকে কেবলই এই জয় জয় শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্ব স্ব বীরখ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে; রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূল প্রহার করিতে লাগিল এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রক্ত মাংসের কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর দুই পক্ষে সৈন্যদর্শনজাত দারুণ ক্রোধ জন্মিল। বীর রাক্ষসেরা স্বর্ণমণ্ডিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও সূর্য্যসঙ্কাশ রথ লইয়া দশ দিক প্রতিধ্বনিত করত নির্গত হইল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গে রুচির বর্ম্ম এবং উহাদের কর্ম্মও লোমহর্ষণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জয়শ্রী কামনা করিতেছে। বানরসৈন্য জয়লাভার্থ উহাদিগের অভিমুখে মহাবেগে চলিল। দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকাসুর যেমন ভগবান ব্যোমকেশের সহিত যদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত এবং হনুমান জম্বুমালির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শত্রুঘ্নের সহিত, মহাবীর গজ তপনের সহিত, তেজস্বী নীল নিকুম্ভের সহিত, সুগ্রীব প্রঘসের সহিত এবং লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ ইহারা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ভীষণ প্রতপন

নলের সহিত, এবং বলবান সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশজাল ঐ নদীর শাদ্বল এবং দেহ কাষ্ঠ-রাশি। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র-প্রহার করেন সেইরূপ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ তন্নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বর্ণখচিত রথ অশ্ব ও সারথি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ সম্পাতিকে তিন শরে বিদ্ধ করিল। মহাবীর অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে বিনাশ করিলেন। রথারূঢ় জম্বুমালী ক্রোধভরে হনুমানের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর হনুমান তাঁহার রথে লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক চপেটাঘাতে রথ চূর্ণ এবং তাহাকেও বিনষ্ট করিলেন। প্রতপন সিংহনাদ পূর্ব্বক নলের অভিমুখে ধাব-মান হইল, এবং তাঁহাকে ক্ষিপ্রহস্তে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। নলও তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিলেন। তৎকালে মহাবীর প্রঘস যেন রণস্থলে বানরগণকে গ্রাস করিতেছিল, সুগ্রীব তাহাকে মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ প্রহার পূর্ব্বক বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মণ ভীম-দর্শন বিরূপাক্ষকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মি-

কেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, রাম প্রদীপ্ত শরনিকরে ঐ চারটি রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সূর্য্য যেমন রশ্মিদ্বারা জলদজাল ভেদ করেন সেইরূপ নিকুম্ভ নীলাঞ্জনতুল্য নীলকে সুতীক্ষ্ণ শরে ভেদ করিতেছিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে নীলের প্রতি শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল। নীল রথচক্র দ্বারা সারথির সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল। অশনিপ্রভও ঐ বানরকে বজ্রসঙ্কাশ শরে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শাল বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে রথ ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বিদ্যুন্মালী স্বর্ণখচিত শর দ্বারা সুষেণকে প্রহার পূর্ব্বক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। সুষেণ এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার রথ চূর্ণ করিলেন। রথ চূর্ণ হইবামাত্র বিদ্যুন্মালী তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। সুষেণও অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে

বিদ্যুন্মালী উহাঁর বক্ষে গদা প্রহার করিল। সুষেণ ঐ ভীষণ গদাঘাত তুচ্ছ করিয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষঃস্থলে শিলা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিদ্যুন্মালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণহৃদয়ে সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। এইরূপে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরবীর দ্বারা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, শর, বিপর্য্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত হস্তী, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত চক্র, অক্ষ, যুগ, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে শৃগাল ও কুক্কুর সকল ধাবমান; বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণ শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রাত্রিকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইল ; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত। জাতবৈর জয়ার্থী বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, তুই বানর, তুই রাক্ষস, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মার্, বিদীর্ণ কর্, আয়্, পলাস্ কেন, সৈন্যমধ্যে কেবলই এইরূপ তুমুল শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণকবচধারী ; সুতরাং উহারা প্রদীপ্ত-ওষধি-যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বর্ণসজ্জিত অশ্ব ও ভুজঙ্গাকার ধ্বজদণ্ড তীক্ষ্ণ দন্তে খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল ; হস্তী, হস্ত্যারোহী ও ধ্বজপতাকামণ্ডিত রথ আকর্ষণ ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণ ভুজঙ্গাকার শরে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরো-

দ্ধত রথচক্রসমুত্থিত ধূলি যোদ্ধাদিগের নেত্র ও কর্ণ রোধ করিয়া ফেলিল। ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও শঙ্খের ধ্বনি, রথচক্রের ঘর্ঘর রব, অশ্বের হ্রেষা, নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের শন শন শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্ব্বত্র একটা তুমুল হইয়া উঠিল। রণস্থলে কোথাও নিহত বানর, কোথাও পতিত পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষস এবং কোথাও বা শক্তি শূল ও পরশু; উহার সর্ব্বত্র রক্তের কর্দ্দম, উহা নিতান্ত দুর্জ্জেয় ও একান্ত দুর্নিবেশ। ফলত ঐ বীর-ঘাতিনী ঘোরা রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির ন্যায় একান্ত দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে রামের অভিমুখে চলিল। উহারা ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহাদের ঘোর নিনাদ প্রলয়-কালীন সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমাত্রে প্রদীপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট। মহা-রথ রাম জ্বলন্ত অগ্নিকল্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক বিদিক নির্ম্মল করিয়া দিলেন। যে সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে

ছিল তাহারা বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরে ঐ রাত্রি খদ্যোত-চিত্রিত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। যুদ্ধ-রাত্রি একেই ত ঘোর, তাহাতে রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত হইতেছে, তদ্দ্বারা গহ্বরবহুল ত্রিকূট পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাঙ্গুলগণ বাহুবেষ্টনে রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল, তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহা কষ্টে তথায় অন্তর্ধান করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ অঙ্গদের এই অদ্ভুত বীরকার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই জানিত, তাহার পরাজয়ে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর-বীরগণ অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত এবং মায়া-

প্রভাবে অদৃশ্য, তৎকালে বজ্রকল্প সুশাণিত শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে কূটযোধী, সে ঐ দুই ভ্রাতাকে ক্ষণকাল মধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সম্মুখ-যুদ্ধে উহঁাদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর; ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে উহাদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

অনন্তর রাম ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান, সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশ জন যূথপতিকে আদেশ করিলেন। যূথপতিগণ রামের এই আদেশ পাইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভীষণ বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ আকাশের চতুর্দ্দিকে মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও দিব্যাস্ত্রজালে ঐ সমস্ত বানরের গতিবেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তন্নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় গাঢ় তিমিরে অদৃশ্য ; তাঁহারা উহাঁকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে নাগাস্ত্রে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং ব্রণমুখ হইতে অনর্গল রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উহাঁরা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে কজ্জলবৎ-কৃষ্ণকায় রক্তপ্রান্তনেত্র ইন্দ্রজিৎ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে

কহিলেন, দেখ তোমাদের কথা দূরে থাক, আমি যুদ্ধকালে যখন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন সুররাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; প্রাপ্ত হওয়া ত স্বতন্ত্র। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রশোভিত শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর রোষভরে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উহঁাদের মর্ম্মভেদ করিয়া পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, উহঁারা নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না উহঁাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। উহঁারা রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। উহঁাদের দেহ হইতে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হইতেছে, উহঁারা নাগপাশে নিতান্ত পীড়িত, বলিতে কি, তৎকালে উহঁাদের দেহে এক অঙ্গুলি স্থানও শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট নাই। সর্ব্বপ্রথমে রাম শরনিকরে বিদ্ধমর্ম্ম হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শর রুক্মপুঙ্খযুক্ত ও স্বচ্ছমুখ, উহা যখন যায় তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজালবৎ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া যায়। রাম নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক,

বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা আহত হইয়া জ্যাশূন্য কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মুষ্টিগ্রহণের আর সামর্থ্য রহিল না। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ প্রাণ-রক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। কমললোচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া যার পর নাই শোকাকুল হইলেন। বানরেরাও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল, এবং রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল, রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ, ইত্যবসরে সুগ্রীব ও বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ ও হনুমান ইহাঁরাও শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে লিপ্ত, নিশ্বাস মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাঁহারা শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান, হীনবিক্রম ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ দুই মহাবীর রক্তাক্ত দেহে হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, যূথপতিগণ জলধারাকুল লোচনে উহাঁদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মুহুর্মুহু চতুর্দ্দিক ও আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে প্রচ্ছন্ন, বানরেরা কিছুতেই তাহাকে দেখিতে পাইল না। মহাবীর বিভীষণ মায়াবিদ্যা জানিতেন। তিনিই কেবল মায়াপ্রভাবে

তাঁহাকে সম্মুখস্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিতের বীরকার্য্য তুলনা-রহিত এবং যুদ্ধে কেহই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বিভীষণই কেবল অন্বেষণপ্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন পাইলেন।

অনন্তর তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া স্বীয় বীর-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন এবং প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহারা খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে সেই দুই ব্যক্তি আমার শরে বিনষ্ট হইল। ইহারা এই নাগপাশবন্ধন কিছুতেই ছেদন করিতে পারিবে না। সমস্ত ঋষি ও সুরাসুর সমবেত হইলেও আজ ইহাদের এই নাগপাশ হইতে মুক্তি নাই। আমার পিতা যে ভয়ে শোক ও চিন্তায় কাতর ছিলেন, তিনি যে ভয়ে শয্যা স্পর্শ না করিয়াই রাত্রিযাপন করিতেন, যে ভয়ে লঙ্কার সমস্ত লোক বর্ষানদীর ন্যায় অত্যন্ত আকুল ছিল, আজ আমি সেই মূলহর অনর্থ এককালে নষ্ট করিলাম। এখন শত্রুগণের বলবিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ যূথপতি বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি নীলের প্রতি নয় শর এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে এক শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া হনুমানের

প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে গোলাঙ্গূলেশ্বর ও অঙ্গদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ বীর অগ্নিশিখাকার শরে বানরবীরগণকে এইরূপে ভেদ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন এবং বানরগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অট্ট হাস্যে রাক্ষসদিগকে কহিলেন, বীরগণ! ঐ দেখ, আমি রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগপাশে বন্ধন করিয়াছি। এখন উহারা হতচেতন ও নিশ্চেষ্ট।

তখন কূটযোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা উহাঁদিগকে বিনষ্ট বোধ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া মহা হর্ষে পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রযুগল আকুল এবং মুখ অশ্রুজলে সিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! ভীত হইও না, বাষ্পবেগ সম্বরণ কর, যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে, জয়লাভ কদাচই নিত্য ও নিয়ত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের

অদৃষ্টবল থাকে ত এই দুই বীর এখনই মোহমুক্ত হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও।

বিভীষণ এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নেত্রযুগল জলার্দ্র হস্তে মার্জিত করিয়া দিলেন। পরে এক গণ্ডূষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপুত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার দুইটী নেত্র প্রক্ষালন করিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মুখমার্জন পূর্ব্বক প্রকৃত অবসরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! এখন শোকবেগ সংবরণ কর। এই সঙ্কটকালে অতিস্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই কার্য্যনাশক চিত্তবৈকল্য দূর কর। রামের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছে, ইহাদের শুভচিন্তা করা তোমার আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম এইরূপ বিচেতন থাকিবেন তাবৎ তুমি ইহাঁকে রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষ্মণ উভয়ে সংজ্ঞা লাভ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইরূপ অবস্থা ত রামের পক্ষে কিছুই নয়, লক্ষণ দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মরিবেন না; যে শ্রী মৃত লোকের দুর্লভ, ইহাঁর সর্ব্বশরীরে তাহা কিছুই পরিহীন হয় নাই। সুগ্রীব! শান্ত হও, এবং স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে পুনরায় সুস্থির করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি বলাবলি করিতেছে। এক্ষণে ইহারা ভুক্ত-পূর্ব্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দূর করিয়া ফেলুক। বিভীষণ সুগ্রীবকে

এইরূপ প্রবোধ দিয়া ছিন্ন ভিন্ন পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লঙ্কা প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছে।

রাবণ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া যেরূপ নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামের ভয় তাঁহার বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি হৃষ্টবাক্যে বারংবার ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

বানরগণ রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। মহাবীর হনূমান, অঙ্গদ, নীল, কুমুদ, সুষেণ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু, ইহাঁরা যত্নের সহিত রামকে রক্ষা করিতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক তথায় দণ্ডায়মান আছে। উহারা চতুর্দ্দিক ও আকাশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে এবং একটী মাত্র তৃণ নড়িলেও রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিতেছে।

এদিকে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বিদায় করিয়া, হৃষ্টমনে সীতারক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীরা তাঁহার আদেশে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। রাবণ পুলকিত মনে উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ! তোমরা এক্ষণে জানকীরে গিয়া বল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছেন। আর তাহারে একবার পুষ্পক রথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুই জনকে দেখাইয়া আন। জানকী যাহার আশ্রয়গর্ব্বে আমার প্রতি এতদিন বিমুখ হইয়া আছে, তাহার সেই ভর্ত্তা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। এখন রামের আশা তাহার

আর নাই এবং রামের শঙ্কাও তাহার আর নাই, এখন সে নিরুদ্বেগে স্ববশে আমার হইবে; আজ সে অগত্যা আমারই হইবে।

তখন রাক্ষসীগণ পুষ্পক রথ লইয়া অশোক-বনবাসিনী সীতার নিকট গমন করিল। সীতা ভর্ত্তৃশোকে পরাজিত; রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক ধ্বজ-পতাকাশোভিত লঙ্কায় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচার হইয়া উঠিল।

অনন্তর জানকী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য বিনষ্ট এবং রাক্ষসেরা একান্ত হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দেখিলেন, বানরবীরেরা দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং রাম ও লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইয়া শরশয্যায় পতিত আছেন। তাঁহাদের বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন; শরাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ। তৎকালে তাঁহারা যেন কেবল শরময় হইয়া আছেন। জানকী ঐ দুই পুণ্ডরীকলোচন বীরকে কুমারের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ান দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং উহাঁদিগকে ধূলিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া জলধারাকুললোচনে করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমায় কহিতেন তুমি অবিধবা ও পুত্রবতী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিষী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন তুমি বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। কুলস্ত্রীরা যে লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হন, আমার করচরণে সেই পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান। দুর্ভগা স্ত্রী যে সমস্ত দুর্লক্ষণে বিধবা হয়, বলিতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই ; কিন্তু সুলক্ষণ সত্ত্বেও আজ আমার সকলই মিথ্যা হইল। সামুদ্রিক শাস্ত্রে কহে, যদি স্ত্রীলোকের করচরণে পদ্মচিহ্ন থাকে তবে তাহার ফল অব্যর্থ, কিন্তু রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাস্ত্র ও লক্ষণ মিথ্যা হইল ! আমার কেশপাশ সূক্ষ্ম, সম ও নীল ; ভ্রূযুগল পরস্পর-বিশ্লিষ্ট ; জঙ্ঘা

রোমশূন্য ও গোলাকার ; দন্তপংক্তি ঘন ও সংশ্লিষ্ট ; ললাট ঈষৎ উচ্চ ; নেত্র, হস্ত পদ, গুল্ফ ও উরু সমপ্রমাণ ; অঙ্গুলিদল স্নিগ্ধ সমমধ্য ও যবরেখায় অঙ্কিত ; নখর গোলাকার, স্তনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চূচুক নিমগ্ন ; নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত ; বক্ষ উচ্চ ; বর্ণ মণিবৎ উজ্জ্বল ; গাত্রলোম কোমল ; এবং হাস্য মৃদুমন্দ ; এই সমস্ত চিহ্নে স্ত্রীলক্ষণজ্ঞেরা আমায় সুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণগণও কহিতেন, আমি রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব, এখন সে সমস্তই মিথ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের কণ্টক দূর করিলেন, আমার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসমুদ্র পার হইলেন ; এই সমস্ত দুষ্করসাধন করিয়া পরিশেষে কি গোষ্পদে বিনষ্ট হইলেন! এই দুই বীর বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অধিকার করিয়াছেন ; ইহাঁরা সঙ্কটকালে সেই সকল অস্ত্র কেন স্মরণ করিলেন না। এই দুই বীর এই অনাথার নাথ, হা! ইন্দ্রজিৎ কেবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াই ইহাঁদিগকে বিনাশ করিয়াছে। শত্রু যদি মনোবৎ বেগগামী হয় তথাচ রামের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। কালের পক্ষে অতিভার কিছুই নাই, কৃতান্ত একান্ত দুর্নিবার, নচেৎ রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ বিনষ্ট হইতেন না। এক্ষণে আমি ইহাঁদের জন্য শোকাকুল নহি,

জননীর জন্যও শোক করি না, কেবল শ্বশ্রুর, জন্যই আমার দুঃখ। তিনি কেবল ভাবিতেছেন, হা! কবে আমি জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইব।

তখন রাক্ষসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি বিষণ্ণ হইও না, তোমার ভর্ত্তা রাম জীবিত আছেন, আমি যে জন্য এইরূপ কহিতেছি তাহার উপযুক্ত কারণ শুন। ঐ দেখ, যোদ্ধাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক। যদি অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন তাহা হইলে উহাদের ঐরূপ ভাব কদাচই দৃষ্ট হইত না এবং এই দিব্যবিমান পুষ্পকও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছি, রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত না। ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ করিত। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও; আমি সুখকর অনুমানে বুঝিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন নাই। দেবি! তুমি চরিত্র-গুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আমি পূর্ব্বে তোমায় কখন মিথ্যা প্রবোধ দেই নাই, এখনও দিতেছি না; বলিতে কি, সুরাসুর ইন্দ্রও ঐ দুই বীরকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। আমি তাঁহাদের তাদৃশ

আকার দৃষ্টেই তোমায় এইরূপ কহিলাম। জানকি! এইটিই আশ্চর্য্য যে ইহাঁরা নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নিপতিত আছেন কিন্তু ইহাঁদিগের শ্রীসৌন্দর্য্য কিছুমাত্র পরিহীন হয় নাই। যাহার প্রাণ নষ্ট হয় তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ইহাঁদিগের জন্য আর শোক করিও না এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর।

তখন সুরকন্যারূপিণী জানকী ত্রিজটার এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সখি! তুমি যেরূপ কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক।

অনন্তর জানকী মনোবৎ বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক ত্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোক বনে লইয়া গেল। জানকী ঐ বৃক্ষবহুল রাক্ষসরাজের বিহার-ভূমি অশোক বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অতিশয় কাতর হইয়া উঠিবেন।

একোন পঞ্চাশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশে বদ্ধ; উহাঁরা শোণিত-লিপ্ত দেহে শয়ান হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ শোকাকুল মনে ঐ দুই ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া আছেন; ইত্যবসরে মহাবীর রাম যদিও নাগ-পাশে দৃঢ়তর বদ্ধ, তথাচ দৈহিক দৃঢ়তা ও বলের আতিশয্য হেতু শীঘ্রই সচেতন হইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দীন বদনে শয়ান দেখিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! আজ যখন বীর লক্ষ্মণকে পরাজিত ও ভূতলে পতিত দেখিলাম তখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি এই মর্ত্ত্যলোক অনুসন্ধান করিলে জানকীর তুল্য নারী অবশ্যই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর পাইব না। এক্ষণে যদি ইনি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্ব্বসমক্ষে দেহপাত করিব। হা! আমি কৌশল্যা, কেকয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী সুমিত্রাকে কি বলিব। আমি যদি লক্ষ্মণ ব্যতীত অযোধ্যায় যাই তবে সেই বিবৎসা শোকে কুররীবৎ কম্পমানা সুমিত্রাকে কি বলিয়া

প্রবোধ দিব এবং ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কিরূপে এই কথা বলিব লক্ষ্মণ অরণ্যবাসে আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এক্ষণে আমি তদ্ব্যতীত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বলিতে কি, সুমিত্রা যখন এই উপলক্ষে আমায় ভৎসনা করিবেন আমি তাহা কদাচ সহ্য করিতে পারিব না; অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প। হা! আজ কেবল আমারই জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবৎ পতিত আছেন আমি অত্যন্ত কুকর্ম্মান্বিত ও নীচ, আমাকে ধিক্। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি শোক দুঃখের সময় আমাকে প্রবোধ দিতে, কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি মৃতকল্প ও পতিত আছ বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতে পারিতেছ না। বীর! যথায় তুমি স্বহস্তে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনষ্ট করিলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, তুমি শরাচ্ছন্ন ও শরশয্যায় শয়ান, এই জন্য অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছ। তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে শরবিদ্ধ, তন্নিবন্ধন নীরব হইয়া আছ, কিন্তু তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগে প্রহারপীড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে আমার অনুগামী হইয়াছিলে আজ আমিও যমালয়ে তোমার অনুসরণ করিব। তুমি স্বজন-বৎসল এবং আমারই নিত্য অনুগত; এক্ষণে কেবল এই অনার্য্য নীচেরই দুর্নীতিনিবন্ধন তোমায় এই দশা সহিতে

হইল। বীর! তুমি অতিক্রোধেও যে আমায় কখন কটূক্তি করিয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ; তুমি এক বেগে পাঁচশত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক সুতরাং কার্ত্ত-বীর্য্য অপেক্ষাও তোমার বলবীর্য্য অধিক। হা! যিনি শর-জালে সুররাজেরও শরবেগ বারণ করিতে পারেন সেই উৎ-কৃষ্ট-শয্যাশায়ী আজ মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। আমি যে বিভীষণকে রাক্ষসগণের অধিরাজ করিতে পারিলাম না এক্ষণে এই মিথ্যা-প্রলাপ নিশ্চয়ই আমায় দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! আমি শোকাকুল বলিয়া তুমি দুর্ব্বলপক্ষ হইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হস্তে নিশ্চয় পরাভূত হইবে অতএব এই মুহূ-র্ত্তেই প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদ নীল নল এবং সোপকরণ সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি অতি দুষ্করসাধন করিয়াছ। ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গুলে-শ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ, ও দ্বিবিদ ইহাঁরা অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করি-য়াছেন। এই সমস্ত কার্য্য অবশ্যই আমার পরিতোষের হই-য়াছে কিন্তু মনুষ্য কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি আমার মিত্র ও ধর্ম্মভীক, এক্ষণে তোমার যতদূর সাধ্য তুমি তাহা করিলে কিন্তু তাহা আমারই ভাগ্যদোষে বিফল

হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য্য করিয়াছ এক্ষণে আমি কহিতেছি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন বানরগণ রামের এই কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রু-পাত করিতে লাগিল। ঐ সময় বিভীষণ সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া গদাহস্তে শীঘ্র রামের নিকট আসিতে ছিলেন। বানর-গণ ঐ কৃষ্ণকায় মহাবীরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎবোধে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নৌকা যেমন অস্থির হইয়া থাকে সেইরূপ এই সৈন্য সহসা কি জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

অঙ্গদ কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া শয়ান আছেন।

সুগ্রীব কহিলেন, না, অপর কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে, বোধ হয় ভয়ই কারণ। ঐ দেখ, সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়-বিস্ফারিত লোচনে বিষণ্ণ বদনে পলায়ন করিতেছে। উহারা এই ভীরুজনোচিত কার্য্যে কিছুতেই লজ্জিত নহে, কেহই পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে পতিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

ইত্যবসরে বিভীষণ আগমন পূর্ব্বক সুগ্রীব ও রামকে জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বানরভীষণ বিভীষণকে নিরীক্ষণ করিয়া জাম্ববানকে কহিলেন, মহাত্মা বিভীষণ উপস্থিত, বানরেরা ইহাঁকে দেখিয়াই ইন্দ্রজিৎ আশঙ্কা করিয়া-

ছিল এবং সেই জন্যই সভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহাদিগকে সুস্থির কর, বা, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ উপস্থিত।

তখন জাম্ববান আশ্বাস বাক্যে বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বানরেরা বিভীষণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্র হস্তে উহাঁদের নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, হা! এই দুই বীর মহাবল ও যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসেরা কেবল কুট যুদ্ধে ইহাঁদিগকে এইরূপ শোচনীয় দশায় ফেলিয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্মযুদ্ধে রত, কিন্তু আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ইহাঁদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। ইহাঁরা শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক কণ্টকাকীর্ণ শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ কামনা করিয়া ছিলাম এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জীবন্মৃত্যু, রাজ্যকামনা দূর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপরিহার-সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।

তখন সুগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মশীল! তুমি নিশ্চয়ই লঙ্কা অধিকার করিবে। সপুত্র রাবণ

কদাচই পূর্ণকাম হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গড়ুরের উপাসক, ইহাঁরা অবিলম্বেই বীতমোহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিবেন।

সুগ্রীব বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, আর্য্য! যাবৎ রাম ও লক্ষ্মণ অচেতন থাকেন তাবৎ তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া অন্যান্য বানরের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন কর। এই অবসরে আমি স্বয়ংই রাবণকে পুত্রমিত্রের সহিত বিনাশ করিব এবং ইন্দ্র যেমন পরহস্তগত দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন সুষেণ কহিলেন, বৎস! আমি পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রাম দেখিয়াছি। ঐ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদ দানবেরা মহাবীর সুরগণকে দানবী মায়ায় মোহিত করিয়া বিনাশ করে। সুরগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রাত্মক বিদ্যা ও ঔষধিপ্রভাবে ঐ সমস্ত পীড়িত হতজ্ঞান ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধির জন্য মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে যাত্রা করুন। ঐ ঔষধির নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী, উহা দেবনির্ম্মিত ও পার্বত্য, উহা বানরগণের অপরিচিত নহে। যে স্থানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই ক্ষীরোদ সমুদ্রে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবনির্ম্মিত দুইটী পর্ব্বত

আছে। তথায় ঐ ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে এই পবননন্দন হনুমানই সেই স্থানে যাত্রা করুন।

ইত্যবসরে সহসা নভোমণ্ডলে মেঘ উত্থিত হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল এবং বায়ু প্রবলবেগে সমুদ্রকে ক্ষুভিত ও পর্ব্বত সকল কম্পিত করিয়া তুলিল। দ্বীপসমূহের অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল প্রবল পক্ষবাতে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় অজরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাবল গরুড়কে দেখিতে পাইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র যে সমস্ত ভীমবল সর্প শররূপী হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে তৎসমুদায় পলায়ন করিল। তখন গরুড় ঐ দুই মহাবীরকে অভিনন্দন পূর্ব্বক উহাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া উহাঁদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শ মাত্র উহাঁদের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিগ্ধ হইল এবং তেজ বলবীর্য্য, কান্তি, উৎসাহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গরুড় ঐ দুই ইন্দ্রতুল্য মহাবীরকে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাম হৃষ্টমনে তাঁহাকে কহিলেন,

বীর! আমরা তোমার প্রসাদে ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ বল পাইলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ হয় আজ সেইরূপ তোমাকে পাইয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইতেছে। তুমি সুরূপ, তোমার সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য; তুমি দিব্য আভরণ ও নির্ম্মল বস্ত্রে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল তুমি কে?

তখন গরুড় হর্ষোৎফুল্ললোচন রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমি তোমার সখা ও বহিশ্চর প্রিয়তর প্রাণ। আমার নাম গরুড়। আমি এই সঙ্কটে তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে তোমাদিগকে যে দারুণ শরে বন্ধন করিয়াছে মহাবীর্য্য অসুর, বানর অথবা ইন্দ্রাদি দেবগন্ধর্ব্ব, যে কেহ হউন না, ইহা হইতে মুক্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। এই সমস্ত নাগ তীক্ষ্ণদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের একান্ত আশ্রিত এবং তাহারই মায়ায় শররূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাম! তুমি ও সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ তোমাদের বিলক্ষণ ভাগ্যবল। আমি এই বন্ধন সংবাদ পাইবামাত্র স্নেহসূত্রে শীঘ্রই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং স্নেহনিবন্ধনই তোমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা নিরন্তর সাবধানে থাকিও। রাক্ষসেরা স্বভা-

বতই কূটযোদ্ধা, আর অকুটিল ভাবই তোমাদের বল, তোমরা যার পর নাই অমায়িক। অতএব রণস্থলে রাক্ষসগণকে কিছুতেই বিশ্বাস করিও না। উহারা যে অত্যন্ত কুটিল, এক এই ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে তাহা অনুমান করিয়া লও।

মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, শত্রুর প্রতিও তোমার বাৎসল্য, এক্ষণে অনুমতি কর আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমার সহিত যে কি সূত্রে তোমার সখ্যতা তুমি তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হইও না। যখন লঙ্কাসমর জয় করিয়া প্রতিগমন করিবে তখনই ইহা সম্যক জানিতে পারিবে। বীর! অতঃপর তোমার শরে এই লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং তুমি অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিবে।

বিহগরাজ গরুড় এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বায়ুবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তখন যূথ-পতি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া ঘন ঘন লাঙ্গূল কম্পন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ উত্থিত হইল, মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল এবং অনেকে হৃষ্টমনে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর বানরগণ বাহ্বাস্ফোটন ও বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে

ঘোরতর গর্জ্জন সহকারে রাক্ষসগণকে চকিত ও ভীত করিয়া সংগ্রামার্থ লঙ্কাদ্বারে চলিল। বর্ষা-রজনীতে মেঘগর্জন যেমন গম্ভীর ও ভীষণ হয় তৎকালে বানরগণের সিংহনাদ তদ্রূপই বোধ হইতে লাগিল।

যুদ্ধকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি মনেও যে কার্য্যসাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে বিহগরাজ গরুড়, বায়ু এবং এই মহাবীর ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লঙ্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেবদানবেরও দুর্গম, কোন্ বীর স্ববিক্রমে তন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্ত্বে বহির্গত হইতে পারে? যে ব্যক্তি হনুমানের তুল্য বীর্য্যবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দুষ্করসাধন পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের ভৃত্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন। যিনি কষ্টসাধ্য ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন পূর্ব্বক সাধ্য পক্ষে

প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ। এই মহাবীর ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়াছেন, বিজয়ী হইয়াছেন এবং সুগ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আজ ইনি জানকীর সংবাদ আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, রঘুবংশকেও ধর্ম্মত রক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি ইহাঁর এই কার্য্যের অনুরূপ প্রীতি দান করিতে পারিলাম না, এই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার যথাসর্ব্বস্ব, অতঃপর আমি এই মহাত্মাকে প্রীতিভরে তাহাই দান করিব।

এই বলিয়া রাম রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না, বানরগণ কিরূপে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। হনুমন্! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনিলে, এক্ষণে বল, সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় কি? মহাত্মা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি সামান্য লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ? কৃতঘ্ন যেমন বন্ধুতা ত্যাগ করে সেইরূপ তুমি শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইরূপ শোক করিবার আর কারণ কি? তুমি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, এক্ষণে এইরূপ বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই নক্রকুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙ্কাপ্রবেশ ও শত্রুসংহার করিব। বীর! যে ব্যক্তি শোকবলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় তাহার কার্য্যক্ষতি হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে বিপদও দুর্নিবার হইয়া উঠে। এই সমস্ত যূথপতি বানর মহাবল পরাক্রান্ত; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অগ্নিপ্রবেশও স্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে অনুমান হয় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শত্রুনাশ করিয়া দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। বীর! অতঃপর তুমি ইহারি

উপায় অবধারণ কর। যেরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লঙ্কানগরীতে সুখসঞ্চার লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্রবক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লঙ্কা আক্রমণে সাহসী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক, বানরসৈন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে, আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব। বলিতে কি, এই সমস্ত বীরের উৎসাহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমার এইরূপ হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্ব্বনাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর, শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য্য বিফল করিয়া দেয়। তুমি পৌরুষ প্রকাশ কর, পুরুষকারই অলঙ্কার। প্রিয় পদার্থ নষ্ট বা অনুদ্দিষ্টই হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্য্যের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্, এক্ষণে মাদৃশ সমরসহায় সচিবদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুজয়ের উদ্যোগ কর। তুমি যখন যুদ্ধার্থ শরাসনহস্তে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। এই সমস্ত বীরের উপর যাবদীয় কার্য্যভার, ইহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে কিছুতেই হতাশ হইতে হয় না। এক্ষণে তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, শান্তশীল ক্ষত্রিয়ই উৎসাহশূন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উগ্রস্বভাব তাহাকে ভয় করে না এমন লোক

অত্যন্ত বিরল। যাহাই হউক. অতঃপর তুমি আমাদিগের সহিত সমুদ্রলঙ্ঘনের উপায় কর। এই উপায় স্থিরীকৃত হইলে নিশ্চয় জয় লাভ হইবে। এই সমস্ত বানর মহাবল পরাক্রান্ত, ইহারা বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিয়া, অনায়াসেই তোমার শত্রুসংহার করিবে। আমি নানারূপ সুলক্ষণ এবং আপনার মনের হর্ষে অনুমান করিতেছি, যে. জয়শ্রী অচিরাৎ তোমার হস্তগামিনী হইবেন।

তৃতীয় সর্গ

অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তপোবল, সেতুবন্ধ বা শোষণ, যে কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লঙ্কাপুরীর কতগুলি দুর্গ? সৈন্যসংখ্যা কিরূপ? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি না? রক্ষাবিধান কিরূপ? এবং গৃহসন্নিবেশই বা কি প্রকার? তুমি স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছ, বল, আমি এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবৎ জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান কহিলেন, রাম! যে বিধানে লঙ্কা দুর্গম, উহা যেরূপে সুরক্ষিত, রাক্ষসেরা যেরূপ রাজভক্ত, যেরূপ সৈন্যবিভাগ, যেরূপ বাহনসমাবেশ এই সমস্ত এবং রাবণের প্রভাববর্দ্ধিত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ও মহাসাগরের ভীম ভাবও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত; উহার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্র

সকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্র-সজ্জিত লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উহার পরই একটী ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ নক্রকুম্ভীরপূর্ণ ও মৎস্যসমাকীর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক একটী বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শত্রুসৈন্য ঐ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সেতুর মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়, উহা বহুসংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি দ্বারা সুশোভিত আছে। দেখিলাম, রাক্ষস-রাজ রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু অত্যন্ত ধীরস্বভাব ও সাবধান। তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্যপর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নগরী গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, নিরবলম্ব হইয়া তথায় আরোহণ করিতে হয়। উহা দেবনির্ম্মিত দুর্গের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ। উহাতে নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে নির্ম্মিত। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দ্দিক নিরুদ্দেশ। অযুত রাক্ষস লঙ্কার পূর্ব্বদ্বার, নিযুত রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার, প্রযুত রাক্ষস পশ্চিম দ্বার, এবং ন্যর্বুদ রাক্ষস উত্তর দ্বার নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহারা

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও দুর্দ্ধর্ষ; উহারা খড়্গচর্ম্ম ও শূল ধারণ করিয়া আছে; উহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য। বহুসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী লঙ্কার মধ্য-স্কন্ধাবার রক্ষা করিতেছে; উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের কিঙ্কর। রাম! আমি লঙ্কার সেতু ভগ্ন ও পরিখা পূর্ণ করিয়াছি। সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে আইস, যে কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হই। বানরবীরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় করিবে। সকলের কথা কি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল ইহাঁরাই কার্য্যসাধনে সমর্থ হইবেন। ইহাঁরা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবেষ্টিত তোরণমণ্ডিত রাক্ষসপুরী চূর্ণ করিবেন। এক্ষণে যদি সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্র সমুচিত মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করা আবশ্যক হইতেছে।

চতুর্থ সর্গ।

রাম মহাবীর হনুমানের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপুরী লঙ্কা চূর্ণ করিতে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখন ত মধ্যাহ্ণকাল উপস্থিত, এই বিজয়প্রদ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর হইতেছে না। অতএব আইস আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। দুরাত্মা রাবণ জানকীরে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণসত্ত্বে আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে। আসন্ন কালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল, আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হই। দেখ, চতুর্দ্দিকেই শুভ লক্ষণ, আমার চক্ষের ঊর্দ্ধভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব; আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রামের এই উৎসাহকর বাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শতসহস্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমুল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং মধুও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্য-সকল লইয়া চল। বিপক্ষেরা বিষসংযোগ দ্বারা গন্তব্যপথের ফলমূল দূষিত করিতে পারে, সুতরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গুপ্ত সৈন্য অনুসন্ধান করুক। যে সকল বানরের অন্তঃসার নাই, তাহারা এই স্থানে থাকুক। দেখ, উপস্থিত কার্য্য বলবীর্য্যসাধ্য, ইহাতে বীরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক হই-তেছে; অতএব বানরবীরগণ সাগরবক্ষবৎ-প্রসারিত সৈন্য-সকল লইয়া প্রস্থান করুন। পর্ব্বতাকার গজ, মহাবল গবয়, ও গবাক্ষ গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষ্মণও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন। আমরা সৈন্য-গণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক গজারূঢ় ইন্দ্র এবং কুবেরের ন্যায়

গমন করিব। এবং মহাবীর জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব বানরগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বানরেরা পর্ব্বতের গহ্বর ও শিখর হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতঙ্গতুল্য বানরবীর সকল তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। মহাবল কপিবল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেনাপতি সুগ্রীব উহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; কেহ গর্জ্জন আরম্ভ করিল; কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ পথের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য অগ্রে অগ্রে চলিল; কেহ সুগন্ধী মধু পান ও ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ করিল; কেহ সগর্ব্বে এক জনকে বহন এবং কেহ বা অন্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমরা বলবীর্য্যে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিব, এই বলিয়া সকলেই রামের সমক্ষে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ গতিবিঘ্ন পরিহারের জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহাবল শতবলি দশ কোটি বানর লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক শত কোটি বানর সমভিব্যাহারে সৈন্য

গণের পার্শ্বরক্ষা এবং সুষেণ ও জাম্ববান বহুসংখ্য ভল্লূকের সহিত উহাদের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি নীল নানারূপ উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন এবং বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও রভস ইহাঁরা সকলকে দ্রুতগমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে তশৈলসঙ্কুল সহ্য পর্ব্বত, প্রফুল্লসরোজ সরোবর, ও উৎকৃষ্ট তড়াগ সকল দৃষ্ট হইল। বানরসৈন্য সমুদ্রবক্ষবৎ দূরপ্রসারিত, উহারা প্রচণ্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদ সকল পরিহার পূর্ব্বক তুমুল রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পার্শ্ববর্ত্তী বানরগণ কষাহত অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরূঢ়, উহাঁরা রাহু ও কেতুর করাল কবলে অর্দ্ধগ্রস্ত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে সমস্ত সুলক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মধুর বচনে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি অচিরেই রাবণকে সংহার ও জানকীরে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমি ভূলোক ও অন্তরীক্ষে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি। বায়ু একান্ত সুগন্ধী ও সুখস্পর্শ, উহা মৃদুমন্দ গমনে সৈন্যের অনুকূলে বহিতেছে; মৃগপক্ষিগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কলরব করি-

তেছে; চতুর্দ্দিক সুপ্রসন্ন, সূর্য্য নির্ম্মল; শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল দীপ্ত জ্যোতিতে উহাঁকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্ব্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নিঋতিদৈবত মূল নক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতু দ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র, বলিতে কি, এই সমস্ত ঘটনা রাক্ষসগণেরই বংশনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে; লোকের আসন্ন কালে কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্ম্মল ও সুরস, এবং বৃক্ষ সকল নানারূপ সাময়িক ফলপুষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে। সুরসৈন্য তারকাসুরসংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা পাইয়াছিল, সেইরূপ এই বিপুল বানরবল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আর্য্য! অধিক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমস্ত দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর বানরগণের করচরণসমুত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজাল চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল; সূর্য্যপ্রভা তিরোহিত হইয়া গেল; সমস্তই যেন অন্ধকারময়; জলদজাল যেমন গগনতলে চলিয়া যায়, তদ্রূপ উহারা পর্ব্বত বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ

দিক আবৃত করিয়া চলিল। উহাদের গতিপ্রভাবে নদী সকল যেন প্রতিস্রোতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে নির্ম্মল জলাশয়, বৃক্ষবহুল পর্ব্বত, সমতল ভূতল ও ফলপূর্ণ বনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল এবং সকলেরই গতিবেগ বায়ুর অনুরূপ। উহারা রামের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনে মনে বিক্রমপ্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, কেহ দ্রুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্ফ প্রদান করিতেছে, কেহ কিলকিলা রব, কেহ পুচ্ছ আস্ফালন, এবং কেহ বা ভূতলে পদাঘাত করিতেছে। কেহ বাহু বিক্ষেপ পূর্ব্বক বৃক্ষ সকল চূর্ণ কেহ বা গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন করিল। কেহ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং কেহ বা সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ বেগে লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং কেহ বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত যাইতে লাগিল। জানকীর উদ্ধারই উহাদের মুখ্য সংকল্প, তৎকালে আর কাহারই মনে বিশ্রামবাসনা রহিল না।

অদূরে সহ্য ও মলয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফুল্ল মনে তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম 'ঐ দুই পর্ব্বতের বিচিত্র বন, নদী ও প্রস্রবণ সকল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গতিপ্রসঙ্গে চম্পক, তিলক,

আম্র, প্রসেক, সিন্দুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে উত্থিত হইল; কেহ কেহ অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল; অনেকে সুরম্য শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের পুষ্প সকল বায়ুবেগে স্খলিত ও উহাদের মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতেছে, মধুগন্ধী বনমধ্যে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার দিতেছে। ক্রমশঃ সহ্য পর্ব্বতের ধাতুস্তূপ হইতে রেণুকণা উত্থিত ও বায়ুসংযোগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্য সকল আচ্ছন্ন করিল। তথায় নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল, অশোক, সরল, অঙ্কোল ও পদ্মক এই সকল বৃক্ষের পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। বানরেরা পুষ্প দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া বৃক্ষ সকল আকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্ব্বত রমণীয় সরোবর ও পল্বলে সুশোভিত। তন্মধ্যে চক্রবাক, হংস ও ক্রৌঞ্চগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং বরাহ ও মৃগযূথ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও ভীষণ সিংহ; উহা সৌরভপূর্ণ বিকচ পদ্ম, কুমুদ ও অন্যান্য জলজ পুষ্পে সুশোভিত আছে। গিরিশিখর

সুরম্য ও সুদৃশ্য, তথায় বিহঙ্গগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কূজন করিতেছে।

বানরগণ ঐ সমস্ত সরোবরে স্নান ও জলপান পূর্ব্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অনেকে মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের অমৃতাস্বাদ ফলমূল ও পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, এবং সুস্থ মনে দ্রোণপ্রমাণ লম্বিত মধুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ বৃক্ষ ভগ্ন কেহ বা লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ মদগর্ব্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিল। ক্রমশঃ সহ্যগিরি উহাদের পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভূমিখণ্ড যেমন সুপক্ক ধান্যে, উহা সেইরূপ ঐ সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ বানরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রশিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক কূর্ম্মমীনসঙ্কুল তরঙ্গভুক্ষিত মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন, এবং তথা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ প্রস্তরতল নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গের আস্ফালনে ক্ষালিত হইতেছে। রাম তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, সুগ্রীব! এই ত আমরা মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে মনোমধ্যে কোন অভূতপূর্ব্ব চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে। এই ভীষণ সমুদ্রের পরপার অদৃশ্য, উপায় ব্যতীত ইহা উত্তীর্ণ

হওয়া সুকঠিন : এক্ষণে এই স্থানে সেনাসন্নিবেশ কর। দেখ, রাক্ষসেরা মায়াবী, প্রতিপদেই অতর্কিতপূর্ব্ব বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব যূথপতিগণ সৈন্যরক্ষার্থ গমন করুন। স্বীয় স্বীয় সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহই যেন কোথাও না যান।

অনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র সমুদ্রতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদ-সঞ্চারশব্দ সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহারা তিন ভাগে বিভক্ত ; সকলেই রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই; চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন ; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল ; উহা

অতলস্পর্শ ; ভীম অজগরগণ গর্ভে নীল রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময় ; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য ; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই ; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তা-স্তবক ; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল ; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ

সেনাপতি নীল সমুদ্রতটে সুপ্রণালী পূর্ব্বক স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদ সৈন্যরক্ষার্থ উহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন। এই অবসরে রাম লক্ষ্মণকে পার্শ্ববর্ত্তী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! শোক কাল-প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যদবধি প্রেয়সী আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, তদবধি আমার শোক দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। জানকী দূরে আছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষস তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখিত নহি, কিন্তু তাঁহার জীবনকাল সঙ্ক্ষিপ্ত হইতেছে, এই আমার দুঃখ। বায়ু! যথায় জানকী তুমি সেই স্থানে বহমান হও এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক আমাকেও স্পর্শ কর; দেখ তোমাতে জানকীর স্পর্শ এবং একমাত্র চন্দ্রে উভয়ের দৃষ্টিসমাগম আমার অধিকতর শান্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। হা! জানকী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কতই চীৎকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, প্রিয়-

চিন্তা যাহার নির্ম্মল শিখা, সেই কামানল দিবারাত্রি আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে। বৎস! আমি আজ একাকী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জ্বলন্ত কাম আর আমার প্রতি বাম হইতে পারিবে না। দেখ, আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি এই প্রবোধেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শুষ্ক ভূমিখণ্ড যেমন সজল ক্ষেত্রের উপস্নেহে আর্দ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। হা! কবে আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা জানকীরে ঋদ্ধিমতী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তোষ্ঠ চারুদশন মুখকমল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া উৎফুল্লমনে চুম্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবৎ বর্ত্তুল স্তনযুগল হাস্যভরে ঈষৎ কম্পিত করিয়া আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিবেন। হা! আমি যাহার নাথ, এক্ষণে তিনি কোথায় অনাথার ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। জানকী রাজা জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার প্রেয়সী, এক্ষণে তিনি কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছেন। শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন সুনীল জলদপটল ভেদ করিয়া উদিত হন, সেইরূপ জানকী আমার ভুজবলে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে দূর করিয়া দৃষ্ট হইবেন। তিনি একেই

ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার দেশকালবৈপরীত্যে শোক ও অনশনে আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আমি রাবণের বক্ষে শরবিদ্ধ করিয়া, হৃষ্টমনে তাঁহার শোক দূর করিব। কবে সেই সাধ্বী আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। এবং কবেই বা আমি এই ঘোর বিরহশোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ করিব।

ইত্যবসরে সূর্য্যদেব অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রাম নিরন্তর জানকীচিন্তায় নিমগ্ন, তিনি লক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ যার পর নাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে দেখিতে পাইল; চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল; বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর? যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এই-রূপ কোন পরামর্শ স্থির কর। বীরেরা কহেন, জয়শ্রী লাভ মন্ত্রণাসাপেক্ষ, আইস, সকলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখ, এই জনসমাজে ত্রিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধ্যম ও অধম; লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগকে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি এই তিন প্রকার পুরুষেরই গুণদোষ উল্লেখ করিতেছি শুন। মিত্র, বন্ধু ও এককার্য্যার্থী এই ত্রিবিধ লোক লইয়া মন্ত্রণা করিবে; কর্ত্তব্যবোধে অতিরিক্ত ব্যক্তিকেও মন্ত্রিমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের

পরামর্শ লইয়া কর্ম্ম করেন এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্য্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যে ব্যক্তি দোষ-গুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্য্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সেই অধম পুরুষ। কার্য্যভেদে যেমন পুরুষ-ভেদ হইতেছে, মন্ত্রণাও এইরূপ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সকলে যে মন্ত্রণায় ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মন্ত্র। সকলে যে মন্ত্রণায় মতদ্বৈধ আশ্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার একমত হইয়া থাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে মন্ত্রণায় বিভিন্ন বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কথঞ্চিৎ ঐকমত্য ঘটিলেও শ্রেয়োলাভ হয় না, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে যাহা শ্রেয়, একমত আশ্রয় পূর্ব্বক তাহাই নির্ণয় কর। দেখ, রাম আক্র-মণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে আসিতেছে. তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্ত্রবলেই হউক, সসৈন্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে সমুদ্রশোষণ বা সেতুবন্ধনও করিতে পারে। মন্ত্রিগণ! এই ত ঘটনা উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহাই স্থির কর।

সপ্তম সর্গ

রাক্ষসগণ দুর্নীতিদর্শী ও নির্বোধ ; উহারা শত্রুপক্ষের বলাবল কিছুই বিচার না করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমাদের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ বিষাদের কারণ ত কিছু দেখিতে পাই না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। কৈলাসবাসী যক্ষেশ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সহিত সখ্যতানিবন্ধন গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন. তিনি লোকপাল ও মহাবল, আপনি ক্রোধভরে তাঁহাকে এবং যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই পুষ্পক রথ আহরণ করিয়াছেন। দানবরাজ ময় সন্ধিবন্ধনের উদ্দেশে স্বদুহিতা মন্দোদরীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করেন। তিনি বলগর্ব্বিত ও দুর্দ্ধর্ষ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছেন। রসাতলে নাগরাজ বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটীকে বশীভূত করিয়াছেন। কালকেয় নামক দানবগণ বরলাভগর্ব্বিত ও দুর্জয়, আপনি সংবৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাজয় করেন এবং উহাদেরই সংশ্রবে

মায়াবিদ্যা অধিকার করিয়াছেন। নীরাধিপতি বরুণের পুত্রগণ মহাবল পরাক্রান্ত, তাঁহারা চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে আপনার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন। যমের অধিকার মহাসমুদ্রতুল্য. যমদণ্ড উহার নক্রকুম্ভীর, কালপাশ খর তরঙ্গ, যমকিঙ্কর ভীষণ ভুজঙ্গ, মহাজ্বর ভীমভাব এবং শাল্মলী দ্বীপবৃক্ষ; আপনি সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক জয়সিদ্ধি ও মৃত্যুরোধ করিয়াছেন। সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার যুদ্ধদর্শনে পরিতুষ্ট হয়। এই বসুমতী যেমন বৃক্ষসমূহে পূর্ণ আছে সেইরূপ পূর্ব্বে বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়বীরে পরিপূর্ণ ছিল. রাম বল ও উৎসাহে কদাচই তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না, আপনি সেই সমস্ত দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়বীরকেও বাহুবলে পরাজয় করিয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে আপনারই বা এইরূপ শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎই বানরসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইনি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। একদা ইহাঁরই বলবীর্য্যে সুরসৈন্য ক্ষুভিত হইয়াছিল. শক্তি ও তোমর ঐ সৈন্যসমুদ্রের বৃহৎ মৎস্য, বিকীর্ণ অস্ত্ররাশি শৈবাল, মাতঙ্গেরা কচ্ছপ, অশ্বগণ মণ্ডূক, আদিত্য ও রুদ্র নক্র কুম্ভীর, মরুৎ এবং বসু ভীম অজগর, হস্ত্যশ্বরথ অগাধ জল

এবং পদাতিই তীরদেশ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর মন্থন পূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইন্দ্র সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিদেশে বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। রাজন্! এক্ষণে আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই নিয়োগ করুন; এই মহাবীর কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনার বিশেষ চিন্তা কি? রাম নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে।

অষ্টম সর্গ

অনন্তর জলদকায় সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষস-রাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্‌! মনুষ্য ত সামান্য কথা, আমি স্বয়ং সুরাসুরগন্ধর্ব্বকেও পরাজয় করিতে পারি। যে সময় আমরা বিশ্বস্তমনে সুখসম্ভোগে আসক্ত ছিলাম তখনই হনুমান পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যায়। এক্ষণে সেই দুর্বৃত্ত আমার প্রাণসত্ত্বে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশূন্য করিব। আমিই বানরভয় হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিত হউন, সীতাহরণদোষে আপনার কোন বিপদই উপস্থিত হইবে না।

পরে মহাবীর দুর্ম্মুখ শান্তভাবে কহিল, রাজন্‌! বানরকৃত পরাভব সহ্য করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আমি একাকীই বানরগণের বধসাধন পূর্ব্বক আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, আকাশ বা পাতালেই প্রস্থান করুক, আজ আমার হস্তে তাহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রক্ত-মাংসদূষিত পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাজন্! রাম, লক্ষ্মণ, ও সুগ্রীব এই তিন জন থাকিতে কেবল দীন হনুমানকে বধ করিয়া কি ফল দর্শিতে পারে? বলিতে কি, আজ আমি একাকীই এই পরিঘের আঘাতে বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঐ তিন দুরাচারকে সংহার করিব। রাজন্! আমার আর একটী কথা আছে, শুনুন। যিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, তাঁহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে সেই উপায়ই নির্দ্দেশ করিতেছি। দেখুন, রাক্ষসগণ মায়াবী ও মহাবীর; তাহারা সুস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হউক এবং তাহাকে গিয়া শান্তভাবে এই কথা বলুক, রাজকুমার! ভরত আমাদিগকে যুদ্ধসাহায্য করিবার উদ্দেশে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন করিবে। তখন আমরাও শূল শক্তি ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ করিব, এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা উহাকে নিপাত করিব।

পরে কুম্ভকর্ণতনয় নিকুম্ভ রোষকষায়িত লোচনে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আমি স্বয়ংই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর পর্ব্বতাকার বজ্রহনু ক্রোধভরে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক কহিল, দেখ, তোমরা আলস্য দূর করিয়া শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে উদ্যোগী হও। আমি একাকীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার করিব।

নবম সর্গ।

পরে মহাবীর নিকুম্ভ, রভস, সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, ও দুর্ম্মুখ, ইহারা পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, শর শরাসন, ও স্বচ্ছ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিল, এবং তেজে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আজ আমরা রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া আসিব এবং যে দুরাত্মা এই লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন বিভীষণ উহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে যে কার্য্য সুসিদ্ধ না হয় তৎপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রমত্ত, পীড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহা-কেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু রাম প্রমাদী নহেন; তিনি দৈব-দর্শী সুধীর ও মহাবীর, তোমরা কি বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণের

ইচ্ছা করিতেছ। দেখ, বীর হনুমান ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানিত এবং কেই বা অনুমান করিয়াছিল? রাক্ষসগণ! বিপক্ষের বল অপরিচ্ছিন্ন, না বুঝিয়া তদ্বিষয়ে সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়স্কর হইতেছে না। বল দেখি, রাম এই রাক্ষসপতির কি অপকার করিয়াছিলেন? ইনিই বা কি কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আপনার সীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক অগ্রে গিয়া উৎপাত করে; তজ্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন; কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই খরবধ-অপরাধেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ সম্ভবত রামের জানকীরে হরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই কার্য্য যার পর নাই গর্হিত; ইহাঁর এই দোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি বারংবার কহিতেছি, এক্ষণে জানকীরে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়; অন্যের সহিত অকারণ বিবাদে কোন্ ফল দর্শিতে পারে? রাম সাধুদর্শী ও মহাবীর; তাঁহার সহিত নিরর্থক বৈরপ্রসঙ্গ উচিত হইতেছে না। রাজন্! এক্ষণে তোমায় অনুরোধ করি, তুমি তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ তিনি এই অশ্বরথপূর্ণা সমৃদ্ধিমতী লঙ্কাকে শরনিকরে ধ্বংস না করেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর।

যাবৎ বানরেরা আগমন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী অবরোধ না করিতেছে তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমি তোমার ভ্রাতা, এই জন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি আমার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। রাম যাবৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য শারদীয় সূর্য্যবৎ প্রখর দীপ্তপুঙ্খ দীপ্তফলক অমোঘ সুদৃঢ় শর সকল পরিত্যাগ না করিতেছেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। রাজন্! ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্ম্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পরিত্যাগ কর; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্ত্তির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর; প্রসন্ন হও, ইহাতে আমরাও স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও সকলকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম সর্গ

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ প্রত্যূষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ নিবিড় সন্নিবেশে নির্ম্মিত এবং শৈলশিখরের ন্যায় উচ্চ ; উহার বিস্তীর্ণ কক্ষ-সমুদায় সুপ্রণালীক্রমে বিভক্ত ; পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরী সকল নিরন্তর উহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা অনুরক্ত ও ধীমান মহাজনে অধিষ্ঠিত ; মত্ত মাতঙ্গগণের নিশ্বাসবেগে তথাকার বায়ু চপলভাবে বিচরণ করিতেছে। উহার কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও বা তূর্য্যরব ; বরস্ত্রীসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত ; উহার সন্নিহিত সুপ্রশস্ত রাজপথে বহুসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উহা যেন দেবতা ও গন্ধর্ব্বের নিকেতন, যেন ভুজঙ্গের বাসভবন ; বিভীষণ উজ্জ্বল বেশে সূর্য্য যেমন জলদে তদ্রূপ ঐ সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশকালে বেদবিৎ বিপ্রগণের মুখে রাবণের বিজয়সংক্রান্ত পুণ্যাহ-ঘোষ শুনিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন।

পরে তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজসঙ্কেতলব্ধ স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জ্জন, কেবল কএকটীমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ রাবণকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যদবধি জানকী লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছেন সেই পর্য্যন্তই নানারূপ অমঙ্গল নিরীক্ষিত হইতেছে। অগ্নি সমন্ত্র আহুতি লাভে সম্যক বর্দ্ধিত হয় না। উহা জ্বলিবার মুখে ধূমাকুল, পরে স্ফুলিঙ্গযুক্ত, ও ধূমজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হোমদ্রব্যে পিপীলিকা, ধেনু সকল দুগ্ধহীন এবং মাতঙ্গেরা মদস্রাবশূন্য। অশ্বগণ বুভুক্ষিত হইয়া দীনভাবে হ্রেসারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে; এক্ষণে চিকিৎসা দ্বারাও উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না। বায়সগণ প্রাসাদোপরি দলে দলে উপবিষ্ট; উহারা সর্ব্বত্র একত্র হইয়া রুক্ষস্বরে ডাকিতেছে। গৃধ্রগণ অত্যন্ত আর্ত্ত, উহারা প্রাসাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া আছে। শিবাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সন্নিহিত হইয়া অশুভ চীৎকার করিয়া থাকে এবং পুরদ্বারে মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণের বজ্রধ্বনি-সদৃশ ভীম রব নিয়তই শ্রুত

হওয়া যায়। রাজন্! এক্ষণে এই আপদশান্তির জন্য রামকে জানকী অর্পণ করাই শ্রেয়। আমি যদিও লোভ ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া থাকি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎপরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এই যুক্তিসঙ্গত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, আমি কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না; রামকে জানকী অর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। বলিতে কি, সে যদিও দেবগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

একাদশ সর্গ।

রাবণ জানকীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং তাঁহার চিন্তা-তেই আসক্ত। তিনি পাপের গ্লানি এবং স্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে ক্রমশই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে যদিও যুদ্ধপ্রসঙ্গ বিহিত হইতেছে না তথাচ তিনি মন্ত্রী ও মিত্রগণের পরামর্শক্রমে তাহাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর রথ সুজজ্জিত ও আনীত হইল; উহা স্বর্ণজাল-জড়িত মুক্তামণিশোভিত ও সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত। তিনি উজ্জ্বল বেশে ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘ-গম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। অতিরথ সকল সশস্ত্রে রথ, মত্ত হস্তী ও ক্রীড়াপটু অশ্বে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে পূর্ণচন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র; দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে স্ফটিকধবল স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ চামরযুগল আন্দোলিত হইতেছে।

পথপ্রান্তে বহুসংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা রাবণকে প্রণাম করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অদূরেই সভামণ্ডপ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রযত্নের সহিত উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার কুট্টিমতল স্বর্ণ ও রজতে গ্রথিত; মধ্যভাগে শুদ্ধ স্ফটিক, ও স্বর্ণখচিত উত্তরচ্ছদ; ছয় শত পিশাচ নিরন্তর ঐ গৃহ রক্ষা করিতেছে। রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপবেশনার্থ মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল; উহা কোমল মৃগচর্ম্মে মণ্ডিত ও উপধানযুক্ত; রাবণ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখীন দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য্য উপস্থিত, তোমরা শীঘ্রই এই স্থানে রাক্ষসগণকে আনয়ন কর।

অনন্তর দূতেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র লঙ্কামধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রতিগৃহে গিয়া বিহারশয্যা ও উদ্যানে ভোগপ্রসক্ত রাক্ষসগণকে নির্ভয়চিত্তে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে কেহ হস্তিপৃষ্ঠে এবং কেহ বা পাদচারে বহির্গত হইল। গগনমণ্ডল যেমন বিহঙ্গে পূর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ লঙ্কাপুরী হস্তী অশ্ব ও রথে অবিলম্বেই পূর্ণ হইয়া গেল।

পরে উহারা গিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রণাম করিল। রাবণও উহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ বা ভূতলে উপবিষ্ট হইল। মন্ত্রী সকল অর্থনিশ্চয় কার্য্যে সুপণ্ডিত, তাঁহারা মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ধীমান অমাত্যগণ আসিয়া বসিতে লাগিল এবং অন্যান্য বহুসংখ্য লোক কার্য্য সৌকর্য্যের জন্য তথায় উপস্থিত হইল।

ইত্যবসরে বিভীষণ এক স্বর্ণখচিত অশ্বশোভিত সুপ্রশস্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রণাম করিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে লাগিল। সকলেই স্বর্ণমণিশোভিত ও দিব্যাম্বরধারী, উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্যের গন্ধ বায়ুভরে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। উঁহারা শস্ত্রধারী ও মহাবল; তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে উহাদিগের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদগণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সেনাপতি প্রহস্তকে কহিলেন, বীর! আমার চতুরঙ্গ সৈন্য যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, এক্ষণে তাহারা যাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ কর। তখন সেনাপতি প্রহস্ত রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবার জন্য লঙ্কাপুরীর অন্তর্বাহ্যে সৈন্য সংস্থাপন করিল এবং পুনর্ব্বার রাবণের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য রক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন।

তখন রাবণ রাজ্যহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুহৃদগণকে কহিলেন, দেখ, সঙ্কটকালে প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, ক্ষতি লাভ এবং হিতাহিত এই সমস্ত অবগত হওয়া তোমাদের কার্য্য। তোমরা পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক যে সমস্ত অনুষ্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বলিতে কি, আমি তোমাদিগের সাহায্যেই নির্ব্বিঘ্নে রাজশ্রী ভোগ করিতেছি। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন; এই জন্য আমি

তাঁহাকে কিছুই বলি নাই; এক্ষণে তিনি জাগরিত হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয়-মহিষী জানকীরে আনিয়াছি। সেই অলসগামিনী আমার প্রতি কিছুতেই অনুরক্ত হইতেছেন না। ত্রিলোকমধ্যে জানকীর তুল্য রূপবতী আর নাই। তাঁহার কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল ও মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তিনি হেমময়ী প্রতিমার ন্যায় মনোহারিণী এবং ময়নির্ম্মিত মায়ার ন্যায় চমৎকারিণী। তাঁহার চরণতল আরক্ত ও কোমল এবং নখর তাম্রবর্ণ; তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। তিনি হুত হুতাশন-শিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সূর্য্যপ্রভার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। তাঁহার নাসিকা উচ্চ, নেত্রযুগল আয়ত এবং মুখ সুচারু। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনঙ্গ আমার ক্রোধ ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া নিরন্তর অন্তরে জাগিতেছে, লাবণ্য মলিন করিতেছে এবং মনোমধ্যে শোক ও সন্তাপ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে। জানকী রামের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন, আমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছি। আমি পথশ্রান্ত অশ্বের ন্যায় কামবশে যার পর নাই ক্লান্ত। আরও দেখ, সমুদ্র নক্রকুম্ভীরপূর্ণ, জানি না রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণ সমভিব্যাহারে কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা যখন একটীমাত্র বানর তাদৃশ

কাণ্ড বাঁধাইয়া যায় তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সুকঠিন। যদিও আমাদের পক্ষে মনুষ্য-ভয় অমূলক হইতেছে, তথাচ তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্য্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্ব্বে আমি দেবাসুরযুদ্ধে তোমাদিগেরই সহায়তায় জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তোমরা এই বিষয়ে আমায় আনুকূল্য কর। আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ দূতমুখে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমুদ্রের পূর্ব্বপারে উপস্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করিতে পারা যায়, তোমরা এইরূপ কোন একটী পরামর্শ কর। এক জন মনুষ্য বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি সে আশঙ্কা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, জগতে কোন্ ব্যক্তির এই বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্র-সঙ্গমের পর আর কিরূপে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি যখন দর্শন মাত্র মোহিত হইয়া জানকীরে হরণ করিয়াছ তখন তৎবিচার-কাল অতীত হইয়াছে। ফলত বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীকে আনয়ন করা তোমার

পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে। যদি তুমি ইহাতে প্রবৃত্তি বিধানের পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই ইহার একটা প্রতিকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না। যদি পরামর্শ ব্যতীত কোন অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে মহীপাল কার্য্যের পৌর্ব্বা-পৌর্য্য বুঝেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান যৎসামান্য। ফলতঃ যিনি এইরূপ চপলস্বভাব, অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন্! তুমি পরিণাম না বুঝিয়া এই কার্য্য করিয়াছ, মহাবীর রাম বিষাক্ত অন্নবৎ প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও নষ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগ্যবল! অতঃপর আমি তোমার শত্রুবিনাশে সহায়তা করিব। ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ, যিনিই হউন না, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ ও দন্ত সুতীক্ষ্ণ; আমি যখন প্রকাণ্ড-অর্গলহস্তে সিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন সাক্ষাৎ পুর-ন্দরও ভয়ে বিহ্বল হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, রাম একটী শরের পর দ্বিতীয়টী পরিত্যাগ না করিতেই আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি তাহার বধসাধন পূর্ব্বক

সুখকরী জয়শ্রী তোমাকে দিব, এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ করিব। রাজন্! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং নির্ভয়ে হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইলে জানকী তোমারই হইবেন।

ত্রয়োদশ সর্গ

অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, রাজন্! যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অযত্নসুলভ মধু পান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। প্রভুরও কি প্রভু থাকা সম্ভব? আপনি স্বচ্ছন্দে রামের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত কালহরণ করুন। আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হউন এবং জানকীরে গিয়া পুনঃপুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? যদিও ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয়, আপনি অনায়াসে প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ এই দুই মহাবীর ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারেন। দেখুন, নীতিনিপুণ ব্যক্তিরা কার্য্যসিদ্ধির চারিটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। তন্মধ্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত তিনটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক আর কি, বিপক্ষেরা নিশ্চয়ই আমাদিগের শস্ত্রবলে পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বের বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বীর! এস্থলে একটী পূর্ব্বঘটনার উল্লেখ করিতেছি শুন। আমি একদা দেখিলাম, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী কোন এক অপ্সরা আকাশপথে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেছিল। সে অগ্নিজ্বালার ন্যায় উজ্জ্বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র ভয়ে যেন আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। পরে আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা উহার মুখে আমার দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে আমায় এইরূপ অভিশাপ দেন, দুষ্ট! আজ অবধি যদি তুই কোন স্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করিস্, তবে নিশ্চয়ই তোর মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। বীর! সেই পর্য্যন্ত আমি ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া আছি এবং এই কারণেই জানকীর প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছি না। আমি বেগে সমুদ্রের ন্যায় এবং গতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বলবিক্রম কিছুই জানে না, তজ্জন্য সে লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গিরিগহ্বরে শয়ান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শরাসনচ্যুত দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শর সকল দেখে নাই; তজ্জন্যই সে আমার নিকট আসিতেছে। যেমন

উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করা যায় সেইরূপ আমি বজ্রসদৃশ শরে রামকে দগ্ধ করিব। যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা লোপ করেন সেইরূপ আমি সসৈন্যে গিয়া তাহাকে বলশূন্য করিব। সহস্রচক্ষু ইন্দ্র এবং বরুণও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। এই পুরী পূর্ব্বে ধনাধিপতি কুবেরের ছিল, আমি স্বীয় ভুজবলে ইহা অধিকার করিয়াছি।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী একটী ভীষণ সর্পবিশেষ; তাঁহার বক্ষঃস্থল ঐ ভুজঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ণ দন্ত, এবং হস্তের অঙ্গুলিদল পাঁচটী মস্তক; তুমি সেই কালসর্পকে কেন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছ? এক্ষণে তীক্ষ্ণদশন খরনখর পর্ব্বতাকার বানরেরা যাবৎ লঙ্কা অবরোধ না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। যাবৎ মহাবীর রামের বজ্রসার শর-সকল বায়ুবেগে রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও অতিকায় ইহারা রণস্থলে রামের সম্মুখে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য্য ও বায়ুকেই প্রসন্ন কর, ইন্দ্র ও যমেরই ক্রোড় আশ্রয় কর, আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণসত্তে কখনই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

তখন প্রহস্ত বিভীষণকে কহিল, বীর! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয় করি না। আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষীকেও

ভয় করি না ; অতএব এক্ষণে মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়-সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ?

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ রাবণের শুভোদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রহস্ত ! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ. তোমরা রামের উদ্দেশে যেরূপ কহিতেছ, অধার্ম্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখ-লাভের ন্যায় তাহা কদাচই সফল হইবার নহে। প্রহস্ত ! আমাদের মধ্যে যে কেহ হউক না, কে রামকে বধ করিতে পারিবে ? ভেলাযোগে সমুদ্র অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার ? রাম ঈক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্ম্মশীল ও কার্য্যকুশল, দেবতারাও তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া যান। প্রহস্ত ! রামের সুতীক্ষ্ণ শর এখনও তোমার মর্ম্মভেদ করে নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রামের শর প্রাণান্তকর এবং বজ্রতুল্য, তাহা এখনও তোমার দেহভেদ করিয়া তূণীরে প্রবিষ্ট হয় নাই তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবল ত্রিশীর্ষ, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিক্রম সহিতে পারে এমন কে আছে ? দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় ও অকম্পন, ইহারাও রামের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বলিতে কি, তোমরা রাবণের মিত্ররূপী শত্রু ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকুল নির্ম্মল করিবার জন্যই ইহাঁর অনুবৃত্তি

করিতেছ। ইনি অসমীক্ষ্যকারী ও উগ্রস্বভাব। যাহার দৈহিক বল অপরিচ্ছিন্ন, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভুজঙ্গ রাবণকে বল পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ইহাঁকে বিমুক্ত কর। ইনি রামস্বরূপ সমুদ্রজলে নিমগ্ন, ইনি রামস্বরূপ পাতালমুখে নিপতিত, তোমরা সমবেত হইয়া কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাঁকে উদ্ধার কর। আমি অকপটে স্বমত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, এখনই রাজকুমার রামকে জানকী অর্পণ কর, ইহাতে এই রাক্ষসপুরীর মঙ্গল এবং সবান্ধব মহারাজেরও মঙ্গল হইবে। যিনি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ দেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সুরাচার্য্যকল্প বিভীষণের বাক্য কথঞ্চিৎ শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, কনিষ্ঠ তাত! আপনি ভয়শীলের ন্যায় অকারণ কি কহিতেছেন? যে ব্যক্তি রাক্ষসকুলে জন্মে নাই সেও এইরূপ বাক্য বলিতে এবং এইরূপ কার্য্য করিতে পারে না। আমাদের বংশে বল ও বীর্য্য, তেজ ও ধৈর্য্য কেবল আপনারই নাই। ভীরু! রাক্ষসকুলের কোন এক সামান্য বীরও সেই দুই রাজকুমারকে বধ করিতে পারে, তবে আপনি কি জন্য আমাদিগকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন! সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি, আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি। দেবগণ আমার এই লোমহর্ষণ কার্য্য দেখিয়া ভীত মনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন। আমি গম্ভীরগর্জনশীল সুরগজ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুইটি দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমি দেবগণের দর্পনাশক এবং দানবগণের শোককারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দুইটি মনুষ্যকে ভয় করিতে হইবে?

তখন মহাবীর বিভীষণ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন,

বৎস! তুমি বালক, আজিও তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই এবং তোমার কার্য্যাকার্য্য-বোধও যৎসামান্য, তজ্জন্যই তুমি আত্মনাশার্থ এইরূপ অসম্বদ্ধ কথা কহিতেছ। তুমি যখন রাবণের ঈদৃশ বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে ইহাঁকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি ত ইহাঁর নামত পুত্র; বলিতে কি, তুমি ইহাঁর মিত্ররূপী শত্রু। তোমার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সাহসিক ও বালক. আজ যে ব্যক্তি তোমাকে মন্ত্রিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে. সে ও তুমি উভয়েই রামের হস্তে নিহত হইবে। দুরাত্মন্! তুমি মূর্খ অবিনয়ী ও উগ্রপ্রকৃতি, তুমি বালস্বভাব বশতই এইরূপ কহিতেছ। রামের শর ব্রহ্মদণ্ডবৎ উগ্র ও উজ্জ্বল এবং উহা প্রলয়বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করাল, সেই যমদণ্ডতুল্য শরদণ্ড উন্মুক্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি. তুমি গিয়া এক্ষণে রামকে ধন-রত্ন ও বসন-ভূষণের সহিত সীতা সমর্পণ কর. তাহা হইলেই আমরা এই লঙ্কাপুরীতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শত্রু ও কৃষ্ট সর্পের সহিত বাস করিবে কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই; একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃত, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি এক জন বীর পুরুষ হয় তবে সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতাপূর্ণ, এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্ব্বে পদ্মবনে কএকটী হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল এস্থলে আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি শুন। হস্তীরা কহিল দেখ, আমরা অস্ত্র অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই আমাদিগের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। ধেনুতে গব্য,

জাতিতে ভয়, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শত্রুবিজয়ী ও ত্রিলোকপূজিত, বোধ হয়, তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তরল; উহা শারদীয় মেঘবৎ কেবল গর্জন ও বর্ষণ করে কিন্তু জলক্লেদ কোনক্রমে করিতে পারে না। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ পুষ্পরস পান পূর্ব্বক পলায়ন করে, অনার্য্যের সৌহার্দ্য সেইরূপ অস্থির হইয়া থাকে। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ কাশ পুষ্প চর্ব্বণ পূর্ব্বক রসলাভে বঞ্চিত হয় সেইরূপ অনার্য্যের সহিত সৌহার্দ্য কদাচই ফলপ্রদ হয় না। হস্তী যেমন স্নানের পর শুণ্ড দ্বারা ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গ দূষিত করে সেইরূপ অনার্য্য ব্যক্তি পূর্ব্বসঞ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ করিয়া ফেলে। রে কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্, যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে দেখিতিস্ তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক গদাহস্তে চারি জন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন রাজন্! তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্ম্মদৃষ্টি নাই। তুমি অতি-

শয় ভ্রান্ত ; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আমি এই সমস্ত কঠোর কথা কিছুতেই সহ্য করিতেছি না। আমি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে হিতই কহিতেছিলাম, আসন্নমৃত্যু অধীর ব্যক্তিই আমার এইরূপ কথায় বিরক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি সর্ব্বভূতাপহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে আমি প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মহাবিনাশ কিরূপে উপেক্ষা করিব। রামের শর শাণিত, স্বর্ণখচিত ও প্রদীপ্ত, তুমি সেই শরে নিহত হইবে আমি ইহা স্বচক্ষে কিরূপে দেখিব। যে ব্যক্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্ত্র সেও কালপাশে জড়িত হইয়া বালুকা-রচিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শুভসঙ্কল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা কর এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, তুমি আমা ব্যতীত সুখে থাক। রাজন্! আমি শুভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

সপ্তদশ সর্গ।

মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরুশিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটি অনুচর, উহাঁরা মহাবল ও মহাবীর, উহাঁদের অঙ্গে বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচ জন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটী সর্ব্বাস্ত্রধারী রাক্ষস অপর চারিটি রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থই আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বানরগণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিবামাত্র শাল ও শৈল উৎপাটন পূর্ব্বক কহিল, রাজন্! তুমি অনুজ্ঞা কর আমরা অবিলম্বেই ঐ সমস্ত দুরাত্মাকে বধ করিব। উহারা অল্পপ্রাণ, আমাদের এই শাল ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভয় ও নিরাকুল, অদূরেই সুগ্রীব প্রভৃতি

বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উহাঁদিগকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কা দ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বিভীষণ। সে বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীরে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, বহুসংখ্য রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসঙ্গত বাক্যে পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলাম, রাজন্! তুমি গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর। কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল এবং দাস-নির্ব্বিশেষে অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিত ভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল সেইরূপ বানরগণকে বধ করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য্য, মন্ত্রণা, সেনানিবেশ ও দূত এই কএকটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া

আবশ্যক। রাক্ষসেরা কামরূপী ও বীর; উহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কূট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্যের অপকার করে, সুতরাং উহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। আগন্তুক ব্যক্তি নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে আমাদের পরস্পরকে ভেদ করিতে পারে। অথবা আমরা বিশ্বাস-ভরে অসাবধান থাকিব, সেই সুযোগে ঐ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেখ, কেবল শত্রুপক্ষ ব্যতীত মিত্র, আরণ্যক, আপ্ত বন্ধু ও ভৃত্য ইহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভীষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদিগেরই শত্রু, সুতরাং তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব। ঐ ব্যক্তি রাবণের নিয়োগে চারি জন সহচরের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে বধ করাই শ্রেয়। তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্ত্তব্য। সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মহামতি রাম হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে কহিলেন, দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা কহিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে

যিনি অবিনশ্বর সম্পদ চান, যিনি সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহস্থলে সুহৃদকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হিতার্থী বানরগণ উপচার বাক্যে রামকে কহিল, বীর! ত্রিলোকীমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, এক্ষণে তুমি কেবল সুহৃদ্ভাবে আমাদিগের সম্মান বর্দ্ধনের জন্যই এইরূপ কহিতেছ। তুমি সত্যব্রত বীর ও ধর্ম্মপরায়ণ, সুহৃদের প্রতি তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি বিবেচক। এক্ষণে তোমার নিকট ধীমান সুদক্ষ সচিবগণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করুন।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে উপস্থিত, সুতরাং সে বিশেষ আশঙ্কার স্থল; তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ, শঠেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচরণ করে এবং সুযোগ অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনর্থ অতি ভয়ানক। হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করা আবশ্যক; গুণদৃষ্টে সংগ্রহ ও দোষদৃষ্টে পরিত্যাগই কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি বিভীষণের কোন মহৎ দোষ থাকে তবে তুমি নির্বিচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যদি তাহার বিশেষ গুণ থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর।

পরে মহাবীর শরভ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীর!

তুমি বিভীষণের পরীক্ষার্থ শীঘ্রই চর নিয়োগ কর। অগ্রে সূক্ষ্মবুদ্ধি চরের দ্বারা তাহাকে যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিও।

অনন্তর বিচক্ষণ জাম্ববান শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! রাবণ আমাদিগের পরম শত্রু, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও অস্থানে উপস্থিত, সুতরাং সে অবশ্যই আশঙ্কার পাত্র।

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রে তাঁহাকে শান্ত বাক্যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। সে দুষ্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরীক্ষা কর। পরে বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যেরূপ হয় করিও।

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রিপ্রধান হনুমান মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বক্তা, সুরগুরু বৃহস্পতিও বাক্-বৈভবে তোমা অপেক্ষা অধিক নহেন। এক্ষণে আমি বাক্‌পটুতা, পরস্পর-স্পর্দ্ধা, অধিক-বুদ্ধিমত্তা, ও ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইয়া কেবল কার্য্যানুরোধে কিছু কহিতেছি শুন। তোমার মন্ত্রিবর্গ বিভীষণের গুণদোষ পরীক্ষার জন্য যাহা কহিলেন আমার তাহা সঙ্গত বোধ হইল না। কারণ এ স্থলে পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত পরীক্ষা

সম্ভবে না, এবং সহসা সেই নিয়োগও অসঙ্গত। চর-প্রেরণের কথা যাহা হইল তাহাতেও বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চরনিয়োগ নিষ্ফল। আর দেশকাল সম্পর্কে যে কথা হইল তদ্বিষয়েও আমার যথাজ্ঞান কিছু বলিবার আছে শুন। বিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপ-স্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব তুমি ধার্ম্মিক, সে দোষী তুমি নির্দোষ, সে দুরাত্মা তুমি মহাবীর; বিভীষণ এই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার উচিতই হইয়াছে। আরও গুপ্ত চর নিয়োগ পূর্ব্বক বিভীষণকে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, এইটি মৈন্দের অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার কিছু বলিবার আছে। দেখ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধিমানের মনে সহসা আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা প্রকৃত বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যদি মিত্র হয় এবং যদি সুখলাভে তাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে তাহার মন কলুষিত হইবে। আরও দেখ, প্রশ্নমাত্রেই যে শত্রুর ভাব-গতি পরীক্ষা করা যায় ইহা অতি অমূলক কথা, এক্ষণে তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত কথাপ্রসঙ্গ কর এবং কণ্ঠস্বরে তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া লও। বলিতে কি, বিভীষণ আসিয়া যখন আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার দুষ্টতা কিছু-

মাত্র দৃষ্ট হয় নাই এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। যে ব্যক্তি শঠ হয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া অশঙ্কিত মনে আইসে না। বিভীষণের বাক্য কূটার্থপূর্ণ নহে, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। দেখ, আন্তরিক ভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কোন মতে সহজ হয় না, তাহা বলপূর্ব্বক বিবৃত হইয়া পড়ে। বীর! বিভীষণের এই কার্য্য দেশকালের বিরোধী নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই তাহার উপকার দর্শিতে পারিবে। বিভীষণ তোমার যুদ্ধচেষ্টা, রাবণের বৃথা বলগর্ব্ব, বালি-বধ ও সুগ্রীবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি বিভীষণের আন্তরিক অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাই কর।

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম হনুমানের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমিও বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্র-ভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনরূপ দোষ দেখা যায় তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অযশস্কর কার্য্য নহে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, সে দোষী বা নির্দ্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সঙ্কটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?

অনন্তর রাম বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রিয়সুহৃৎ সুগ্রীব যাহা কহিলেন, সবিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধসেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃ-

বিরোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ লৌকিক এই দুই প্রকার সূক্ষ্মতর যুক্তি আছে, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি শুন। শত্রু দ্বিবিধ, জ্ঞাতি ও আসন্নদেশবর্ত্তী। এই দুই প্রকার শত্রু কোনরূপ সুযোগ পাইলে স্ববিরোধী জ্ঞাতির যথোচিত অপকার করিয়া থাকে। বিভীষণ এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে সমস্ত জ্ঞাতি পরস্পরের হিতার্থী হয়, পরস্পরের কল্যাণ-কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই ত লোক-ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। সখে! শত্রুপক্ষকে সংগ্রহ করিবার বিষয়ে তুমি যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলে তাহারও সঙ্গত উত্তর আছে, শুন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার শত্রুতাও কিছুমাত্র নাই। তিনি স্বয়ং রাজ্যলাভার্থী, স্বার্থ-রক্ষার জন্য আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেখ, রাক্ষসদিগেরও কার্য্যাকার্য্য বিচারের শক্তি আছে। সুতরাং বিভীষণকে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সন্তুষ্ট থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব নচেৎ অসদ্ভাব, পরে যুদ্ধ-কোলাহল ও ভীতি হয়, এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই তাঁহার এই স্থানে আগমন; সুতরাং তাঁহাকে সংগ্রহ করা

সঙ্গত হইতেছে। সখে! সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, সুতরাং আমার বোধ হয় তাঁহাকে নিগ্রহ করাই আবশ্যক। তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ আমরা তিন জন বিশ্বস্তমনে উদাসীন থাকিব, ইত্যবসরে সে কূট বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। বলিতে কি, তাহার এ স্থানে আসিবার উদ্দেশ্যই এই। সে ক্রূর প্রকৃতি রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং এক্ষণে সচিবগণের সহিত তাহাকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

তখন রাম কহিলেন, সখে! বিভীষণ দোষী বা নির্দোষই হউক, সে আমার অল্পমাত্রও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ, ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারি। শুনিয়াছি, একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ বৃক্ষে একটি কপোত বাস করিত। ব্যাধ তাহার ভার্য্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদর পূর্ব্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার, তখন মাদৃশ লোক

কিরূপে তাহার ব্যতিক্রম করিবে! পূর্ব্বে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ড যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি শুন। তিনি কহেন, যদি শত্রুও কৃতাঞ্জলি-পুটে শরণাপন্ন হয় তবে ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাকে অভয় দান করিবে। শত্রু ভীত বা গর্ব্বিতই হউক, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য। যদি কেহ ভয়, মোহ, বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তজ্জন্য পাপভাগী হয় এবং তাহার অযশও সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া থাকে। যদি শরণাপন্ন ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনষ্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বানরগণ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে এই সমস্ত দোষ জন্মে; ইহা অযশস্কর ও বলবীর্য্যনাশক এবং এই জন্যই লোকের সদ্গতি হয় না। অতঃপর আমি কণ্ডুর মতানুসারে কার্য্য করিব। যদি কেহ একবার উপস্থিত হইয়া বলে "আমি তোমারি" তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ যেই কেন উপস্থিত হউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া সুহৃৎস্নেহে কহিলেন, রাম! তুমি ধার্ম্মিক সত্ত্বপ্রধান ও সৎপথাবলম্বী,

তুমি যে এই রূপ কল্যাণকর কথা কহিবে ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের নহে। হনুমান সবিশেষ অনুমান পূর্ব্বক বিভীষণকে সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝিতেছে। ধার্ম্মিক বিভীষণ সুবিজ্ঞ, এক্ষণে তিনি শীঘ্র আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।

একোনবিংশ সর্গ

অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয়প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্ম্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যার পর নাই আমার অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য, আমি এই জন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন সম্পদ ও মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আয়ত্ত।

তখন রাম বিভীষণকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বিভীষণ! রাক্ষসগণের বলাবল কিরূপ, তুমি আমার নিকট যথার্থত তৎসমুদায় উল্লেখ কর।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণ-

স্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। প্রহস্ত রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম্ম ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইত্যবসরে সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ মহাবীর সৈন্যসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান পাবকের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া প্রতিপক্ষগণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের বলবীর্য্য লোকপালগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সেনা দশসহস্র কোটি হইবে। তাহারা লঙ্কানিবাসী ও রক্তমাংসাসী। রাবণ ঐ সমস্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিক্রম অসহ্য বোধ করিয়া দেবগণের সহিত পলায়ন করেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত আন্দোলন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যেরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় দিলে আমি তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া তোমায় রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা

পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্তে আমার হস্তে কদাচই পরিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্রয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, তাহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় যাইব না।

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আমি রাক্ষসবধ ও লঙ্কাপরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।

অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাঁকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।

তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের এইরূপ অনুগ্রহ দেখিয়া, সাধুবাদ সহকারে কিলকিলারব করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানরসৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আম দিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও।

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাত্মা

রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে রাম ইহাঁর জ্ঞাতি, সুতরাং সমুদ্র ইহাঁর কার্য্যে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না।

অনন্তর সুগ্রীব রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাম! বিভীষণের অভিপ্রায়, তুমি সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হও। তখন ধর্ম্মশীল রাম তাঁহার এই সৎ পরামর্শ শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে কার্য্যনিপুণ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে তাঁহার সবিশেষ পূজার আদেশ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইল। সুগ্রীব সুপণ্ডিত এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা একটী মন্ত্রণা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় কর।

তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উপচার বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মশীল বিভীষণ এসময়ে যে শ্রুতিসুখকর কথা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের প্রীতিপ্রদ। এই ভীষণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং মহাবীর বিভীষণের কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক হইতেছে। কালবিলম্ব অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কর।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

বিংশ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দ্দূল নামে এক চর ছিল। সে প্রভুর আদেশে সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সুগ্রীব-রক্ষিত বানরসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিল এবং পুনর্ব্বার মহাবেগে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! বানর ও ভল্লূকসৈন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে তাহারা লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত সুরূপ। তাঁহারা জানকীর উদ্ধার কামনায় সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে দশযোজন স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের সংখ্যা কিরূপ, শীঘ্র তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপনি দূত নিয়োগ করুন এবং সাম দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ তৎকালোচিত কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে শুককে কহিলেন, শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট যাও এবং আমার বাক্যক্রমে শান্ত ও মধুর বচনে বল,

সুগ্রীব! রাজকুলে তোমার জন্ম, তুমি ঋক্ষরজার পুত্র ও মহাবীর। রামের সহকারিতায় তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যদিও কিছু স্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার ভ্রাতৃতুল্য। আমি যদিও রামের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কিষ্কিন্ধায় প্রতিগমন কর। নর-বানরের কথা কি, দেবগন্ধর্ব্বও রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিতে পারে না।

অনন্তর শুক রাবণের আদেশে পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র গগনতলে উত্থিত হইল এবং সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকটস্থ হইল। পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে সুগ্রীবকে রাবণের আদিষ্ট সমস্ত কথা অনুক্রমে কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে ঐরূপ সমস্ত কহিতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মুষ্টি প্রহারে হনন করিবার মানসে তাহাকে গিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে আনয়ন করিল। তখন শুক বানরগণের পীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রাম! দূতকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে; এক্ষণে তুমি বানরগণকে নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর মত পরিত্যাগ করিয়া স্বমত প্রচার করে সে অনুক্তবাদী, তাহাকেই বধ করা কর্ত্তব্য।

তখন ধর্ম্মশীল রাম শুকের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও শুককে অভয় দান করিল। অনন্তর শুক পক্ষবলে শীঘ্র অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, কপিরাজ! রাবণ ক্রূরস্বভাব, বল, আমি গিয়া তাঁহাকে কি বলিব।

মহাবীর সুগ্রীব অদীন স্বরে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাবণকে আমার কথায় এইরূপ কহিও, রাক্ষসরাজ! তুমি আমার মিত্র ও প্রিয়পাত্র নও। তোমাকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার উপকারকও নও। তুমি রামের শত্রু, রাম তোমাকে জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত বিনাশ করিবেন। পামর! আমরা তোরে সগণে সংহার করিয়া রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছারখার করিব। এক্ষণে তুই আকাশ বা পাতালে প্রবেশ কর্, ভগবান ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর্, বা সুরগণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাক্, মহাবীর রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর তোকে পরিত্রাণ করিতে পারে আমি এই ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুই জরাজীর্ণ বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছিস্ এই কি তোর বলবীর্য্যের পরিচয়? যদি তোর সামর্থ্যই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে জানকীরে কেন হরণ করিলি? রাম মহাবল এবং সুরগণেরও

দুর্দ্ধর্ষ। তিনি যে তোরে সংহার করিবেন ইহা তুই এখনও বুঝিতে পারিস্ নাই।

অনন্তর কুমার অঙ্গদ রামকে কহিলেন, ধীমন্! ঐ দুরাচার দূত নয়, বোধ হয় গুপ্ত চর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা বুঝিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, উহাকে ধর, ঐ দুষ্ট আর যেন লঙ্কায় ফিরিয়া না যায়। আমার ত এই মত।

তখন বানরেরা কুমার অঙ্গদের আজ্ঞামাত্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শুককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বানরেরাও তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তখন শুক প্রহারবেগে যার পর নাই পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, হা! বানরেরা আমার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন ও চক্ষু বিদীর্ণ করিতেছে। আমি যে রাত্রিতে জন্মিয়াছি এবং যে রাত্রিতে মরিব, ইতিমধ্যে যা কিছু পাপ করিয়াছি, যদি আমার প্রাণ যায় সেই পাপ তোমার।

তখন রাম বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ দূত উপস্থিত, উহাকে এখনই ছাড়িয়া দেও।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্ব্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন। তৎকালে ভুজগাকার ভুজদণ্ডই তাঁহার উপধান হইল। পূর্ব্বে ঐ হস্ত শ্বেত ও তরুণ-সূর্য্যসঙ্কাশ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং নানারূপ স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত থাকিত, ধাত্রীগণের মুক্তামণিখচিত করপল্লবে বারংবার স্পৃষ্ট হইত, এবং শয়নকালে জানকীর মস্তকে যার পর নাই শোভা পাইত। ঐ হস্ত যেন জাহ্নবীজলশায়ী ভুজগরাজ তক্ষকের দেহ। উহা সংগ্রামে শত্রুবর্গের শোকবর্দ্ধন এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে। উহা সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয়। পুনঃ পুনঃ জ্যাগুণঘর্ষণে উহার ত্বক একান্ত কঠিন হইয়া আছে। উহা আজানুলম্বিত ও অর্গলতুল্য, এবং উহাই অসংখ্য গোদান করিয়া থাকে। মহাবীর রাম সমুদ্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান করিলেন এবং আজ হয় কার্য্যসাধন হয় সমুদ্র শোষণ মনে মনে এই রূপ অবধারণ পূর্ব্বক মৌনভাবে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়মনিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম এই কাল

যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন, তথাচ নির্ব্বোধ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন রামের অতিমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, সমুদ্র আমার সহিত এখনও সাক্ষাৎ করিল না, উহার কি গর্ব্ব! শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার ও প্রিয়বাদিতা সাধুর এই সমস্ত সদ্গুণ ধৃষ্ট দাম্ভিকের নিকট অযোগ্যতামূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গর্ব্বিত দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মী, সর্ব্বত্র স্বগুণ প্রখ্যাপনই যাহার কার্য্য, যে দুরাত্মা দোষগুণবিচারে বিমুখ হইয়া দণ্ডবিধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। লক্ষ্মণ! শান্তভাবে কীর্ত্তি, শান্তভাবে যশ, এবং শান্ত ভাবে জয় লাভ হয় না। এক্ষণে সমুদ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শরনিকরে মৎস্যগণ বিনষ্ট হইবে এবং ভাষমাণ মৎস্যদেহে সমুদ্রজল রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আজ আমার শরজালে ভুজঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আজ আমি জলহস্তীদিগের শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শঙ্খ ও শুক্তিকাদির সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিব। দেখ, ক্ষমাশীল বলিয়াই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিতেছে, ফলত ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশ্যই দোষাবহ। বৎস! তুমি শীঘ্র আমার শরাসন ও সর্পাকার শর আনয়ন কর। আমি এখনই সমুদ্রশোষণ করিব। বানরসৈন্য এই দণ্ডেই পাদচারে

ইহা পার হইবে। সমুদ্র তীরদেশে আবদ্ধ এবং তরঙ্গমালা-সঙ্কুল, আজ আমি ইহার সীমা ভেদ করিব। সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল, আজ আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিচলিত করিব।

মহাবীর রাম এই বলিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্র-যুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্বলিত যুগান্ত-বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শর ত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, শরসঙ্ঘর্ষজনিত বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল, তরঙ্গজাল শঙ্খ মকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইতে লাগিল, ধূমরাশি দৃষ্ট হইল, দীপ্তমুখ দীপ্তলোচন ভুজঙ্গগণ ব্যথিত এবং পাতালতলবাসী দানবেরা অস্থির হইয়া উঠিল; তরঙ্গ সকল নক্র মকরের সহিত বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে আস্ফালিত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণা, নক্র কুম্ভীরগণ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে, উরগ ও রাক্ষসেরা ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত এবং সর্ব্বত্রই তুমুল রব।

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সহসা উত্থিত হইয়া রোষকম্পিত রামকে নিবারণ ও তাঁহার ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! সমুদ্রকে এই রূপ ক্ষুভিত করা ব্যতীত আপনার কার্য্য সাধন হইতে

পারে। ভবাদৃশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আপনি কার্য্যসিদ্ধির কোন উৎকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করুন। তৎকালে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ

অনন্তর মহাবীর রাম সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আজ আমি পাতালের সহিত এই সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব। সমুদ্র! আমার শরে তোর জলশোষ হইবে, জলজন্তু সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং গর্ত্ত হইতে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে থাকিবে। আমার শরপ্রভাবে বানরগণ এখনই পাদচারে পর পারে উত্তীর্ণ হইবে। তোর অতি বৃদ্ধি, তজ্জন্যই তুই আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতেছিস্ না। এক্ষণে এই অতিবৃদ্ধি বশত যার পার নাই তোর অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

মহাবীর রাম সমুদ্রকে এই বলিয়া ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরদণ্ড ব্রাহ্ম মন্ত্রে পূত এবং শরাসনে যোজিত করিলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট হইবামাত্র ভূলোক ও দ্যুলোক যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্ব্বত কম্পিত হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নদ নদী ও সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত বিপরীত দিকে চলিল; গগনতল সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে

লাগিল ; বায়ু প্রবলবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জলদজাল উড্ডীন করিয়া. ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বজ্র হইতে বৈদ্যুতাগ্নি অনবরত নিঃসৃত হইতে দৃষ্ট হইল, দৃশ্য জীবসকল বজ্রসম স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অদৃশ্য জীবসকল ভীম রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ; অনেকে ভয়ে অভিভূত হইয়া কম্পিত দেহে শয়ন করিল, সকলেই ব্যথিত, সকলেই নিস্পন্দ। মহাসমুদ্র মহাপ্রলয় ব্যতীতও গর্ভস্থ জলজন্তুগণের সহিত বেলাভূমি লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে রাম সমুদ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ইত্যবসরে উদয় পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেমন উদিত হন সেইরূপ সমুদ্রমধ্য হইতে মুর্ত্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল. সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাসের ন্যায় আয়ত, এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে শোভিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘবায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্য দীপ্তমুখ ভুজঙ্গ। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, বায়ু. আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট

পথ আশ্রয় পূর্ব্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীর-সঙ্কুল জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে আমি তাহা কহিব, এবং সহিয়াও থাকিব। যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে অতিক্রম করিবে, তাবৎ জলজন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। আমি সকলের সুখসঞ্চারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।

রাম কহিলেন, সমুদ্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার কোন্ স্থানে প্রয়োগ করিব।

তখন সমুদ্র ব্রহ্মাস্ত্র দর্শন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাম! আমার অব্যবহিত উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে একটী স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পবিত্র। তথায় আভীর প্রভৃতি উগ্রদর্শন পাপস্বভাব দস্যুগণ আমার জলপান করিয়া থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি সেই পাপ সহ্য করিতে পারি না। রাম! এক্ষণে তুমি সেই স্থানেই এই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর।

তখন রাম মহাবেগে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বজ্রকল্প শর যেস্থানে গিয়া পড়িল তাহা পৃথিবীতে মরু-

কান্তার নামে প্রসিদ্ধ হইল। শর পতিত হইবামাত্র বসুমতী যার পর নাই পীড়িত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ঐ ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত দ্বার দিয়া পাতাল হইতে অনবরত জল উত্থিত হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দ্বার ব্রণকুপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রণ-কূপে সমুদ্রেরই ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জল উত্থিত হইতেছে। তৎকালে একটী দারুণ ভূমি-বিদারণ-শব্দ শ্রুত হইল। ঐ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পূর্ব্বসঞ্চিত যে জল ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। তখন সুরবিক্রম রাম মরুকান্তারকে এই রূপ বর দান করিলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশু-গণের হিতকর হইবে, এই স্থানে ফল মূল প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে, এবং তৈল ক্ষীর সুগন্ধি দ্রব্য ও বিবিধ ঔষধি যথেষ্টই দৃষ্ট হইবে। ফলত রামের বরপ্রভাবে মরুকান্তার অতি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর সমুদ্র সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রামকে কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্ম্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইহাঁর যথেষ্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্ম্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় ইহাঁরও নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, বীর! সমুদ্র যথার্থই কহিয়াছেন; পিতা বিশ্বকর্ম্মা আমায় বরদান করিয়াছিলেন, আমি সেই বর প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিব। এক্ষণে বোধ হয়, কার্য্যসিদ্ধিকল্পে দণ্ডই উৎকৃষ্ট; অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা সাধুতা বা দান শ্রেয়স্কর নহে। দেখ, এই ভীষণ সমুদ্র কেবল দণ্ডভয়েই তলস্পর্শী হইল। পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার জননীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আমি সেই বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র, এবং গুণে তাঁহারই সমকক্ষ। আমি পৃষ্ট না হওয়াতে এতাবৎ কাল তোমাদের নিকট কোন কথার প্রসঙ্গ করি নাই। অতঃপর আমি সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিব। বানরগণ আজই এই কার্য্যে আমায় সাহায্য করুন।

তখন রাম বানরগণকে মহাবীর নলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। পর্ব্বতাকার বানরেরা হৃষ্ট হইয়া অরণ্য প্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটন পূর্ব্বক সমুদ্রতটে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। ক্রমশঃ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত, ও অশোক বৃক্ষে সমুদ্রতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা বৃক্ষ সকল সমূল ও নির্ম্মূলে উৎপাটন ও ইন্দ্রধ্বজের

ন্যায় উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল। দাড়িমগুল্ম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল ও নিম্ব বহু পরিমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হস্তিপ্রমাণ পাষাণ ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত পাষাণ ও পর্ব্বত বেগে যেমন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নদিকে নামিতেছে। ফলত তৎকালে মহা সমুদ্র প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্ব্বতে অত্যন্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন দীর্ঘ সেতু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। অনেকে কেবল বৃক্ষশিলা বাহিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেহ মেঘবৎ শ্যামল, কেহ বা শৈলের ন্যায় কৃষ্ণ। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাষ্ঠ ও মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত বৃক্ষ দ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে সকলেরই যারপর নাই উৎসাহ। দানবাকার বানরগণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দ্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শৈল ও শিলাপাতের তুমুল শব্দ। সকলেই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে অতিমাত্র ব্যগ্র। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয়

দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে এক বিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পর পার পর্য্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ঐ অদ্ভুত সেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। নলনির্ম্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বানরেরা মহা হর্ষে গর্জন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ অপূর্ব্ব সেতু অচিন্তনীয় অসুন্দর লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত; উহা সুবিস্তীর্ণ ও সুকৃত; তৎকালে উহা মহাসাগরে সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বিভীষণ বিপক্ষের প্রতিরোধ নিবারণার্থ গদাধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারি জন অমাত্যের সহিত অবস্থান করিলেন। তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন, বীর! তুমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ কর এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উত্থিত হউন। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে পর পারে লইয়া যাইবে।

পরে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীবের সহিত চলিলেন। অনেকে মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। কেহ সমুদ্রজলে পড়িতেছে, কেহ সেতুপথে যাইতেছে এবং কেহ বা আকাশচর পক্ষীর ন্যায় উড্‌ডীন হইতেছে। গতিপ্রসঙ্গে তুমুল কলরব উত্থিত হইল। তৎকালে ঐ গগনস্পর্শী শব্দে সমুদ্রের ভীষণ গর্জনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ক্রমশঃ সকলে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইল। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ ফলমূলবহুল প্রদেশে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তখন সুর সিদ্ধ ও চারণগণ রামের এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, এবং মহর্ষিগণের সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন কর। এই বলিয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর রাম চতুর্দ্দিকে সমস্ত দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আইস, এক্ষণে আমরা শীতল জল ও ফলপূর্ণ বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্য বিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চারি দিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়ু ধূলিজাল লইয়া বহিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প; শৈলশিখর কম্পিত ও বৃক্ষ সকল পতিত হইতেছে। মেঘ ধূসরবর্ণ ও রুক্ষ, উহা ঘোর ও কঠোর গর্জন পূর্ব্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ অরুণ ও ভীষণ। জ্বলন্ত সূর্য্য হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। ক্রূর মৃগপক্ষিগণ ভয় সঞ্চার পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ উষ্ণ এবং পরিবেষ কৃষ্ণ ও রক্ত। চন্দ্র যেন লোকক্ষয় করিবার জন্য উদিত হইয়াছেন। সূর্য্য অতিমাত্র প্রখর। উহাঁর পরিবেষ সূক্ষ্ম রুক্ষ ও রক্ত। উহাঁর গাত্রে একটী নীল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন। এক্ষণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ,

কাক, স্যেন ও নিকৃষ্ট গৃধ্রগণ চতুর্দ্দিকে উড্ডীন। শৃগালেরা ভয়ঙ্কর অশুভ চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে পৃথিবী মাংস-শোণিত-পঙ্কে আচ্ছন্ন হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণের লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ করি।

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ শত্রুসংহারে কৃতসংকল্প। তৎকালে রাম উহাদিগের ধৈর্য্য ও কার্য্যে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অনন্তর মহাবীর রাম ব্যূহরচনা করিলেন। তখন নক্ষত্র-খচিত শারদীয় রজনী যেমন পূর্ণ চন্দ্রে শোভা পায় সেইরূপ ঐ বীরসমাগম রামের অধিষ্ঠানে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। বসুমতী সমুদ্রবৎ প্রসারিত বানরসৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তৎকালে লঙ্কায় তুমুল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছিল। বানরগণ তাহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং অসহ্য বোধে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ রব মেঘগর্জ্জনবৎ ঘোর ও গভীর, রাক্ষসেরাও দূর হইতে উহা শুনিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সন্তপ্ত মনে ভাবিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা জানকী গ্রহাভিভূত রোহিণীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! দেখ, এই লঙ্কাপুরী গগনস্পর্শী, দেববশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পর্ব্বতোপরি যেন কল্পনায় ইহা

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পুরীর সর্ব্বত্র সপ্ততল গৃহ, ইহা শুভ্রমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইতস্ততঃ ফলপুষ্পপূর্ণ রমণীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধু-মত্ত বিহঙ্গগণ কোলাহল করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব বায়ুভরে আন্দোলিত, পুষ্পে ভৃঙ্গ বিলীন এবং কোকিলেরা কুহুরবে সমস্ত মুখরিত করিতেছে।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্বস্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধ-গজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি সবিশেষ সাবধানে লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই কএকটী বীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং কপিশ্বর সুগ্রীব সূর্য্য যেমন পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্ব রক্ষা করেন সেইরূপ উহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানরসৈন্য ব্যূহবিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করি-বার সংকল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে যাইতে লগিল।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের

সৈন্য প্রণালীক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও।

তখন সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যার পর নাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাবণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, শুক! তোমার দুইটী পক্ষ কি বদ্ধ? বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চপলচিত্ত বানরের হস্তে পড়িয়াছিলে?

তখন শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি সমুদ্রের উত্তর তীরে গিয়া সুগ্রীবকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক আপনার কথা সম্যক্ কহিয়া ছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমায় দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে মুষ্টি প্রহারে হনন করিবার সঙ্কল্পে এক লম্ফে আসিয়া ধরিল। রাজন্! বানরেরা অত্যন্ত উগ্র ও স্বভাবত রুষ্ট, পরাজয় দূরে থাক্, তাঁহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করাই দুষ্কর। যিনি মহাবীর বিরাধ, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতুনির্ম্মাণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ

করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্বতাকার ভল্লূকসৈন্যে আচ্ছন্ন। সুরাসুরের ন্যায় বানর ও রাক্ষসের সন্ধি একান্ত অসম্ভব। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। অতঃপর আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতা সমর্পণ যা হয় একটা করুন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রোষারুণ লোচনে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যদি সুরাসুর ও গন্ধর্ব্বেরাও আমার প্রতিপক্ষ হন, যদি লঙ্কার রাক্ষসেরাও আমার যুদ্ধ-সাহায্যে ভীত হন, তথাচ আমি রামকে সীতা সমর্পণ করিব না। এক্ষণে উন্মত্ত ভ্রমরেরা যেমন বসন্তকালে পুষ্পিত বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয় তদ্রূপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইবে। কবে আমি শোণিতলিপ্ত রামকে শরাসনচ্যুত প্রদীপ্ত শরে উল্কাযোগে কুঞ্জরবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। সূর্য্য যেমন উদিত হইবামাত্র জ্যোতির্মণ্ডলের প্রভা আচ্ছন্ন করেন, তদ্রূপ কবে আমি রাক্ষসসৈন্যের সহিত উদ্যত হইয়া রামকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিব। আমার বেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় এবং বল বায়ুর ন্যায়, রাম ইহার কিছুই অবগত নয়, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রাম আমার বিষাক্ত সর্পাকার তূণীরস্থ শরনিকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই সে তজ্জন্যই আমার সহিত

যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমি সৈন্যরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, এই শরাসন রূপ বীণা বাদন করিব। শরের অগ্রভাগ ইহার বাদন-দণ্ড, টঙ্কার তুমুল শব্দ, হাঁহাকার গীতি এবং নারাচ ও তলশব্দই অনুরণন। আমার বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। সুররাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ শুক ও সারণ নামে দুই জন অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব। যাহাই হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কে কেই বা বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। স্কন্ধাবার কিরূপ? রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য্য ও অস্ত্র শস্ত্র কি প্রকার, এবং সেনাপতিই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর গুহা

ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। অনেকে বসিয়া আছে অনেকে বসিতেছে এবং অনেকে বসিবে। চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল। শুক ও সারণ ছদ্ম ভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ইতাবসরে বিভীষণ সহসা ঐ দুই প্রচ্ছন্নচারী চরকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর।

তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা দুই জন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্যসংখ্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, যদি আমাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুর নিয়োগ সম্যক রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা পুনর্ব্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই

তোমাদিগকে সমস্ত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহীত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাহাতে আবার গৃহীত হইয়াছ, বিশেষত তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটী রাক্ষস যদিও গূঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব। আমি কল্য প্রাতেই ইন্দ্র যেমন দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্ম্মবৎসল রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চারি জন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে মিলিয়াছেন তখন বানরগণ দূরে থাক, তাঁহারাই

সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, অন্য তিন জনের কথা কি, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্! যুদ্ধার্থী প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, এক্ষণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি করুন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবেরা আমায় আক্রমণ করে ; যদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, কোন্‌ শত্রু আমাকে পরাজয় করিতে পারে ?

রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষার-ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্ব্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য, উহা ভুবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাবণ ঐ অসংখ্য ও দুর্ব্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সারণকে জিজ্ঞাসিলেন, সারণ! ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর, এবং কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর ? যূথপতির

মধ্যে কে কে সর্ব্বপ্রধান? সুগ্রীব কোন্ কোন্ বীরের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ? এক্ষণে তুমি সবিস্তরে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সারণ কহিল, রাজন্! যে বীর ঘন ঘন সিংহনাদ পূর্ব্বক লঙ্কার অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন, শতসহস্র যূথপতি যাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে, যাঁহার বীরনাদে শৈল কানন ও প্রাচীর তোরণের সহিত লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতেছে, উনি সুগ্রীবের সেনাপতি, নাম নীল। যিনি বাহুদ্বয় লম্বিত করিয়া পদযুগে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন, যিনি গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ এবং পদ্মপরাগের ন্যায় পিঙ্গল, যিনি লঙ্কার সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে ঘন ঘন জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুলের আস্ফোটন-শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উহাঁর নাম অঙ্গদ। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ মহাবীরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি বালির অনুরূপ পুত্র এবং সুগ্রীবের প্রিয় পাত্র। বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ ঐ মহাবীর রামের জন্য বলবীর্য্য প্রদর্শন করিবেন! দেখুন, উনি যুদ্ধার্থ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। রামের হিতৈষী বেগবান হনুমান যে জানকীর সংবাদ লইয়া যান তাহা কেবল উহাঁরই বুদ্ধিবলে। উনি আপনাকে আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্য বানরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন! উহাঁর

পশ্চাতে সৈন্যপরিবৃত মহাবীর নল। ঐ নলই সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রাজন্! অদূরে যে রজতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনি শ্বেত। উহাঁর ইচ্ছা যে উনি একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা ছারখার করেন। যে সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে, উহারা শ্বেতের অনুচর। উনি বুদ্ধিমান ও সুবিখ্যাত। ঐ দেখুন, উনি ব্যূহ বিভাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে পুলকিত করিয়া সুগ্রীবের নিকট দ্রুতপদে গমনাগমন করিতেছেন।

এই দিকে যূথপতি কুমুদ। গোমতীতীরে সংরোচন নামে যে বৃক্ষপূর্ণ পর্ব্বত আছে উনি তথায় রাজ্য শাসন করেন। যাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গূলে বিচিত্র বর্ণের সুদীর্ঘ কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর চণ্ড। উহাঁর অভিপ্রায় যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন।

যিনি সিংহপ্রতাপ কপিলবর্ণ ও দীর্ঘ-কেসর-যুক্ত, যিনি নিভৃতে জ্বলন্ত চক্ষে লঙ্কা নিরীক্ষণ করিতেছেন, যিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্ব্বতে সতত বাস করিয়া থাকেন, ঐ সেই যূথপতি সংরম্ভ। ঐ দেখুন, ত্রিংশৎ কোটি প্রচণ্ডবিক্রম ভীষণ বানর বল পূর্ব্বক লঙ্কা বিমর্দ্দিত করিবার জন্য উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। আর ঐ যিনি কর্ণযুগল বিস্তার পূর্ব্বক

ঘন ঘন জৃম্ভা ত্যাগ করিতেছেন, মৃত্যুতে যাঁহার ভয় নাই, যিনি স্বসৈন্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যিনি রোষে কম্পিত হইয়া পুনঃপুনঃ বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, উনি মহাবীর শরভ। দেখুন উঁহার কিরূপ লাঙ্গূল আস্ফালন! উনি তেজস্বী ও নির্ভয়, উনি সুরম্য সালেয় পর্ব্বতে রাজত্ব করিয়া থাকেন। বিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ যুথপতি এই মহাবীরের আজ্ঞাধীন।

ঐ যে উন্নতকায় বীর মেঘ যেমন গগনতল আবৃত করে সেইরূপ দিঙ্‌মণ্ডল আবৃত করিয়া সুরসমাজে ইন্দ্রের ন্যায় বানরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার বীরনাদ ভেরী-রবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উহাঁর নাম পনস। পারিযাত্র পর্ব্বত উহাঁর বাসস্থান। পঞ্চাশৎ লক্ষ যুথপতি স্বস্ব যুথ লইয়া উহাঁকে বেষ্টন করিয়া আছে। যিনি ঐ সাগরতীরস্থ কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈন্য শোভিত করিয়া দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উনি দর্দ্দুর পর্ব্ববৎ দীর্ঘাকার যুথপতি বিনত। ঐ বীর সরিদ্বরা বেণার জলপান পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। উহাঁর সৈন্যসংখ্যা ষষ্টি লক্ষ।

ঐ দিকে মহাবীর ক্রথন। উনি আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। উহাঁর যুথপতিগণ মহাবল ও মহাবীর। উহাদের আবার প্রত্যেকেরই যুথ আছে। ঐ যে গৈরিকবর্ণ বানরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্ব্বে অন্যান্য বীরকে লক্ষ্যই করিতেছেন

না, উঁহার নাম গবয়। উনি ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। সপ্ততি লক্ষ যুথপতি উহাঁর আজ্ঞাধীন। উহাঁর ইচ্ছা যে, উনিই স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কা উৎসন্ন করেন। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত যুথপতির সংখ্যা নাই। ইহাঁরা মহাবল ও মহাবীর্য্য।